brac

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস

দুর্যোগ সাড়াদানে ব্র্যাকের নীতিমালা

জানুয়ারি ২০১৩

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস

দুর্যোগ সাড়াদানে ব্র্যাকের নীতিমালা

জানুয়ারি ২০১৩

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস

দুর্যোগ সাড়াদানে বাংলাদেশে ব্র্যাকের নীতিমালা

প্রকাশক
দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি
ব্র্যাক সেন্টার (১২ তলা)
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৩

ডিজাইন
ব্র্যাক কমিউনিকেশনস

মুদ্রণ
ব্র্যাক প্রিন্টাস

সূচিপত্র

সারণি
চিত্রতালিকা
সমার্থক শব্দ
১. ভূমিকা ০১
২. ব্র্যাক প্রোফাইল ০১

২.১. ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম ০২
২.১.১ মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ০২
২.১.২ শিক্ষা কর্মসূচি ০২
২.১.৩ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ০৩
২.১.৪ সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ০৩
২.১.৫ মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি ০৩
২.১.৬ ওয়াটার,স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি ০৪
২.১.৭ দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি ০৪
২.১.৮ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি ০৫
২.১.৯ জেন্ডার, জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি ০৫
২.১.১০ ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন ০৫

৩. ব্র্যাকের বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালি ০৬
৪. বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকির চিত্র ০৭
৫. বিদ্যমান পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা ০৮

৫.১ ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা ০৮
৫.১.১ সতর্কীকরণ নির্দেশনা মাধ্যম ১৩

৫.২ বন্যার পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা ১৫
৫.২.১ বাংলাদেশে বন্যার ধরন ও বৈশিষ্ট্য ১৬
৫.২.২ বন্যা আক্রান্ত এলাকাসমূহ ১৭
৫.২.৩ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ নির্দেশনা ১৮
৫.২.৪ আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস নির্দেশনা ২১

৫.৩ ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ নির্দেশনা ২১

৬. তথ্য আদানপ্রদান চিত্র ২৪
৭. ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম (ICS) ২৬

৭.১ আইসিএস-এর মূল কার্যপ্রণালি
৭.২ সংগঠন ও কর্মীবাহিনী ২৭
৭.২.১ ইনসিডেন্ট কমান্ডার এবং কমান্ড স্টাফ ২৭
৭.২.২ জেনারেল স্টাফ ২৮

৮. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং নীতিমালা (SOP) ২৯

৮. ১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস ২৯
৮.১.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ ২৯
৮.১.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ ৩১
৮.১.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ ৩৮

৮.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ৩৮
৮.২.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ ৩৯

৮.২.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ ৪১
৮.২.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ ৪৭

৮.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প ৪৭
৮.৩.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ ৪৮
৮.৩.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ ৪৮
৮.৩.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ ৫৪

৯. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো ৫৪
১০. চ্যালেঞ্জিং বিষয়সমূহ ৫৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: দুর্যোগ পরিভাষা শব্দকোষ ৬০
পরিশিষ্ট ২: আইসিএস শব্দকোষ ৬৩
পরিশিষ্ট ৩: আপদ তথ্যপ্রাপ্তির উৎস ও গন্তব্য ৬৫
পরিশিষ্ট ৪: দুর্যোগের সাড়াদানের সময়তালিকা ম্যাট্রিক্স ৬৬
পরিশিষ্ট ৫: পরিকল্পনার ওয়ার্কশিটসমূহ ৬৭
পরিশিষ্ট ৬: আইসিএস-এর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ ৬৮
পরিশিষ্ট ৭: দুর্যোগ পরিস্থিতির বর্ণনার ফরম ৮০
পরিশিষ্ট ৮: নিরাপদ স্থানান্তরকরণ চেকলিস্ট ৮৪
পরিশিষ্ট ৯: র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট টুল ৮৫
পরিশিষ্ট ১০: র‍্যাপিড ইনিসিয়েল রিপোর্ট ৮৯
পরিশিষ্ট ১১: ওয়াশ এনএফআই ব্যবহার গাইডলাইন ৯২
পরিশিষ্ট ১২: দুর্যোগ সাড়াদানের করণীয় ৯৫

সারণিতালিকা

সারণি ১: বিপর্যয়ের সতর্কতা বার্তা প্রদান ৮
সারণি ২: বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় সংকেতের নির্দেশনা ৯
সারণি ৩: বন্যার ধরন ১৬
সারণি ৪: বন্যার শ্রেণিবিভাগ ১৮
সারণি ৫: বন্যার সতর্কীকরণ/সতর্কতা বার্তা নির্দেশনা মাধ্যম ২০
সারণি ৬: ভূমিকম্পের শ্রেণিবিভাগ ২১

চিত্রতালিকা

চিত্র ১: বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ ৭
চিত্র ২: দুর্যোগজনিত বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ পঞ্জিকা ৭
চিত্র ৩: ঘূর্ণিঝড়ের বুলেটিন সূচিপত্র ১০
চিত্র ৪: সিডরকেন্দ্রিক বিএমডি বুলেটিন এবং ভিএইচএফ-ভিত্তিক সিপিপি-র সংবাদ ১২
চিত্র ৫: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ প্রচারপ্রবাহ ১৪
চিত্র ৬: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে সিপিপি-র মাধ্যমে সংকেতবার্তার প্রচারপ্রক্রিয়া ১৪
চিত্র ৭: বাংলাদেশের বন্যার ধরন ১৭
চিত্র ৮: বাংলাদেশ বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতি ১৯
চিত্র ৯: নদী ও বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি ২০
চিত্র ১০: বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক পূর্বাভাসপদ্ধতি ২১
চিত্র ১১: বাংলাদেশের ভূমিকম্পের টেকটনিক মানচিত্র এবং ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাসমূহ ২২
চিত্র ১২: যোগাযোগের তথ্যপ্রবাহ চিত্র ২৫
চিত্র ১৩: আইসিএস-র কর্মপরিধি ২৬
চিত্র ১৪: কমান্ড স্টাফ ২৭
চিত্র ১৫: ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল ৩২
চিত্র ১৬: জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবাহচিত্র জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবাহচিত্র ৩৪
চিত্র ১৭: প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো (ঘূর্ণিঝড়ের জন্য) ৩৫
চিত্র ১৮: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো ৩৭
চিত্র ১৯: বন্যার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল ৪২
চিত্র ২০: প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো (বন্যার জন্য) ৪৪
চিত্র ২১: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো ৪৬
চিত্র ২২: ভূমিকম্পের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল ৫০
চিত্র ২৩: প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো (ভূমিকম্পের জন্য) ৫১
চিত্র ২৪: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো ৫৩

সমার্থক শব্দ

ADPC	Asian Disaster Preparedness Centre
AM	Area Manager
BRCS	Bangladesh Red Crescent Society
BEP	BRAC Education Programme
BLD	BRAC Learning Division
BWDB	Bangladesh Water Development Board
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute
BMD	Bangladesh Meteorological Department
BM	Branch Manager
BLC	BRAC Learning Centre
CDMP	Comprehensive Disaster Management Programme
CE	Community Empowerment
CPP	Cyclone Preparedness Programme
CWC	Central Water Commission
CRH	Climate Resilient House
CEP	Community Empowerment Programme
CBDRR	Community Based Disaster Risk Reduction
CEGIS	Centre for Environmental Geographic Information Services
DAE	Department of Agricultural Extension
DBR	District BRAC Representative
DC	Deputy Commissioner
DDMC	District Disaster Management Committee
DECC	Disaster Environment and Climate Change
DER	Disaster and Emergency Response
DL	Danger Level
DM	District Manager
DDM	Department of Disaster Management
DMIC	Disaster Management Information Centre
DRRO	District Relief and Rehabilitation Officer
EOC	Emergency Operations Centre
EW	Early Warning
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
FFWC	Flood Forecasting and Warning Centre
GoB	Government of Bangladesh
HF	High Frequency
HNPP	Health, Nutrition and Population Programme

HRLS	Human Rights and Legal Aid Services
HO	Head Office
ICS	Incident Command System
IC	Incident Commander
IAP	Incident Action Plan
ICP	Incident Command Post
IMD	Indian Meteorological Department
IMT	Incident Management Team
IMDMCC	Inter Ministerial Disaster Management Coordination Committee
ICIMOD	International Centre for Integrated Mountain Development
INGO	International Non-Government Organization
MoFDM	Ministry of Food and Disaster Management
M	Magnitude
M&E	Monitoring and Evaluation
MoU	Memorandum of Understanding
MAC	Multi-Agency Coordinator
MF	Microfinance
MSL	Mean Sea Level
NDMC	National Disaster Management Council
NE	North-eastern
NFI	Non Food Item
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
NW	Nor'wester
NGO	Non-Government Organization
ORS	Oral Rehydration Solution
OSC	Operation Section Chief
PH	Programme Head
PIO	Project Implementation Officer
PM	Programme Manager
PSC	Planning Section Chief
PLA	Participatory Learning and Action
PWD	Public Works Detum
PA	Programme Assistant
PRA	Participatory Rural Appraisal
RAT	Rapid Assessment Tool
RIMES	Regional Integrated Multi Hazard Early Warning System
RIR	Rapid Initial Report
RM	Regional Manager

RSS	Regional Sector Specialist
SOP	Standard Operating Procedures
SOD	Standing Orders on Disaster
SPARRSO	Space Research and Remote Sensing Organisation
SS	Sector Specialist
SSS	Senior Sector Specialist
SW	South-western
SWC	Storm Warning Centre
SAAO	Sub Assistant Agriculture Officer
UDMC	Union Disaster Management Committee
UDMT	Upazila Disaster Management Team
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNO	Upazila Nirbahi Officer
UzDMC	Upazila (Sub District) Disaster Management Committee
UM	Upazila Manager
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UAO	Upazila Agriculture Officer
UFO	Upazila Fisheries Officer
UP	Upazila Parisad
VHF	Very High Frequency
VO	Village Organisation
WASH	Water, Sanitation and Hygiene
WATSAN	Water and Sanitation
WL	Water Level
WMO	World Meteorological Organisation

১. ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সামাজিক সমস্যা এবং বিপদাপন্নতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, ভূ-রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন এ বিষয়গুলো দুর্যোগ প্রশমন এবং সাড়াদান প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি সংস্থা বা ফোরাম উপলব্ধি করেছে যে, সমন্বিতভাবে দুর্যোগ প্রশমন করতে হলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন বেসরকারি সংস্থার কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ধারিত নির্দেশাবলি থাকা প্রয়োজ ন। ব্র্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে, এই নীতিমালাকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (SOP) বলা হয়। এই নীতিমালায় দুর্যোগে সাড়াদানকল্পে ব্র্যাকের সাংগঠনিক নির্দেশনা রয়েছে। অন্যকথায়, এই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং নীতিমালাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়াদানে ব্র্যাককর্মীদের নিজস্ব কার্য বা দায়িত্বাবলির নির্দেশনা রয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর কাজ করার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং নীতিমালা (SOP) তৈরির লক্ষ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ডিইসিসি (DECC) কর্মসূচির সহায়তার জন্য ব্র্যাক USA এবং ADPC (Asian Disaster Preparedness Center)- এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে করণীয় নির্দেশিত রয়েছে। এ ছাড়াও SOP দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের দিকনির্দেশনা রয়েছে ।

দুর্যোগে জরুরি প্রয়োজনে সাড়াদান করার জন্য SOP কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দুর্যোগের সময় সাড়াদানে সহায়ক পুস্তক হিসেবে কাজ করবে ।

২. ব্র্যাক প্রোফাইল

ব্র্যাক একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু করে ৪ (চার) দশকেরও অধিক সময় ধরে ব্র্যাক বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রধান উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ৮০,০০০ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ গ্রামে ব্র্যাক কাজ করছে । ব্র্যাক নিম্নলিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। এই মূল কর্মসূচিগুলো হল :

- মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি
- শিক্ষা কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি
- সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
- মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি
- ওয়াটার,স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি
- দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি
- কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি
- জেন্ডার, জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচি
- ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন

মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করছে। সমগ্র দেশে ব্র্যাকের ৬২টি আঞ্চলিক অফিস এবং ২৪৯৫টি শাখা অফিস রয়েছে। এই শাখা অফিসগুলোর মধ্যে ৩৪৫টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ব্র্যাকে প্রায় ৫০,০০০ কর্মী রয়েছেন।

ব্র্যাক বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ব্র্যাক জরুরি সাড়াদান, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম নিশ্চিত করে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ৩৪৫টি শাখা অফিসে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক থাকার ফলে ব্র্যাক যে কোন সময় দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকায় জরুরি মুহূর্তে সাড়াদানে সক্ষম হয়।

২০০৮ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি (ডিইসিসি)-র মূল উদ্দেশ্য হল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগপূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াও দুর্যোগে সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারে কাজ করা।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক ব্যবহারের জন্য ডিইসিসি কর্মসূচি একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন নীতিমালা তৈরি করেছে। এই নীতিমালাতে কর্মীদের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশনা দেওয়া আছে। এ ছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন নীতিমালায় ব্র্যাককর্মীদের দুর্যোগপূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগে সাড়াদান ও অবস্থানগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্ব স্ব কাজের নির্দেশনা ও কর্তব্য বর্ণিত আছে।

২.১. ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম

ডিইসিসি কর্মসূচির লক্ষ্য এবং উদ্যোগের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মসূচির যেসব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়, তা নিম্নে বর্ণিত হল। প্রত্যেক কর্মসূচির নিজ নিজ কর্মকান্ড ও চ্যালেঞ্জসমূহে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট সমস্যাসমূহে অন্যতম উপাদান হিসেবে ডিইসিসি-র কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

২.১.১ মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি

বাংলাদেশে ব্র্যাকের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি একটি বৃহৎ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি দেশের ৬৪টি জেলায় বিস্তৃত । প্রয়োজনীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে দরিদ্র মানুষজন যারা সহজে ব্যাংক থেকে ক্রেডিট বা ঋণ পায় না, তাদেরকে এই কর্মসূচি আর্থিক সুবিধা দিয়ে সহায়তা করে। ঋণগ্রহীতা, যাদের অধিকাংশই নারী, তারা এই ঋণ ব্যবহার করে আয়বৃদ্ধি এবং উৎপাদনমূলক নানা কার্যক্রমে সংযুক্ত হয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করে।

ব্র্যাকের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্র ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক এবং বিপন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে বিনামূল্যে ঋণ এবং সঞ্চয়সেবা সুবিধা প্রদান করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক অনুদান ও সেবা প্রদান করে এই কর্মসূচি। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গি হল ক্রেডিট প্লাস পন্থা যা ঋণ অনুদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত সেবা প্রদান করে, এন্টারপ্রাইজের supply chain মজবুত করার জন্য তাদের পণ্যের মান উন্নয়ন এবং পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করে। এই সেবাসমূহ ব্র্যাক সামাজিক এন্টারপ্রাইজ দিয়ে থাকে।

গ্রামসংগঠন এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উপাদান। গ্রামসংগঠনগুলো নারীদের একসঙ্গে মিলিত হওয়ার, ক্ষুদ্রঋণের প্রবেশগম্যতা, তথ্য আদানপ্রদান ও তাদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক, আইনি এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। ব্র্যাক আনুমানিক ১০ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষকে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে, যাদের অধিকাংশ নারী। উপরন্তু, দুই লক্ষের বেশি গ্রামসংগঠনসদস্য সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং এই কর্মসূচির প্রায় ৪২১৮ জন সদস্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতি (ওএলডিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

২.১.২ শিক্ষা কর্মসূচি

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হল বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখা। শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর বা প্রান্তিক এলাকায় মৌলিক শিক্ষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নত করা এবং সরকারকে মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল-২ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনে সহায়তা করা।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পাঁচটি প্রধান ইউনিট হল; প্রি-প্রাইমারি শিক্ষা; প্রাইমারি শিক্ষা; তথ্যগত শিক্ষালাভে সহায়তা ; কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বহুমুখী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার, আদিবাসী ও বিশেষভাবে পিছিয়ে-পড়া শিশুদের জন্য কর্মসূচি। এ ছাড়াও এই কর্মসূচির আরও কিছু কার্যক্রম আছে। যেমন: কিশোরীদের সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন (SoFEA), ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণ।

পৃথিবীতে ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে ৩৭০০০ ব্র্যাক স্কুলে ১.১ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী (৭০% ছাত্রী) অধ্যয়নরত, যা ৪ বছরের উপ আনুষ্ঠানিক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষা প্রদান করে। এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এদের ৯৫% ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি একইসঙ্গে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণমান উন্নয়ন, শিক্ষকতার গুণমান এবং স্কুল ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করে।

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪০,০০০-এর বেশি ব্র্যাক স্কুলশিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন এবং তথ্য আদানপ্রদানে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্র্যাক স্কুলশিক্ষিকারা ডিইসিসি কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ তাদের মাধ্যমে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের লোকজন দুর্যোগবিষয়ক বার্তা পেয়ে থাকে।

২.১.৩ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি

ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (এইচএনপিপি)-র প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সংক্রামক ও সাধারণ ব্যাধির বিপদাপন্নতা হ্রাস। এই কর্মসূচি মূলত প্রতিরোধ, প্রতিকার, পুনর্বাসন এবং প্রচারমূলক স্বাস্থ্যসেবার সমন্বয়।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির অধীনে ব্র্যাকের প্রায় ৯৫,৬২৩ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী (CHWs) রয়েছেন, যারা কমিউনিটিতে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। রয়েছে মেডিকেল টিম, যার মধ্যে একজন ডাক্তার, দুজন প্যারামেডিকস আছেন। তারা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কাজ করেন। কমিউনিটির একজন স্বাস্থ্যসেবিকা প্রতিটি গ্রামে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি জটিল রোগীদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। দুর্যোগপূর্ব সময়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীগণ জনগণের শারীরিক ও মানসিক আঘাত উপশমে সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রায় ৯৫,৬২৩ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

ব্র্যাকের ডাক্তার ও চিকিৎসাদল বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছেন। বিশেষত, জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য তারা দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকার কাছাকাছি অবস্থান করেন। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও দুরারোগ্য ব্যাধি মোকাবেলায় ব্র্যাক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ডাক্তারও নিযুক্ত করে থাকে। এ পর্যন্ত ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা কর্মসূচির ১,৮৩০ জন স্টাফ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতি (OLDP) বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

২.১.৪ সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা বৃদ্ধি, অধিকার প্রতিষ্ঠা, নতুন সুযোগসুবিধার সদ্ব্যবহারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে । এই কর্মসূচি কমিউনিটির প্রাতিষ্ঠানিক সমতা, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, তথ্যপ্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের মাধ্যমে ৯৫০০০০-এর বেশি গ্রামীণ নারীর সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে ।

ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য সচেতনতা তৈরি ও সমতা বৃদ্ধি, সম্পদ প্রাপ্তিতে অধিকতর সম্মিলিত ও উন্নততর প্রয়াসের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে। একে পল্লিসমাজ বলে। এই কর্মসূচি গণনাটকের মাধ্যমে সামাজিক বার্তাসমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচার এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলোতে তাদের সম্পৃক্ত করে । একই সময়ে এই কর্মসূচি স্থানীয় সরকারকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং সকল পর্যায় থেকে নির্বাচিত নারীপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ফোরাম গঠনে সহায়তা করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর স্বচ্ছ ও দরিদ্রদের চাহিদাপূরণে সক্রিয় হতে সহায়তা করা । নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষদের অধিকতর অংশগ্রহণকে এই কর্মসূচি উৎসাহিত করে।

দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতার জন্য দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন গণনাটকের মাধ্যমে দুর্যোগবার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর ডিইসিসি কর্মসূচির আওতায় ৫০০০০-এর বেশি পল্লিসমাজ নেত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

২.১.৫ মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি

ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা (এইচআরএলএস) কর্মসূচি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আইনশিক্ষার মাধ্যমে আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এই কর্মসূচির বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা দলীয় পর্যায়ে অন্যায়, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কমিউনিটি মবিলাইজেশনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রচলিত কিংবা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই কর্মসূচি দরিদ্র ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কর্মময় পরিবেশ তৈরি করে থাকে।

এইচআরএলএস কর্মসূচি সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ৫১৭টি আইন সহায়তা ক্লিনিক পরিচালনা করে। এটি বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ এনজিওপরিচালিত কর্মসূচি। এই কর্মসূচির প্রধান দুটি উপাদান হল আইনশিক্ষা এবং আইন সহায়তা। কর্মসূচির 'নগ্নপদ আইনজীবীরা' আইনশিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্যপ্রদানের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করেন। তারা 3-P(PreMFnt-Protest-Protect) মডেলে কাজ করেন এবং কমিউনিটিতে কোন ধরনের অপরাধ ঘটলে তার প্রাথমিক যোগাযোগ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। মানবাধিকার ও আইন সহায়তা ক্লিনিক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্ধারতৎপরতা সহায়তা, কাউন্সেলিং, আইনি লড়াই, স্টাফ প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিবিষয়ক কাজ করে যাচ্ছে।

নেটওয়ার্ক ও শক্তিশালী পার্টনারশিপ এ কর্মসূচির মূল কর্ম-এলাকা। পাশাপাশি সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য, এইচআরএলএস কর্মসূচি সমমনা অংশীদারদের সঙ্গে রিট পিটিশন পরিচালনা এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করে থাকে। এ ছাড়াও এই কর্মসূচি জ্ঞানবৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা করে থাকে। এটা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৮৫ জন এইচআরএলএস স্টাফ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতি (OLDP) বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

২.১.৬ ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সহায়তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০০৬ সালে ব্র্যাক বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অংশীদারি ভিত্তিতে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি (ওয়াশ) শুরু করে। বর্তমানে দেশের ৩৮ মিলিয়ন লোক এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। এই কর্মসূচি জাতিসংঘ মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর ৭ নম্বর লক্ষ্য অর্থাৎ নিরাপদ পানি এবং ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করছে।

ওয়াশ কর্মসূচি লক্ষ্য হল পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যাসংকুল এলাকায় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও হাইজিন সমস্যার টেকসই প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা। সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি সফটওয়ার সহায়তা এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্ষমতায়ন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতা এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে কম খরচে হার্ডওয়ার সহায়তা নিশ্চিত করা। বর্তমানে এই কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্যানিটেশন টাস্কফোর্সের সক্রিয় সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ওয়াটসান (ওয়াটার, স্যানিটেশন) কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচি গ্রামীণ ও বিচ্ছিন্ন এলাকার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন, দূষিত পানি এবং ঝুঁকিপূর্ণ হাইজিন অভ্যাসজনিত কারণে সৃষ্ট দূষণচক্র ভেঙে ফেলার জন্য কাজ করে। সেইসঙ্গে এই কর্মসূচি কমিউনিটির অংশীদারিত্বে অনুপ্রাণিত করা, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নয়ন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের স্বল্পমূল্যে হার্ডওয়ার সহায়তায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলোকে টেকসই করে থাকে ।

এই কর্মসূচি এ পর্যন্ত ৩৮.৮ মিলিয়ন মানুষকে হাইজিন শিক্ষা, ১.৭৮ মিলিয়ন মানুষকে নিরাপদ পানির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং ২৫.৬ মিলিয়ন মানুষকে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় এনেছে। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখছে এবং এই কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে বড় কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত। প্রায় ৬০০০০ গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্য সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

২.১.৭ দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি

ডিইসিসি কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসে ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা। ব্র্যাক এই কর্মসূচির অধীনে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য দুর্যোগপূর্ণ কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়াদানের মাধ্যমে ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনক্ষমতা বাড়ানো, পূর্বাভাস গবেষণা পরিচালনা, তথ্য বিতরণ এবং পরিবেশ ও জ লবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসম্পর্কিত শিক্ষাদান করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংগঠিতভাবে দ্রুত সাড়াদান এবং একে মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্র্যাক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস (SOP) তৈরি করেছে। দুর্যোগকালে দ্রুত সাড়াদানে ব্র্যাক স্টাফ ও কমিউনিটির জন্য কোন সময় কী কাজ করবে তা এই নীতিমালায় উল্লেখ আছে।

ডিইসিসি কর্মসূচি ইতিমধ্যে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদানের জন্য কমিউনিটির জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। দুর্যোগে প্রাথমিক সাড়াদানের জন্য জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণের মূল শিক্ষণীয় বিষয় ছিল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ, পূর্বপ্রস্তুতি, মনোসামাজিক সহায়তা এবং বাইরের সহায়তার উপর নির্ভরতা কমানো।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিইসিসি কর্মসূচি আইলা-আক্রান্ত এলাকায় নতুন প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে ডিইসিসি কর্মসূচি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছে যা মূলত দুর্যোগ-উপদ্রুত এলাকায় খাদ্যপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করে এবং বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে। খাদ্য নিরাপত্তা পুনঃনিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ব্র্যাক লবণাক্ত মাটিতে লবণসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ধান ও ভুট্টাচাষের সূচনা করেছে। কর্মসংস্থান পুনরায় চালু করার জন্য মৎস্যচাষ ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে সহায়তা প্রদান করেছে। এইসব বিকল্প উদ্যোগ জনগণের কর্মসংস্থান পুনঃস্থাপন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু, ব্র্যাক বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থানীয় সম্পদ এবং প্রচলিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জলবায়ুসহিষ্ণু ঘর তৈরি করেছে। যদিও এই ঘরগুলো জীবনরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তবু তা শুধু জীবনরক্ষাই নয় বরং সম্পদরক্ষায়ও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২.১.৮ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি

ব্র্যাক কৃষি কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসইমূলক পরিবেশ , মানানসই জলবায়ু এবং প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের জন্য সহজলভ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমাদের উদ্যোগের প্রধান চালিকাশক্তি হল কৃষি-উপকরণ ও প্রযুক্তি দরিদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং কৃষকের অভিজ্ঞতা গবেষণাগার পর্যন্ত নিয়ে আসা।

বিভিন্ন প্রতিকূলতাসহিষ্ণু ফসলের জাত যেমন খরা, লবণ এবং বন্যাসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণে এই কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে হাইব্রিড ধান উৎপাদন পদ্ধতি সম্প্রসারণের জন্য ব্র্যাক গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সৃজনশীল গবেষণার অংশ হিসেবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব জানার জন্য উষ্ণতাসহিষ্ণু হাইব্রিড ধানের উপর গবেষণা চলছে। স্বল্প জীবনকালের ফসলের জাত উৎপাদন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইনব্রিড ধানের জাত উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য স্থানীয় জাত সংরক্ষণের কাজও এই কর্মসূচি করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্য একটি কারণ হল সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি। ধারাবাহিক জলাবদ্ধ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসকরণে হাইব্রিড ধানের কার্যকারিতা নিরূপণেও গবেষণা করা হচ্ছে।

২.১.৯ জেন্ডার, জাস্টিস এবং ডাইভারসিটি

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জেন্ডারভূমিকা এবং জেন্ডারসম্পর্কে আচরণগত পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা ও একইভাবে আইনসহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পুরুষ এবং নারী উভয়ের সচেতনতা বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন।

এই কর্মসূচি আলোচনা, কর্মশালা এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে জেন্ডারবৈষম্য এবং অপরাধ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই কর্মসূচি যেসব প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে অবহেলিত গ্রুপ যেমন: ট্রান্সজেন্ডার, যৌনকর্মী এবং এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে এবং তাদেরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ব্র্যাকের ভেতর জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ প্রদান; নীতিমালা যেমন: জেন্ডারনীতি, যৌন নিপীড়ন দূরীকরণ নীতিমালা, স্টাফ ফোরাম যেমন: জেন্ডারসমতা এবং ডাইভারসিটি দল এবং জেন্ডার মুখপাত্র তৈরির মাধ্যমে এই কর্মসূচি জেন্ডারসম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

ব্র্যাক শিক্ষা এবং আইন সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পুরুষ ও নারী উভয়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা তৈরি করেছে। জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হল ব্র্যাকের ভেতরে জেন্ডারসমতা ও ডাইভারসিটিকে মূলস্রোতে নিয়ে আসা এবং গৃহ ও শিক্ষালয়ে জেন্ডারসম্পর্ক ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার উন্নয়ন করা।

২.১.১০ ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন

ব্র্যাক বিশ্বাস করে যে, প্রশিক্ষণ হল উন্নয়ন-উদ্যোগের চাবিকাঠি যা ব্যক্তি এবং তার অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করে। ব্র্যাকের উদ্ভাবনী কৌশলের অন্যতম উপাদান হল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় নিজস্ব প্রশিক্ষণচাহিদা পূরণের পাশাপাশি সরকারি ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণচাহিদা পূরণের জন্য ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন তৈরি করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাকের ২২টি আবাসিক লার্নিং সেন্টার আছে। অধিকন্তু, ব্র্যাকের নিজস্ব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণে ব্র্যাক সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (বিসিডিএম) নামে আন্তর্জাতিক মানের দুটি লার্নিং সেন্টার রাজেন্দ্রপুর ও সাভারে স্থাপন করা হয়েছে। বিসিডিএম উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত ব্যবস্থাপকদের প্রাকৃতিক সংযোজনসম্পর্কিত উন্নয়ন এবং পর্যায়ক্রমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বিএলডি ব্র্যাকের প্রধান প্রশিক্ষণ হাতিয়ার, যার মাধ্যমে প্রতি বছর ব্র্যাকসদস্যদের জন্য ১৫০ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচি ব্র্যাককর্মীদের পেশাদারিত্বে সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে, সেইসঙ্গে শিক্ষক, কমিউনিটি কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

৩. ব্র্যাকের বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালি

সরকারের সহায়তায় ব্র্যাক ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আগাম সতর্কতার বার্তা জানিয়ে দেয় ও আশ্রয়কেন্দ্রে যাবার জন্য নির্দেশনা দেয়। এ ছাড়াও দুর্যোগপরবর্তী কর্মকান্ডে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্র্যাককর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক মিলে দুর্যোগ এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে জরুরি সেবাদান কর্মকান্ড নিশ্চিত করে। ব্র্যাকের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দল দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়কে জানিয়ে দেয়।

এই পর্যায়ে প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির পরিচালকদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয় এবং দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকায় কী কী করণীয় তা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্র্যাকের আঞ্চলিক, এলাকা ও শাখা পর্যায়ের অফিসসমূহে সিদ্ধান্তগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়। ব্র্যাকের নির্ধারিত প্রতিনিধি জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে সভা করেন। তারা সরকারের সঙ্গে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করে কাজ করেন। উপজেলা ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয় এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। দুর্যোগের সময় কোন রকম সময়ক্ষেপণ না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার অপেক্ষায় না থেকে ব্র্যাকের এসব স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী দ্রুত সহায়তামূলক কাজ শুরু করেন। দুর্যোগে মূলত তারাই প্রথম সাড়াদানকারী এবং অসুস্থদেরকে ওষুধ প্রদান, আহতদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ প্রভৃতি কাজে তারা সহায়তা করে থাকেন।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা হয়। তারপর ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

দুর্যোগের ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্র্যাক দুর্গত এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠায়। প্রতি মেডিকেল টিমে একজন ডাক্তার এবং দুজন প্যারামেডিকস থাকেন। দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন ব্র্যাক অফিসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্র্যাক অফিসগুলোকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

দুর্যোগপরবর্তী পুনর্বাসন কর্মকান্ডে ব্র্যাক ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনজীবিকার সহায়তায় নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে। এরূপ সহায়তার মধ্যে লবণসহিষ্ণু জাতের বীজ বিতরণ, মাছ ও কাঁকড়াচাষ অন্যতম।

৪. বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকির চিত্র

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মারাত্মক বিপন্ন বাংলাদেশ। প্রতি বছর দুর্যোগের কারণে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রধানত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আকস্মিক বন্যা, খরা, টর্নেডো, নদীভাঙন, ভূমিধস ইত্যাদি সংঘটিত হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এর ফলে দেশের পরিবেশ, জনবসতি, জীবনজীবিকা ও সহায়সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধানত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ পাহাড়-পর্বতে ঘেরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর চোঙা আকারের, এ ছাড়া মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও হিমালয়ের আশেপাশে অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং ভূমিকম্পের কারণে দুর্যোগঝুঁকির মাত্রা বেড়ে গেছে।

বন্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। স্থানীয়ভাবে বন্যা বর্ষা ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও সময়ের উপর নির্ভর করে। উপচে পড়া পানির তোড়ে যখন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জীবনজীবিকা ও যোগাযোগ ব্যাহত হয়, তখন সেই অবস্থাকে বন্যা বলা হয়। বাংলাদেশে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালে। এসব বন্যায় শত লক্ষ মানুষ দুর্গতির কবলে পড়েছে, মারা গেছে অনেক লোক, হারিয়েছে অনেক গবাদি পশু। এ ছাড়া ব্যাপক রোগশোক, ক্ষুধা, শস্যনাশ তথা নানা সঙ্কটে মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সঙ্কটগ্রস্ত হয়েছে অর্থনীতি ও বিদ্যমান অবকাঠামো। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিংড়িমাছ চাষের ঘের ও পুকুর।

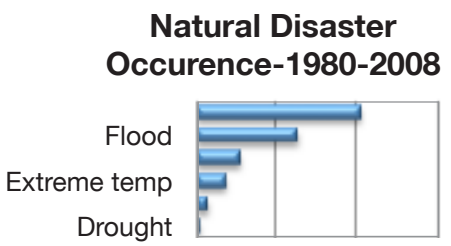

চিত্র ১: বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্যোগসমূহ

বাংলাদেশে ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হওয়ার কারণে বিধ্বস্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। কালবৈশাখি ও টর্নেডো আঘাত হানছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বঙ্গোপসাগর এমন একটি অঞ্চল যেখানে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের উৎপত্তি ঘটে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট ঘূর্ণিঝড়ের পাঁচ শতাংশের উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে। চিত্র ১-এ ১৯৮০-২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৫-৬টি ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ঘটে এই অঞ্চলে। কিন্তু এই দেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে জানমালের সবচাইতে বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরদিকে বাংলাদেশের অবস্থান। এদেশে ঘনঘন ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের প্রধান কারণ হচ্ছে দীর্ঘ কন্টিনেন্টাল আকৃতি (মহাদেশীয়, সামুদ্রিক পানির নিচের স্তরের দীর্ঘ বিস্তৃতি) অগভীর তলদেশ, উত্তরমুখী মিলনস্থল, বিভিন্ন দ্বীপবেষ্টিত জটিল ভৌগোলিক অবস্থান, উচ্চ জোয়ার-ভাটা এবং পূর্ব-পশ্চিম উপকূলভিত্তিক দীর্ঘ জোয়ার বিস্তৃতি। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ অংশে অথবা আন্দামান সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। এরপর এটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে ঘুরে আসে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

মৌসুমি বায়ুর কারণে এ দেশে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়। খরায় প্রায়ই অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটে। বৃদ্ধি পায় অনাহার, অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতা। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ খরায় বিপন্ন। পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, মেঘনাসহ অন্যান্য নদীর ভাঙন সর্বদা ঘটছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃত্যু, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, জীবিকা বিনষ্ট এবং দারিদ্র্যের বিস্তৃতি হচ্ছে। চিত্র ২-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগ পঞ্জিকা দেখানো হল। দুর্যোগসংক্রান্ত পরিভাষা পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া আছে।

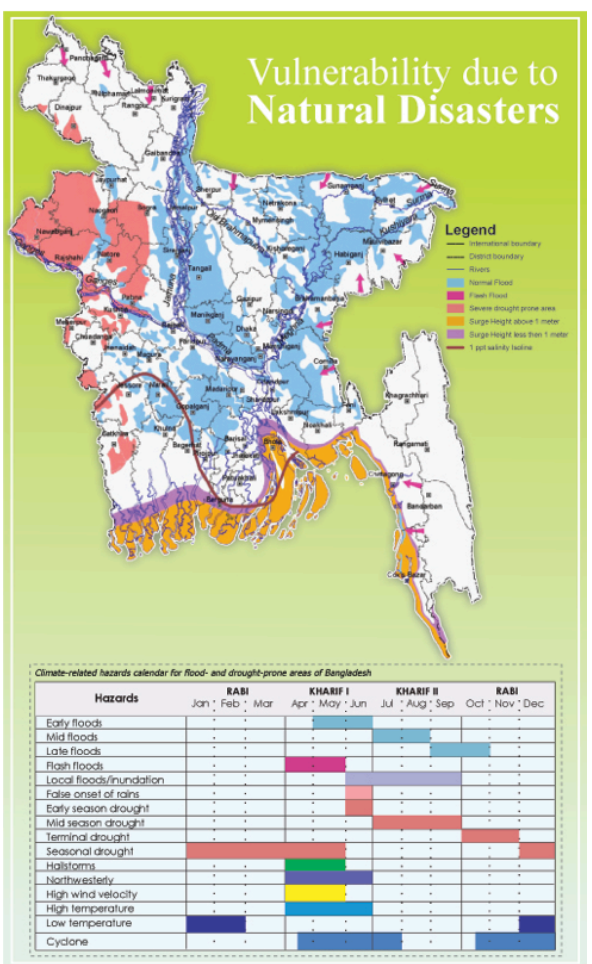

চিত্র ২: দুর্যোগজনিত বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ পঞ্জিকা

৫. বিদ্যমান পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা

দুর্যোগে সাড়াদানের পূর্বপ্রস্তুতির জন্য পূর্বাভাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এই অধ্যায়ে প্রধান প্রধান আপদের ক্ষেত্রে (ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস, বন্যা, ভূমিকম্প) প্রচলিত পূর্বাভাস ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য, প্রকল্প তথ্য এবং গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ধরনের এজেন্সি যেমন: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে আরও বেশি প্রেক্ষাপটভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

৫.১ ঘূর্ণিঝড় /জলোচ্ছাস পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বাভাসের জন্য প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি হচ্ছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতার সংকেত নির্দেশিত হয়। আপদ পূর্বাভাসের ধরন এবং তা জারির সময় সারণি ১-এ উল্লেখ করা হল :

সারণি ১: আপদ পূর্বাভাসের ধরন এবং তা প্রদানের সময়

পূর্বাভাসের ধরন		প্রদানের সময়/পূর্ব সময়			
		প্রয়োজন অনুযায়ী	২৪ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	১০ ঘন্টা
ঘূর্ণিঝড়	সতর্কীকরণ	✔			
	হুঁশিয়ারি		✔		
	বিপদ			✔	
	মহাবিপদ				✔
জলোচ্ছাস					✔

সারণি ২: বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের সংকেতব্যবস্থা

সতর্কতার সংকেত তথা বার্তাব্যবস্থার উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সত্তরের দশকের তুলনায় বর্তমান ধারায় সতর্কতার বার্তা অবশ্যই ভিন্ন ধরনের (চিত্র ৩-এ দেওয়া আছে), তবে সংকেতসহ ঘূর্ণিঝড়ের মৌলিক তথ্য একই রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় সংযুক্ত হয়েছে।

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সংকেত সংশোধন করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে সংকেত দেওয়া হয়ে থাকে:

সংকেতের নাম	বিবরণ	ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থা	গৃহীত পদক্ষেপ/সরকার, বিডিআরসিএস	পতাকা
দূরবর্তী সতর্কতার সংকেত-১	গভীর সমুদ্রে খারাপ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, সেটি ঝড়ে রূপ নিতে পারে।	নিম্নচাপ	• মুখে মুখে প্রচার করা। • জেলে সম্প্রদায়ের লোকদের তথ্য দেওয়া। • একটি পতাকা উত্তোলন। • নিয়মিত রেডিও-টিভিতে আবহাওয়ার খবর শোনা।	
দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-২	গভীর সমুদ্রে একটি ঝড় তৈরি হয়েছে।	গভীর নিম্নচাপ		
স্থানীয় সতর্কতার সংকেত-৩	খারাপ আবহাওয়ার কারণে সমুদ্রবন্দর হুমকির মুখে।			
স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪	সমুদ্রবন্দরসমূহ হুমকির সম্মুখীন ।	ঘূর্ণিঝড়	• দুটি পতাকা উত্তোলন। • মাইক, মেগাফোন এবং ড্রাম পেটানোর মাধ্যমে প্রচার করা। • ঘূর্ণিঝড় সমন্বয় কমিটি গঠন। • ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মিটিং করা।	
বিপদ সংকেত-৬	সমুদ্রবন্দরগুলো উত্তাল থাকে এবং ঝড় সমুদ্র বন্দর অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকে।			
মহাবিপদ সংকেত-৮	সমুদ্রবন্দরগুলো উত্তাল থাকে এবং ঝড় সমুদ্র বন্দর অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকে।	প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়	• তিনটি পতাকা উত্তোলন। • সাইরেন বাজানো এবং ব্যাপক প্রচার। • বিপন্ন এলাকা থেকে লোকজনদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া। • লোকজনদের আশ্রয়কেন্দ্রে ও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া। • উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া।	
মহাবিপদ সংকেত-৯	সমুদ্রবন্দরগুলো উত্তাল থাকে এবং ঝড় সমুদ্র বন্দর অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকে।			
মহাবিপদ সংকেত-১০	সমুদ্রবন্দরগুলো উত্তাল থাকে এবং ঝড় সমুদ্র বন্দরের খুব কাছাকাছি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকে।			

- তীব্রতা
- ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ
- ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ
- ঘূর্ণিঝড়ের দিক
- উপকূল থেকে দূরত্ব
- সংকেত
- জলোচ্ছাসে সম্ভাব্য প্লাবন-এলাকা

SPECIAL WEATHER BULLETIN (November 14, 2007 at 0830)

THE SEVERE CYCLONIC STORM "SIDR" (ECP 968 HPA) WITH A CORE OF HURRICANE WINDS OVER EAST CENTRAL BAY AND ADJOINING SOUTH EAST BAY MOVED SLIGHTLY NORTHWARDS AND NOW LIES OVER EAST CENTRAL BAY AND ADJOINING AREA WAS CENTERED AT 06 AM TODAY (NOVEMBER 14, 2007) ABOUT 960 KMS SOUTH-SOUTHWEST OF CHITTAGONG PORT, 880 KMS SOUTH-SOUTHWEST OF COX'S BAZAR PORT AND 925 KMS SOUTH OF MONGLA PORT (NEAR LAT 14.0^{0} N & LONG 89.2^{0} E). IT IS LIKELY TO INTENSIFY FURTHER AND MOVE IN A NORTHLY DIRECTION.

MAXIMUM SUSTAINED WIND SPEED WITHIN 74 KMS OF THE STORM CENTER IS ABOUT 165 KPH RISING TO 185 KPH IN GUSTS /SQUALLS. SEA WILL REMAIN VERY HIGH.

MARITIME PORTS OF CHITTAGONG, COX'S BAZAR AND MONGLA HAVE BEEN ADVISED TO KEEP HOISTED WARNING SIGNAL NUMBER FOUR (R) FOUR.

ALL FISHING BOATS AND TRAWLERS OVER NORTH BAY HAVE BEEN ADVISED TO REMAIN IN SHELTER TILL FURTHER NOTICE.

[**Source:** Bangladesh Meteorological Department – BMD]

চিত্র ৩: ঘূর্ণিঝড় বুলেটিন

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত ৮ ধরনের তথ্য নিচের চিত্রে দেখানো হল (ডায়াগ্রামের লালরঙের ঘরগুলোকে তথ্য বোঝানো হয়েছে):

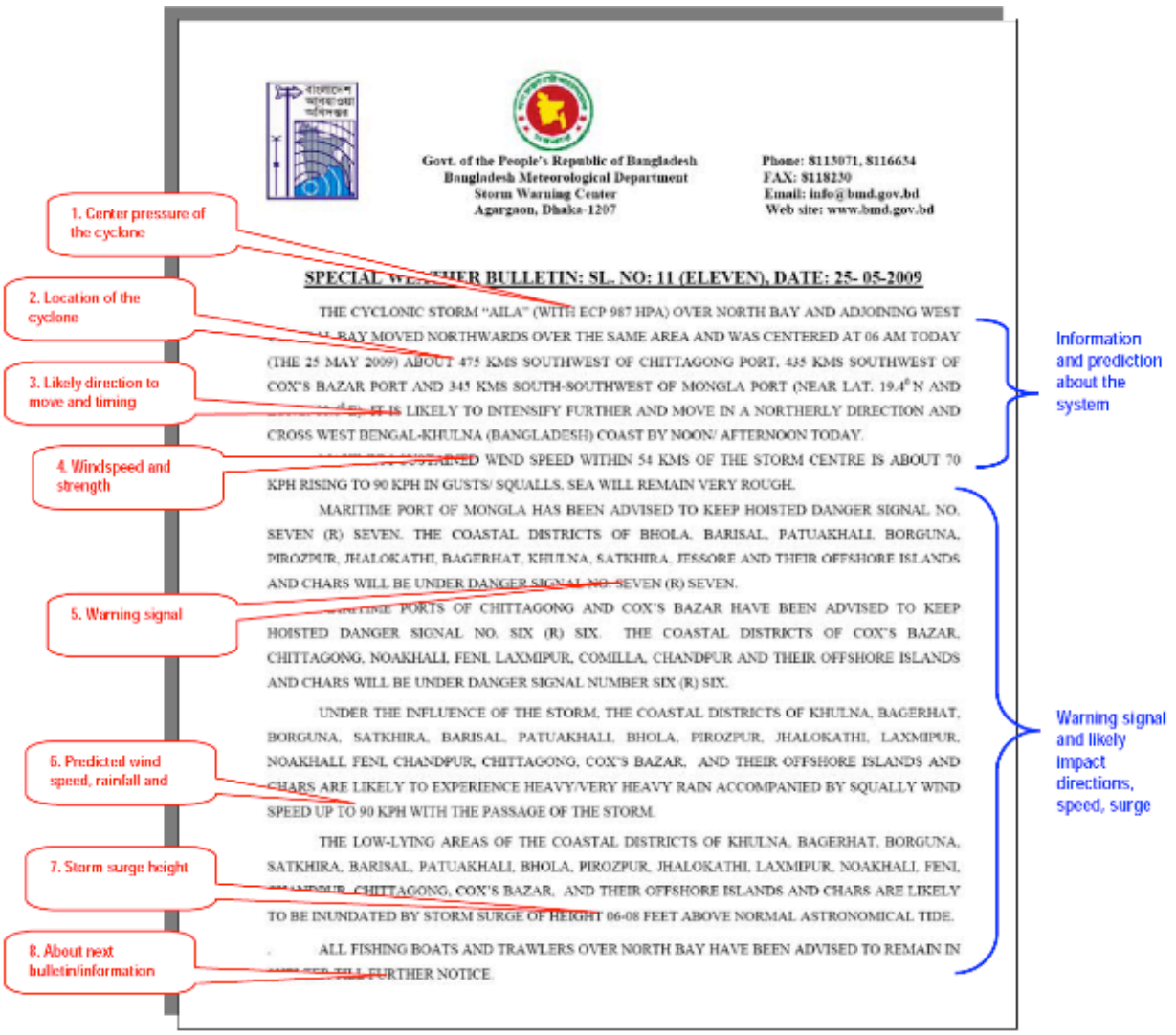

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিনের উপর ভিত্তি করে সিপিপি প্রধান কার্যালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে ভিএইচএফ সংবাদ জারি করে (চিত্র ৪)। মাঠ পর্যায়ে সংবাদগ্রহণকারী সহজ সরল ও সঠিকভাবে প্রাপ্ত সংবাদ প্রচার করে।

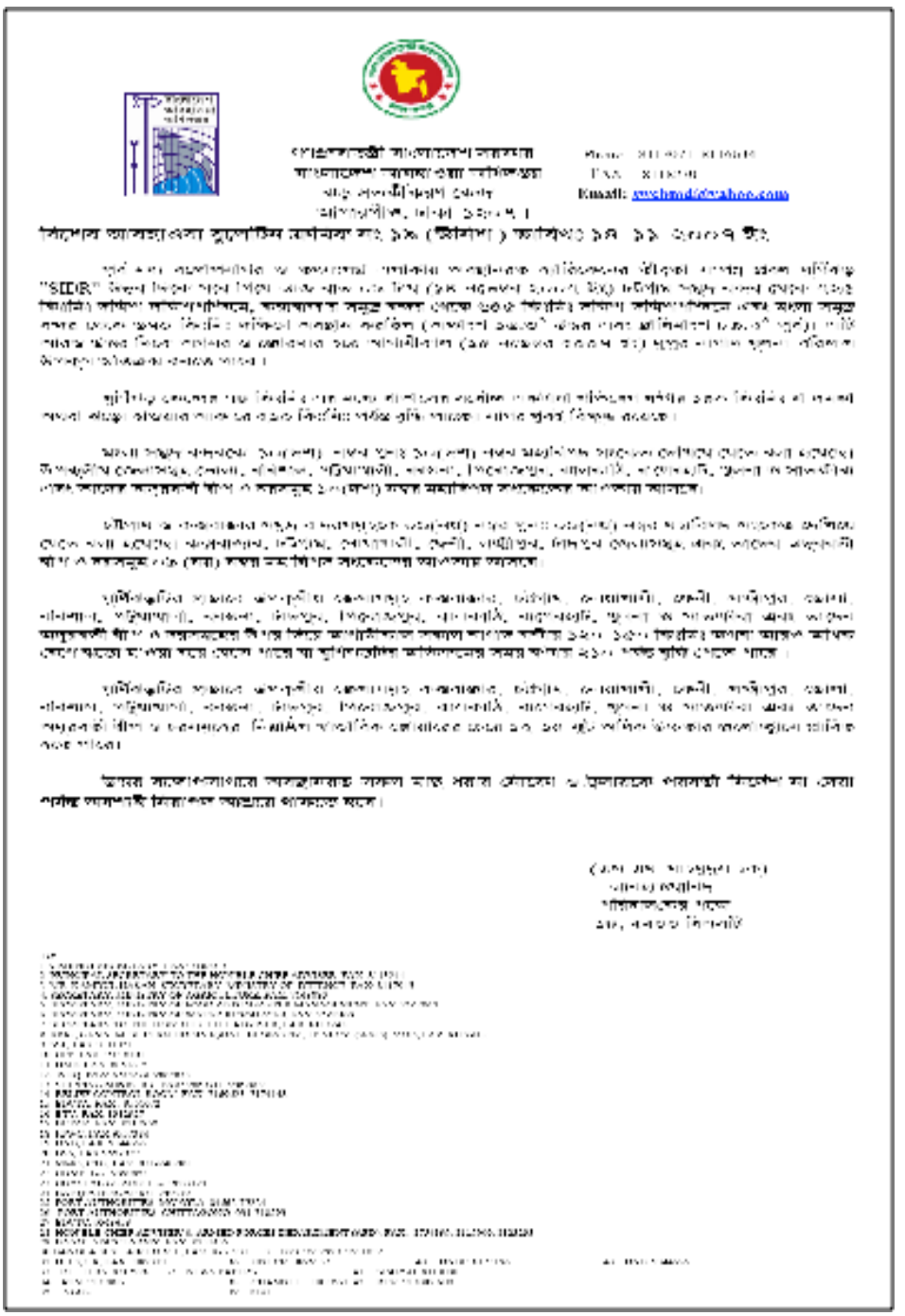

চিত্র ৪: সিডরকেন্দ্রিক বিএমডি বুলেটিন এবং ভিএইচএফ-ভিত্তিক সিপিপি-র সংবাদ

৫.১.১ সতর্কীকরণ নির্দেশনা মাধ্যম

বাংলাদেশ সরকারের নিয়মানুযায়ী ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাসের সতর্কতার পূর্বাভাস ব্যবস্থার দুটি পর্যায় রয়েছে।

সতর্কতামূলক পর্যায়

ক. বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার কমপক্ষে ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে সতর্কতার সংকেত জানানো হয়।
খ. নিম্নচাপ সৃষ্টির তথ্য ফ্যাক্স/টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সিপিপিকে জানানো হয়। প্রাপ্ত তথ্য সিপিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎক্ষণাৎ জানানোর ব্যবস্থা করে।
গ. ফ্যাক্স/টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার/টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংকেত "Whirlwind" সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়।
ঘ. এ পর্যায়ে রেডিও/টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আবহাওয়ার বিশেষ বার্তা প্রচার করা হয়। ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কতার সংকেতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বাংলদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্বাভাবিক সময়ের বাইরেও আবহাওয়ার বিশেষ বার্তা প্রচার করে।
ঙ. পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি অপারেশন কেন্দ্রে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে আবহাওয়ার বিশেষ বার্তা প্রেরণ করা হয়।

হুঁশিয়ারি পর্যায়

বিভিন্ন ধাপে হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচারের সময়

ক. ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা হয়।
খ. ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ১৮ ঘণ্টা পূর্বে বিপদ সংকেত প্রচার করা হয়।
গ. ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ১০ ঘণ্টা পূর্বে মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা হয়।

ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের জরুরি অপারেশন কেন্দ্রে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে একই হুঁশিয়ারি সংকেত কয়েকবার প্রচার করা হয়। বিভিন্ন আপদের উৎস ও গন্তব্যসংক্রান্ত তথ্য প্রচারব্যবস্থার সারসংক্ষেপ পরিশিষ্ট ৪-এ দেওয়া হল। প্রচারের জন্য সংকেতবার্তায় নিচের তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চিত্র ৫-এ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রচার তথ্যমাধ্যম দেখানো হল।

ক. ঝড়ের অবস্থান
খ. ঝড়ের গতি ও ধাবমানতার দিক (ডিরেকশন)
গ. ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন উপজেলা, জেলা
ঘ. তীব্র ঝড় শুরুর আনুমানিক স্থান, গতিবেগ (১৩২ মাইল অথবা ৫১.৮৪ কিলোমিটার ঘণ্টায়)।

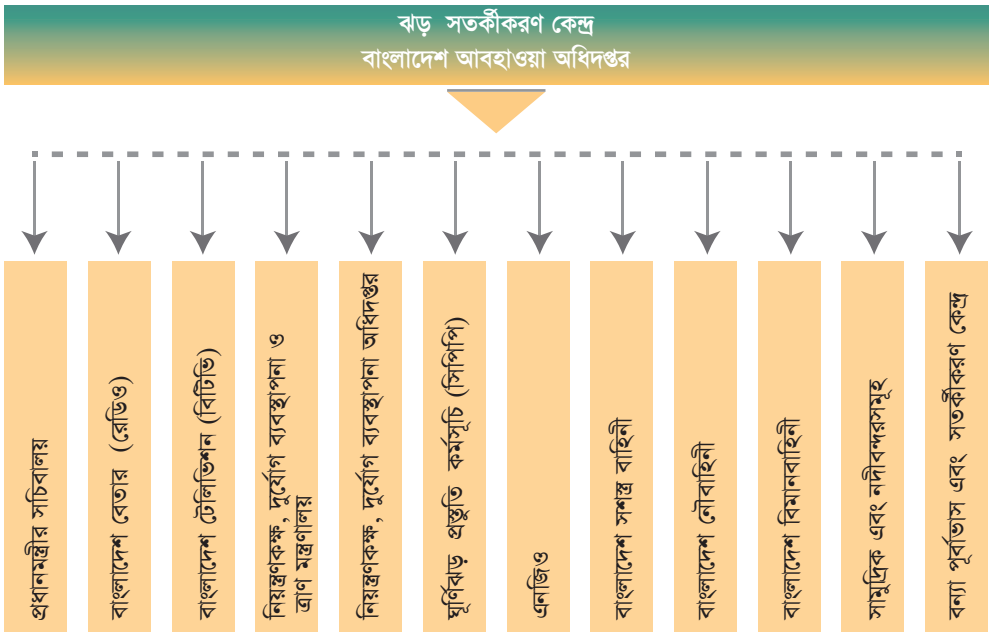

চিত্র ৫: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ প্রচারপ্রবাহ

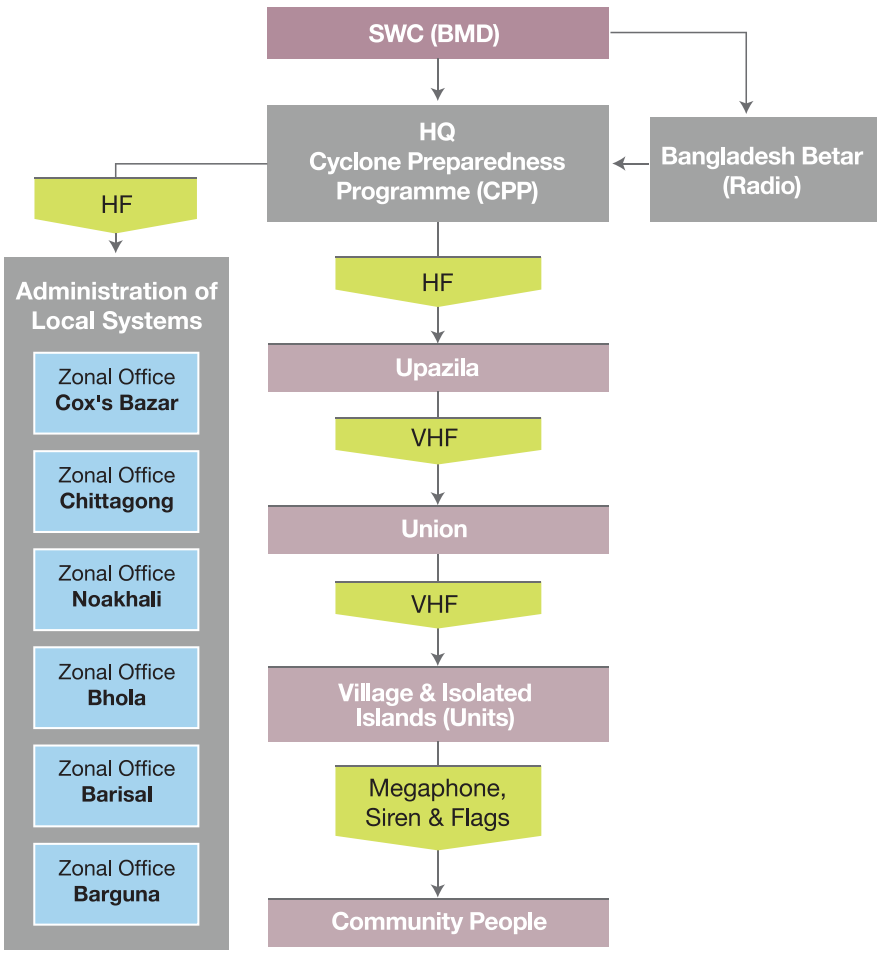

চিত্র ৬: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে সিপিপি-র মাধ্যমে সংকেতবার্তার প্রচারপ্রক্রিয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার পরপরই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে সিপিপি সতর্কতার সংকেত গ্রহণ করে। এ বার্তা উচ্চতরঙ্গ রেডিওর মাধ্যমে ৬টি জোনাল অফিসে প্রেরণ করা হয়। জোনাল অফিসের সহকারী পরিচালক এ বার্তা অতি উচ্চ তরঙ্গ রেডিওর মাধ্যমে ইউনিয়নে পাঠান। ইউনিয়ন টিম লিডার গ্রাম পর্যায়ে ইউনিট টিম লিডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে। ইউনিট টিম লিডার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মেগাফোন এবং সাইরেনের মাধ্যমে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতার বার্তা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি টিম লিডার বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত সাইক্লোন বার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন এবং তদনুযায়ী প্রচার করেন। কোন রকম সময় ক্ষেপণ না করে টিম লিডার প্রয়োজনীয় কাজ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। অবস্থা খারাপ হতে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন লোকদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সরকারের এ আদেশ বাস্তবায়ন করেন। তারা জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ ও তজ্জন্য সহায়তা প্রদান করেন। আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত সতর্কতার বার্তা আনুমানিক ১৫ মিনিটের মধ্যে সিপিপি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ঘূর্ণিঝড় শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে জোনাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আহত এবং দুর্গত লোকদের উদ্ধার করে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। গুরুতরভাবে আহত লোকদের স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এভাবে দুর্যোগকালীন জরুরি ত্রাণ সহায়তা নিশ্চিত করা হয়।

৫.২ বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ নির্দেশনা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা। সমগ্র দেশে প্রচুর জলাভূমি এবং জালিকার মত নদনদী থাকার কারণে এই দেশটি পানিসম্পদে ভরপুর। আবহাওয়া এবং জলবায়ুজনিত নানা বিপর্যয় বাংলাদেশকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করছে । এ ছাড়া বর্ষা মৌসুমে তীব্র বৃষ্টিপাতের কারণেও এই দেশে বন্যা হয়ে থাকে। প্রতিবছর বাংলাদেশে অতিমাত্রায় পানির প্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং সেইসঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পানি নামার পথে বাধা তৈরি হয়। এটাই বন্যা হওয়ার প্রধান কারণ। মূলত বন্যার পানির প্রধান উৎস গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে আসা পানির প্রবাহ।

যখন নদীর পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে তীর উপচে পড়ে, প্লাবনভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তখন তাকে বন্যা বলে। তখনই বন্যা হয় যখন তা ক্ষতি ও ধ্বংসের সূচনার স্তরকে অতিক্রম করে।

৫.২.১ বাংলাদেশে বন্যার ধরন ও বৈশিষ্ট্য:

বাংলাদেশে বন্যার ধরন সাধারণত নিম্নরূপ হয়ে থাকে (সারণি ৩):

বন্যার ধরন	বৈশিষ্ট্য
আকস্মিক বন্যা	• পূর্বাংশ ও উত্তরাংশের নদী। • আকস্মিকভাবে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি। • উচ্চ নদীপ্রবাহ যা শস্য ও সম্পদের ক্ষতি করে।
স্থানীয় বন্যা	• মৌসুমি ঋতুতে দীর্ঘ সময় জুড়ে স্থানীয় বৃষ্টিতে প্রায়ই বিপুল পরিমাণ পানি জমে যায়, স্থানীয় ড্রেনেজ ক্ষমতা থেকে যার পরিমাণ অনেক বেশি। • এক দিনে ৫০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাত স্থানীয় পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উপর চাপ ফেলে, যা স্থানীয় বন্যা সৃষ্টি করে। • একটানা ১০ দিন ৩০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাত স্থানীয় নিষ্কাশনব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে এবং বৃষ্টিজনিত বন্যা ঘটায়।
মৌসুমি বন্যা	• প্রধান নদী (প্রধানত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদী)। • সাধারণত নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও হ্রাস ধীরগতিতে হয়,হ্রাস বৃদ্ধি ১০-২০ দিন বা তার বেশি স্থায়ী হতে পারে। • শাখানদী এবং নদীতীরের উপচেপড়া পানিপ্রবাহ। • যখন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পানির প্রবাহ একসঙ্গে বাড়ে তখন ব্যাপক বন্যা হয়।
সামুদ্রিক ঝড় দ্বারা সৃষ্ট বন্যা	• সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় হয়ে থাকে। • সাধারণত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের দরুনই হয়ে থাকে। • প্রধানত মৌসুমপূর্ব (এপ্রিল-জুন) এবং মৌসুমপরবর্তী (অক্টোবর-নভেম্বর) সময়ে হয়ে থাকে।

সারণি ৩: বন্যার ধরন

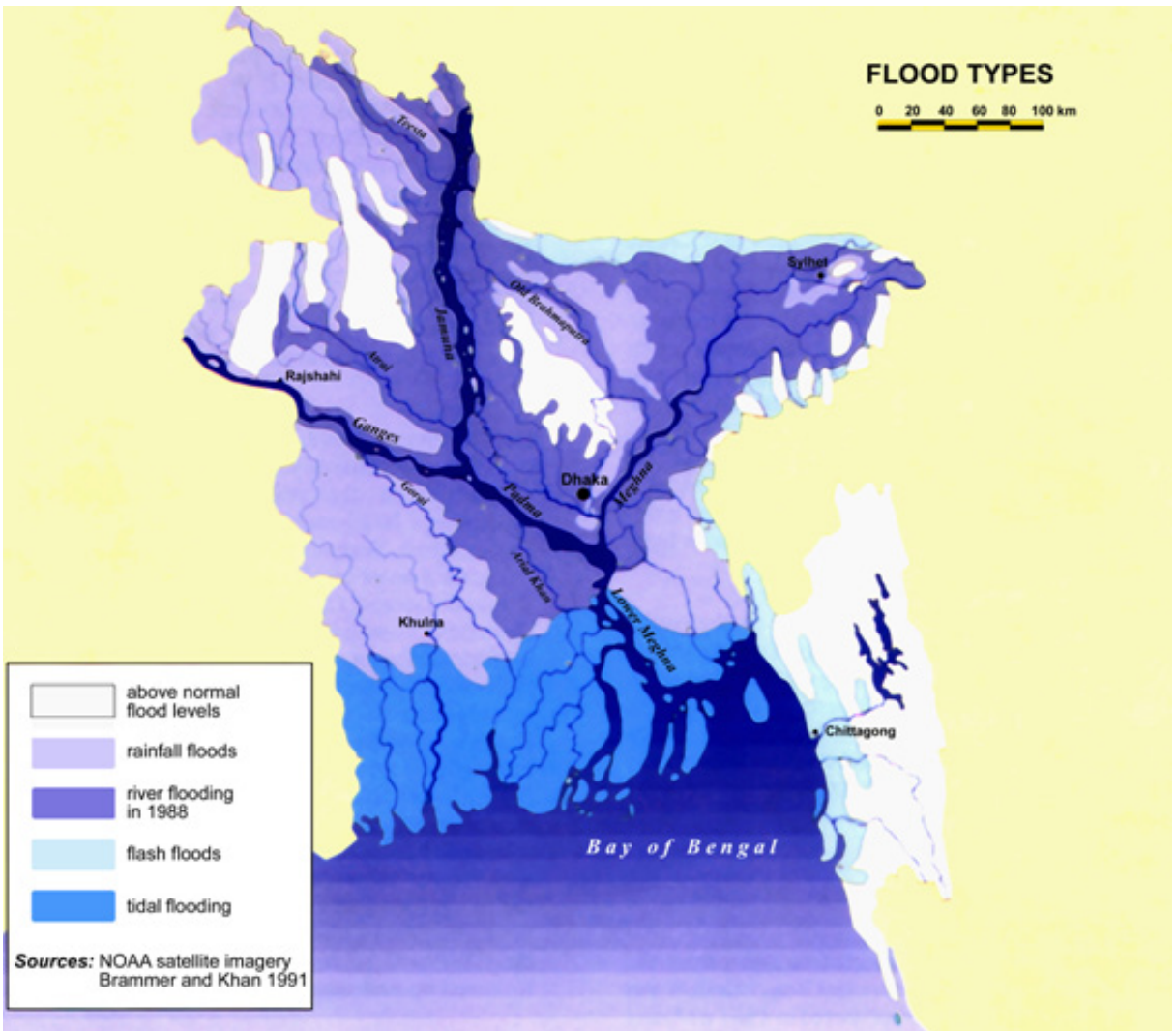

চিত্র ৭: বাংলাদেশে বন্যার ধরন

৫.২.২ বন্যা আক্রান্ত এলাকাসমূহ

হাইড্রোলজিক বেসিনে বন্যার ধরনসমূহ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা:
হিমালয়ে বরফ গলার কারণে সাধারণত মার্চ মাসে ব্রহ্মপুত্র বেসিনের সকল নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মে এবং জুনের প্রথম ভাগে নদীর পানি সর্বোচ্চ স্তরে যায়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র বেসিন জুড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে আগস্ট মাসের শেষ অবধি আরও কয়েকবার পানি সর্বোচ্চ স্তরে যায়। বৃষ্টিপাতের প্রভাব খুবই বেশি বিধায় নদীর পানির উচ্চতা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। উপরের অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের ৬-১০ দিন পর বাংলাদেশের ভেতরে এর প্রভাব পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের পানি খুবই বেড়ে গেলে বাংলাদেশের জন্য এটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে।

গঙ্গা–পদ্মা অববাহিকা:
গঙ্গানদীর পানি মে মাসে বাড়তে থাকে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে পানির গতি সর্বোচ্চ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মাঝে মাঝে মারাত্মক বন্যা আঘাত হানে। ব্রহ্মপুত্রের পানি যখন সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকে এবং গঙ্গানদীতে প্রবেশ করে তখন বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়।

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গানদীর পানি যৌথভাবে প্রবাহিত হয়। পদ্মানদী প্রায় সোজা আকৃতি, গভীর ও সরু আকৃতির (চিত্র ৭)। বন্যার সময়ে মেঘনানদীর পানি পদ্মা নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গানদীর পানির স্তর সর্বোচ্চ স্ফীত অবস্থায় পৌঁছলে বন্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

মেঘনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অববাহিকা:

প্রাকমৌসুম এবং মৌসুমপরবর্তী সময়ে আকস্মিক বন্যার সাধারণ ধরন বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মেঘনা অববাহিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অববাহিকায় হয়ে থাকে।

আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

- উত্তর-পূর্ব (নেত্রকোনা, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ)। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মেঘালয় এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাত দ্বারা আকস্মিক বন্যাগুলো আরও বেশি বেগবান হয়।
- দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল।
- উত্তর-পশ্চিম (তিস্তা অববাহিকা)। বাংলাদেশের ভেতর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং বাইরের দেশের পানিপ্রবাহ দেশের মধ্যে প্রবেশ করে আকস্মিক বন্যা ঘটায়।

প্লাবিত এলাকার উপর ভিত্তি করে বন্যার শ্রেণিবিভাগ করা যায়। সারণি ৪-এ বন্যার শ্রেণিবিভাগের বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল :

সারণি ৪: বন্যার শ্রেণিবিভাগ

বন্যার ধরন	প্লাবিত ভূমি (km)	বৈশিষ্ট্য
সাধারণ বন্যা	< ২৮০০০	• নিচু এলাকা যেখানে শস্যনিবিড়তা বন্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে হয় এবং যে বন্যা গ্রহণযোগ্য।
বড় বন্যা	২৮০০০-৩৬০০০	• দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। • শস্যের ক্ষতি হয়। • সাধারণত তিন বছরে একবার হয়।
ভয়াবহ বন্যা	>৩৬০০০-৫০০০০	• শস্য, অবকাঠামো এবং শহর অঞ্চলের ক্ষতি হয়। • সাধারণত প্রতি ৬ বছরে একবার হয়।
ধ্বংসাত্মক বন্যা	> ৫০০০০	• গ্রাম এবং শহরে দু জায়গাতেই হয়। জীবন ও সম্পদের বড় আকারের ক্ষতি হয় । • সাধারণত ৯ বছরে একবার হয়।

৫.২.৩ বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ নির্দেশনা

বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণে চারটি প্রধান ধাপ রয়েছে-

১. পরিমাপ ও তথ্যসংগ্রহ
২. প্রস্তুতি
৩. ফলাফল
৪. প্রচার

পরিমাপ ও তথ্যসংগ্রহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র ৫৬টি স্টেশন থেকে বৃষ্টিপাতের তথ্য এবং ৭৩টি স্টেশন থেকে পানিস্তরের তথ্য সংগ্রহ করে (তিন ঘন্টা অন্তর পানিস্তরের তথ্য এবং ২৪ ঘন্টা পরপর বৃষ্টিপাতের তথ্য)। FFWC নেপাল, ভারত এবং চীন থেকে সামান্য আকারে পানিস্তরের তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস, SPARRSO (ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর) ওয়েবসাইট, কেন্দ্রীয় পানি কমিশন (CWC) ভারতের ওয়েবসাইট, NOAA ওয়েবসাইট এবং বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণের জন্য Hydrometrological তথ্য সংগ্রহের সম্ভাব্য অন্যান্য উৎস। প্রধান তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস:

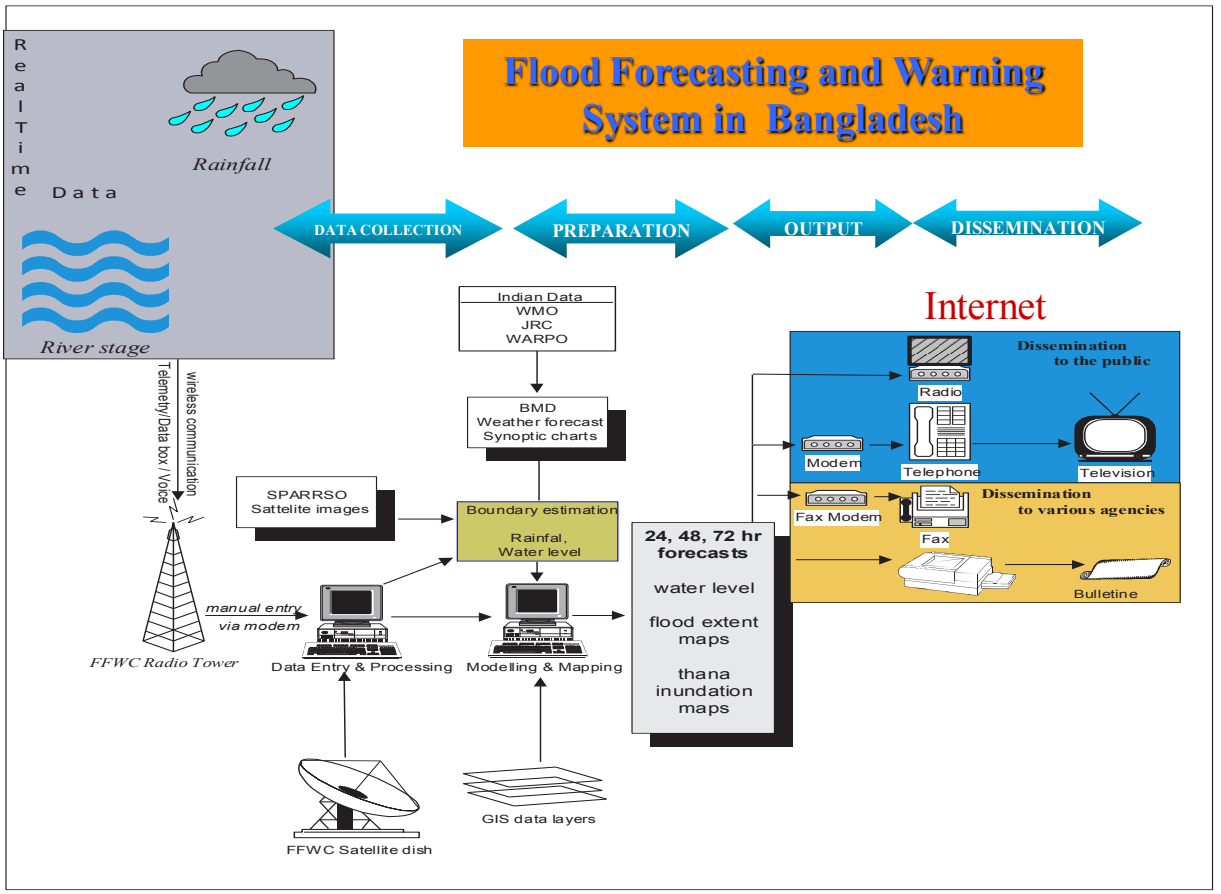

চিত্র ৮: বাংলাদেশের বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতি

১. সমগ্র দেশব্যাপী তারহীন নেটওয়ার্ক
২. টেলিফোন এবং মোবাইল ফোন
৩. Telemetry
৪. BMD & IMD (email)
৫. Website (ICIMOD, NOAA, IMD)

প্রস্তুতিকাল

নদীর উৎস অববাহিকায় বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ, পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, বরফ গলন এবং অন্যান্য প্রভাবকের মূল্যায়ন করে বন্যার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। দেশের নদী অববাহিকায় অবস্থিত স্টেশনগুলোর পানির স্তরের উচ্চতা, বৃষ্টিপাত জোয়ার এবং জোয়ার সৃষ্ট জলোচ্ছাসের পূর্বাভাস এবং ভবিষ্যতে পানির স্তরের উচ্চতা নিরূপণে বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতি ও মডেল ব্যবহার করা হয় (চিত্র ৮)।

ফলাফল

- বৃষ্টিপাত এবং নদীর অবস্থার বুলেটিন (নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধির তথ্য এবং পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টিপাতের তথ্য)।
- পূর্বাভাস বুলেটিন (বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রধান পয়েন্টের ৩ দিনের তথ্য)।
- প্রতি বছরের জন্য বন্যা হাইড্রোগ্রাফ।
- থানার অবস্থার মানচিত্র।
- নদীর অবস্থার মানচিত্র বিভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে । যেমন: সাধারণের জন্য সবুজ ডট/চিহ্ন, সর্তকতার জন্য হলুদ ডট/চিহ্ন (বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটারের মধ্যে), কমলা রং বিপদসীমার জন্য, কালো রং বিপদসীমার উর্ধ্বে, যা সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি (বিপদসীমার ১০০ সেন্টিমিটারের উপর)। কোন তথ্য না থাকলে তার রং হয় সাদা।
- বৃষ্টিপাত বিবরণ মানচিত্র (সমগ্র দেশব্যাপী গত ২৪ বছরের বৃষ্টিপাতের তথ্য)।
- বন্যা মানচিত্র (মডেল পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টার বন্যা মানচিত্র)।

প্রতিদিন দুপুর ১২টা নাগাদ FFWC দৃশ্যমান তথ্য এবং পূর্বাভাস তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি বুলেটিন তৈরি এবং প্রচার করে (চিত্র ৮)। বুলেটিনটি প্রধানত ছক আকারে এবং গ্রাফে হয়ে থাকে এবং সেখানে নিম্নলিখিত তথ্য সংযুক্ত থাকে (সারণি ৫):

ক) একটি কভার/মূল পৃষ্ঠা থাকে যেখানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থান এবং সকল স্টেশনের অবস্থান দেখানো থাকে ।
খ) বিপদসীমার পরিপ্রেক্ষিতে সকল নদীর পরিমাপ স্টেশনের পানির স্তর এবং এরপর ঐ তারিখে পানির স্তরের অউানামা হালনাগাদ করা হয়।
গ) নির্দিষ্ট তারিখ, পরবর্তী মাসিক এবং সামগ্রিক অবস্থার ভিত্তিতে বৃষ্টিপাতের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয় ।
ঘ) প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃষ্টিপাত এবং নদীর অবস্থার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় ।
ঙ) ২৪-৪৮ ঘণ্টা এবং ৭২ ঘণ্টা পরপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের জন্য পূর্বাভাস করা হয় ।
চ) বন্যা সতর্কীকরণ বার্তা থেকে পানির স্তরের উচ্চতার বিভিন্ন ধরন (যদি বিপদসীমার খুব কাছাকাছি হয় বা অতিক্রম করে, সেখানে বন্যা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়)।
ছ) পরপর তিনদিনের নদীর পানি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান এবং বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় ।

কিছু তথ্য যা FFWC তাদের নিয়মিত এবং জরুরি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আদানপ্রদান করে থাকে । সারণি ৫-এ তা দেখানো হল:

সারণি ৫: বিদ্যমান বন্যা সতর্কীকরণ তথ্যপ্রচার রুট

প্রচারমাধ্যম	প্রাপ্যতা	প্রাপক গ্রুপ
ছাপানো তথ্য (হাতে পৌছানো) ফ্যাক্স, ই-মেইলের মাধ্যমে	বুলেটিন	প্রধানমন্ত্রীর অফিস, সরকারি মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, BWDW
ফ্যাক্স, ই-মেইলের মাধ্যমে	বুলেটিন	DDM, DMIC-CDMP, NGO দাতা , সংবাদমাধ্যম
ইন্টারনেট	বুলেটিন, বন্যা মানচিত্র, থানার অবস্থান	সাধারণ জনগণ, আর্ন্তজাতিক

RIVER SITUATION AS ON 24-04-2008 AT 06:00 HOURS

SL	RIVER	STATION NAME	RHWL (m)	D.L. (m)	WATER LEVEL 23-04-2008	WATER LEVEL 24-04-2008	+ Rise - Fall in cm	Above D.L in cm
	BRAHMAPUTRA BASIN							
1	DHARLA	KURIGRAM	27.52	26.50	22.66	22.84	+ 18	
2	TEESTA	DALIA	52.97	52.25	50.50	50.30	-20	
3	TEESTA	KAUNIA	30.52	30.00	26.84	26.85	+ 1	
4	JAMUNESWARI	BADARGANJ	32.92	32.16	27.94	27.93	-1	
5	GHAGOT	GAIBANDHA	22.81	21.70	16.77	16.77	0	
6	KARATOA	CHAKRAHIMPUR	21.41	20.15	15.77	15.77	-1	
7	KARATOA	BOGRA	17.45	16.32	10.84	10.84	0	
8	BRAHMAPUTRA	NOONKHAWA	28.10	27.25	21.80	21.90	+ 10	
9	BRAHMAPUTRA	CHILMARI	25.06	24.00	18.79	18.91	+ 12	
10	JAMUNA	BAHADURABAD	20.62	19.50	14.50	14.54	+ 4	
11	JAMUNA	SERAJGANJ	15.12	13.75	8.31	8.40	+ 9	
12	JAMUNA	ARICHA	10.76	9.40	3.57	3.64	+ 7	
13	OLD BRAHMAPUTRA	JAMALPUR	18.00	17.00	11.33	11.31	-2	
14	OLD BRAHMAPUTRA	MYMENSINGH	13.71	12.50	5.71	5.71	0	
15	BURIGANGA	DHAKA	7.58	6.00	1.51	1.52	+ 1	
16	BALU	DEMRA	7.13	5.75	1.79	1.87	+ 8	
17	LAKHYA	NARAYANGANJ	6.93	5.50	1.85	1.83	-2	
18	TURAG	MIRPUR	8.35	5.94	1.91	1.91	0	
19	TONGI KHAL	TONGI	7.84	6.08	3.11	3.57	+ 46	
20	KALIGANGA	TARAGHAT	10.21	8.38	1.97	1.95	-2	
21	DHALESWARI	REKABI BAZAR	7.66	5.18	1.65	1.63	-2	
22	BANSHI	NAYARHAT	8.39	7.32	1.79	1.78	-1	

চিত্র ৯: নদী ও বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি

প্রচার

১) ছাপানো তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার এবং NGO অফিসগুলোতে বিতরণ করা হয়।
২) জনগণের মধ্যে প্রচার: ওয়েবসাইটে ই-মেইল, গণমাধ্যম টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা/ফ্যাক্স এবং টেলিফোন । বন্যার উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত বিভিন্ন আপদের ও আপদসম্পর্কিত তথ্য প্রচারণা পদ্ধতি পরিশিষ্ট ৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হল।

৫.২.৪ আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস নির্দেশনা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের জেলাগুলোতে পানির স্তর এবং বৃষ্টিপাত পরিমাপ করে মাঝে মাঝে FFWC এবং BWDB খুব অল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। নির্দিষ্টভাবে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বোরোধান কাটার সময়টা খুবই বিপজ্জনক। যাই হোক এটি একটি পরীক্ষামূলক এবং উন্নয়নমূলক পন্থা যা Reginal Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । চিত্র ১০-এ এটি দেখানো হল ।

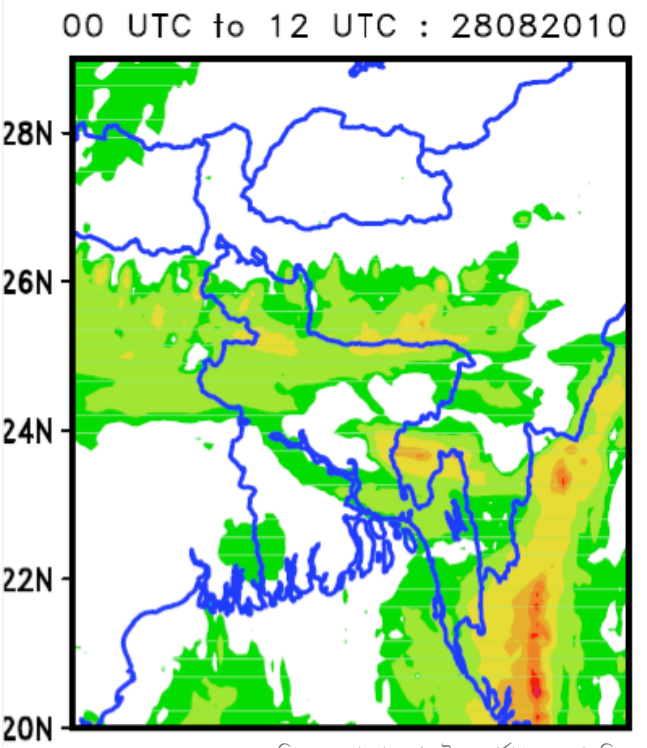

চিত্র ১০: বাংলাদেশের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক পূর্বাভাসপদ্ধতি

৫.৩: ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ নির্দেশনা

পৃথিবীপৃষ্ঠের ঝাঁকুনিই হল ভূমিকম্প। অধিকাংশ ভূমিকম্পই ছোট পর্যায়ের ঝাঁকুনি। বড় পর্যায়ের ভূমিকম্প শুরু হয় ছোট ছোট ঝাঁকুনির মাধ্যমে যা দ্রুত এক বা একের অধিক প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে রূপ নেয় এবং ক্রমহ্রাসমান কম্পনের মধ্য দিয়ে শক্তি জোগায়। ভূমিকম্প এক ধরনের তরঙ্গশক্তি যার উৎপত্তি ঘটে নির্ধারিত এলাকায় যা তাৎক্ষণিকভাবে সকল নির্দেশিত স্থানে বা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাংলাদেশ নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ের ভূকম্পন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে ভূকম্পনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি। পর্যালোচনায় দেখা যায় রিখটার স্কেল ৬.০-৭.০ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে চট্টগ্রামে এবং সিলেট বিভাগে। খুলনা এবং রাজশাহীর ক্ষেত্রে তা রিখটার স্কেলে ৫.০-৬.০ মাত্রার। তবে নগরবিশেষে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে ভূকম্পনজনিত বিপর্যয়ের আশঙ্কা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমিকম্পের প্রকারভেদ সারণি ৬-এ দেখানো হল। একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প দেশব্যাপী মারাত্মক বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা ডেকে আনতে পারে।

সারণি ৬: ভূমিকম্পের শ্রেণিবিভাগ

উৎসের গভীরতা	অগভীর পর্যায়	০-৭০ কি.মি.
	মধ্যম পর্যায়	৭০-৩০০ কি.মি.
	গভীর পর্যায়	৩০০ কি.মি.
রিখটার স্কেল মাত্রা	ছোট	০-৪.৯ রিখটার স্কেল মাত্রা
	মাঝারি	৬.০-৬.৯ রিখটার স্কেল মাত্রা
	বড়	৭.০-৭.৯ মাত্রা
	অত্যন্ত বড়	৮.০ মাত্রা

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপে (১৯৩৫) সর্বপ্রথম উপমহাদেশীয় জোনিং ম্যাপ সংকলিত হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১৯৭২ সালে এ সিসমিক জোনিং ম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৭৭ সালে সিসমিকজনিত সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে সরকারি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি হয়। একই বছর এ কমিটি বাংলাদেশের জন্য একটি আঞ্চলিক ম্যাপ তৈরি করে।

আঞ্চলিক ম্যাপের মধ্যে বাংলাদেশকে তিনটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

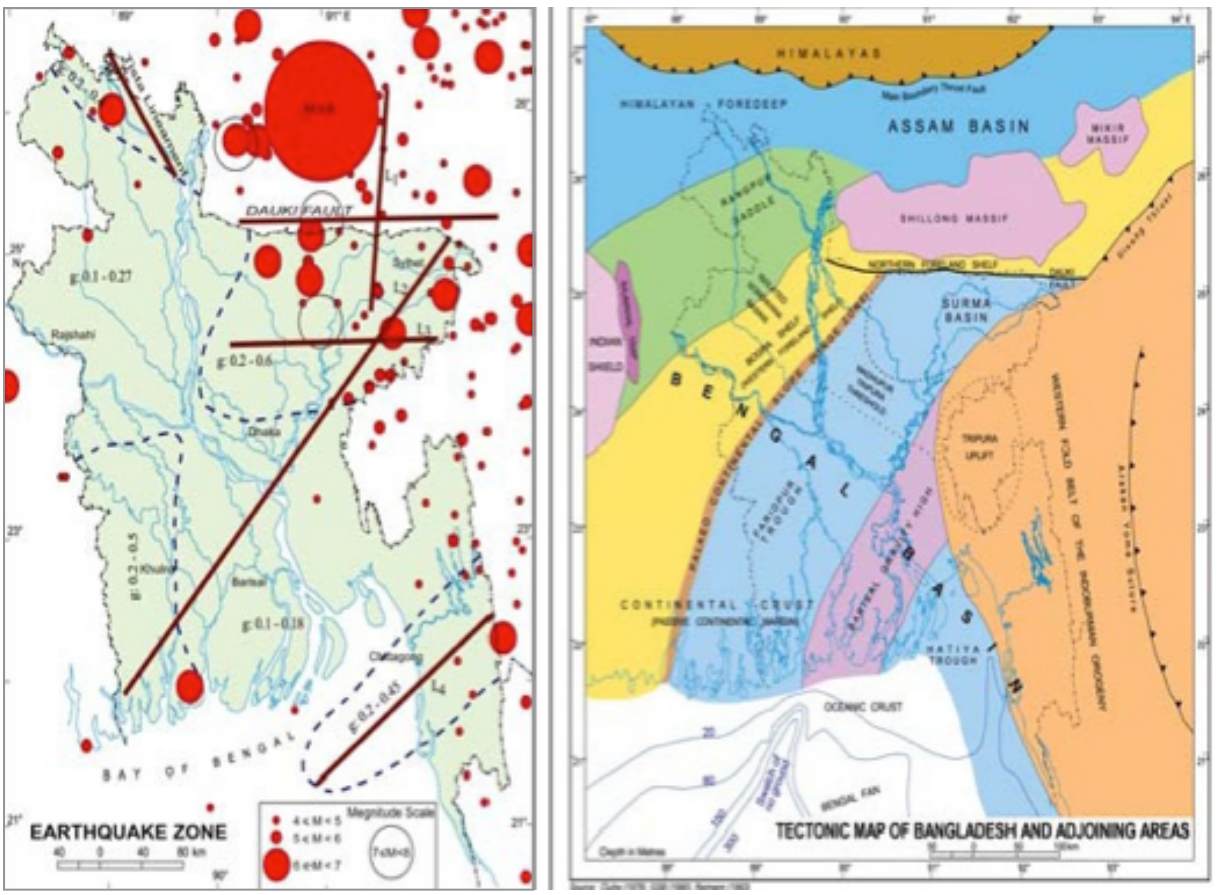

চিত্র ১১: বাংলাদেশের ভূমিকম্পের টেকনিক মানচিত্র এবং ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা

অঞ্চল ১

তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলসমূহ এবং বর্তমানে পূর্ব সিলেটের ডাউকি ফল্ট এবং সিলেটের গভীর উপবিষ্ট ফল্ট দক্ষিণ আসাম অঞ্চল, নাগা ট্রাস্ট এবং দিসাং ট্রাস্ট উচ্চ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা । এ এলাকার সাধারণ কার্যকর ভূকম্পনমাত্রা হচ্ছে ০.০৮। মূলত বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা ও উচ্চ ভূমিকম্প মাত্রার এই এলাকায় যমুনা ফল্ট এবং তার নিকট সক্রিয় পূর্ব-পশ্চিম চলন্ত ফল্ট এবং উত্তর ভারতের সীমানা ফল্টের অবস্থান। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার ফাটল এলাকায় ঘনঘন ভূমিকম্প হয়। এখান থেকে সামান্য পূর্বে যেখানে বার্মিজ চাপ অবস্থিত সেখান থেকেও অনেক ধরনের অগভীর ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

অঞ্চল ২

মোটামুটিভাবে এই অংশটি বাংলাদেশের মধ্যভাগ প্লাইস্টোসিন যুগের বরেন্দ্র এবং মধুপুর কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর পশ্চিমে বিস্তৃত ফল্টেড বেল্ট।

অঞ্চল ৩

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটি তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপ্রবণ ভূকম্পন এলাকা এবং এখানে মৌলিক কার্যকর ভূকম্পনমাত্রা হচ্ছে ০.০৪। বিগত কয়েক বছরে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে । উক্ত পদক্ষেপসমূহ হল:

- ভূমিকম্পের সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক আঞ্চলিক ম্যাপ তৈরি করা হয় এবং এর ঝুঁকি সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়। আইন তৈরি করে জাতীয় অবকাঠামো কোড কার্যকর করা হয়। দালানকোঠা তৈরির নীতিমালা মেনে অবকাঠামোর অনুমোদন হালনাগাদ করা হয়।
- ভূমিকম্পসহনীয় নকশা এবং অপরিকল্পিত নির্মাণসংক্রান্ত দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু কিছু দুর্বল অবকাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন এনজিও এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।
- ভূমিকম্প পূর্বপ্রস্তুতি কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতি কর্মসূচি যৌথভাবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং সরকারের অধীন ৪০,০০০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হচ্ছে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারদের (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মী, ডাক্তার ও সেবিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা ভূমিকম্পপরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং সর্বোপরি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং ভূমিকম্পপরবর্তী ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকার কী পরিমাণ সরঞ্জাম দরকার সেগুলো নির্ধারণ করেছে এবং ঢাকা এলাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যে অতিরিক্ত সরঞ্জাম কেনা হয়েছে।
- সিডিএমপি কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিকম্প বিপর্যয় এবং বিপদাপন্নতা নিরূপণ মানচিত্রায়ন কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফল্ট মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে দেশের প্রধান তিনটি শহরের ভূমিকম্প বিপর্যয় মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে । ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের ভূমিকম্প বিপর্যয় মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে HAZUS পদ্ধতি ব্যবহার করে। জরিপের মাধ্যমে বিপদাপন্নতার মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬. তথ্য আদানপ্রদান চিত্র

যোগাযোগব্যবস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আপদের পূর্বাভাস পেয়ে জনগণ যাতে কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে সাড়াদান করতে পারে তজ্জন্য একটি শক্তিশালী যোগাযোগ অবকাঠামো এবং তার কার্যপ্রণালি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপদ পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে সংগঠন ও অন্যান্য মধ্যবর্তী সংগঠনগুলোতে তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পৌছে দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী যোগাযোগব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে কোন দুর্যোগের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার সতর্কতামূলক তথ্য সর্বশেষ ব্যবহারকারীর কাছে না পৌছানো পর্যন্ত মধ্যবর্তী সংগঠনসমূহ তা বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রেরণের কাজ করে থাকে। একটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য যোগাযোগপ্রবাহের প্রতিটি স্তরে অবশ্যই ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত হবে, যাতে একই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটি একটি ফিডব্যাক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে এবং অগ্রসর হতে পারে। ব্র্যাক কীভাবে আপদ পূর্বাভাস তথ্য সরকারি সংস্থা থেকে সংগ্রহ করে, সে ব্যাপারে তেমন কোন দিক নির্দেশনা নেই। উপজেলা পর্যায়ে পূর্বাভাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের ক্ষেত্রে ব্র্যাক সাধারণত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বলা বাহুল্য যে, এ পর্যায়েও ব্র্যাকের তেমন কোন প্রোটোকল নেই। পূর্বাভাস তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্র্যাকের সহায়তা থাকা প্রয়োজন ।

দুর্যোগকালে সাধারণত সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ব্র্যাককর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হল মোবাইল ফোন। বিদ্যুৎবিভ্রাট বা অন্য কোন কারণে মোবাইল ফোন যোগাযোগ বিঘ্নিত হলে বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ব্র্যাককর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ নিকটস্থ ব্র্যাক অফিস অথবা সরকারি অফিসের যোগাযোগব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ স্টেশনের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। কেননা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাদের ভাল ওয়ারলেস ব্যবস্থা আছে। ব্র্যাকও তার খুব শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে থাকে, কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি কমিউনিটিতে ব্র্যাকের কর্মকান্ড রয়েছে। তাই দুর্যোগপীড়িত এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে সাড়াদান এবং ত্রাণসহায়তা দেওয়ার জন্য ব্র্যাক সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

আপদ পূর্বাভাস তথ্যপ্রদান, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিত্র ১২ অনুযায়ী সরকারের সঙ্গে ব্র্যাকের তথ্যপ্রবাহ সংযুক্ত করা উচিত।

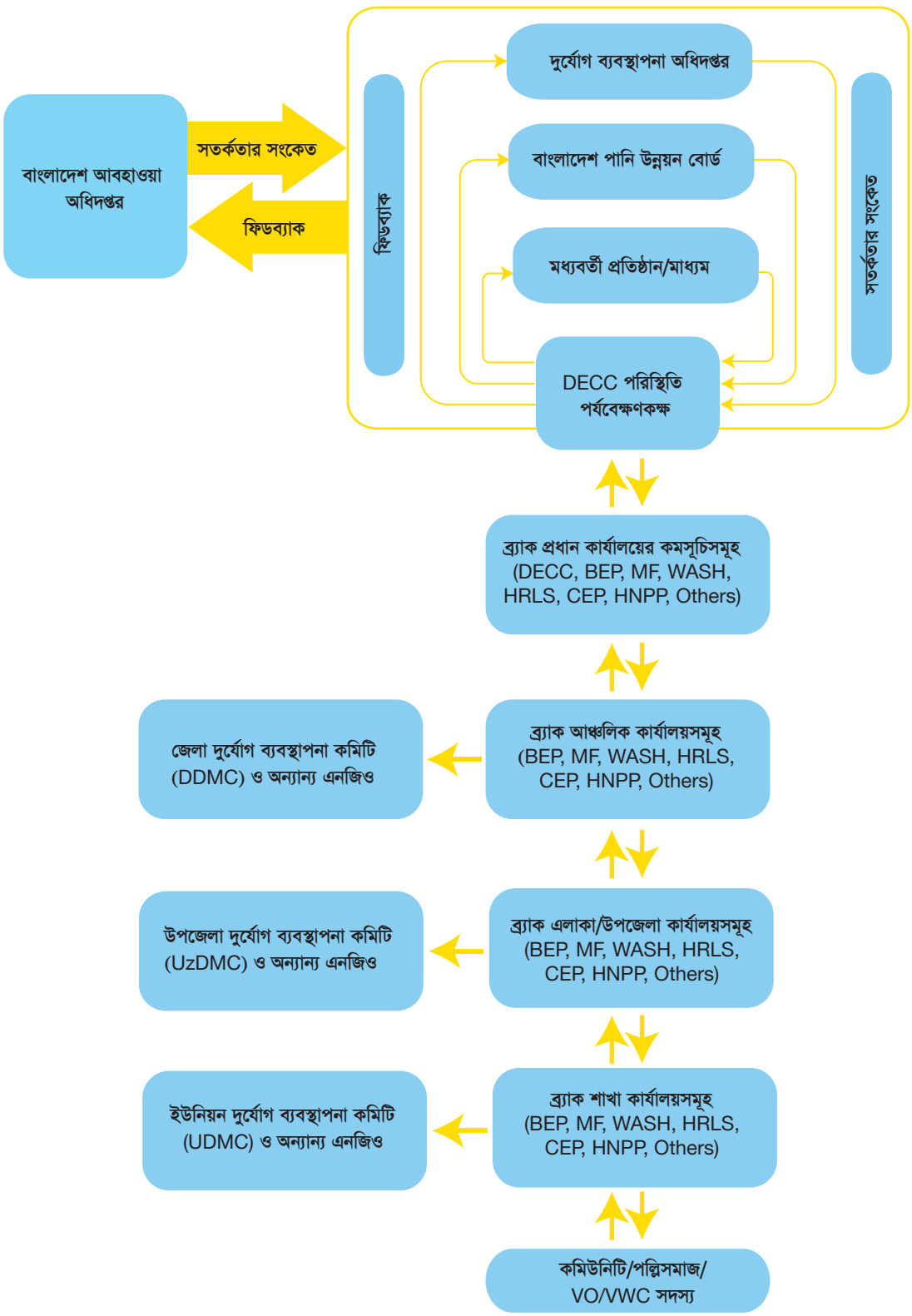

চিত্র ১২: যোগাযোগ তথ্যপ্রবাহ চিত্র

৭.ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম (ICS)

যে কোন ধরনের জরুরি অবস্থা বা সংকটময় মুহূর্ত খুবই জটিল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। এই মুহূর্তগুলো বড় ধরনের মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে থাকে। ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম (ICS) একটি স্বতন্ত্র মানসম্মত ব্যবস্থাপনা হিসেবে যে কোন দুর্যোগের ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী সমন্বিত সাংগঠনিক কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাজ করতে পারে। যে কোন এজেন্সির সম্পদ এবং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একটি ভিন্ন পরিবেশে এটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। নানা ধরনের দুর্যোগে ICS সঠিক তথ্যপ্রদান, কঠোর জবাবদিহি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যয়সাশ্রয়ী কার্যসম্পাদন ও লজিস্টিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

একটি টিমের কাজকে সংগঠিত করার জন্য ICS কাজ করে থাকে। সাড়াদানের জন্য প্রতিটি বিষয় উল্লেখ থাকে। এই নেতৃত্ব মডেল টিম গঠন করে যোগাযোগসহায়তার মাধ্যমে কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ পরিশিষ্ট ৬-এ এবং সম্পূর্ণ ICS-এর সারসংক্ষেপ পরিশিষ্ট ২-এ দেওয়া আছে।

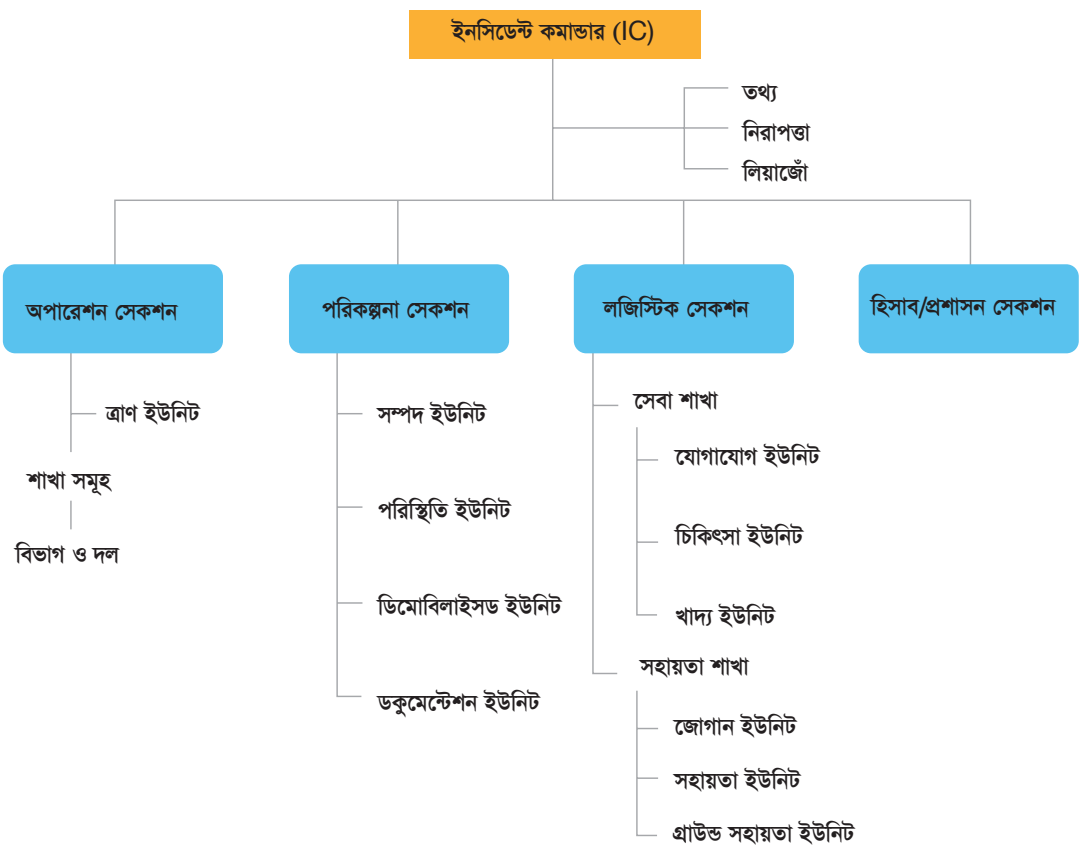

চিত্র ১৩: ICS কর্মপরিধি

৭.১ ICS-এর মূল কার্যপ্রণালি

ICS যে কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিচের পাঁচ ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে (চিত্র ১৩):

- আদেশ/নির্দেশনা–নেতৃত্বপ্রদান ও ঘটনার উদ্দেশ্য নিরূপণ এবং ঐ ঘটনার সকল দিকের ব্যবস্থাপনা করা।
- অপারেশন–ঘটনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যপরিচালনার সকল কৌশলগত দিক দেখাশোনা করা।
- অর্থ ও প্রশাসন–ঘটনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনিক ও হিসাবসংক্রান্ত বিষয় যেমন; ক্রয়, খরচ আদানপ্রদান, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সমস্ত দিক দেখা।
- পরিকল্পনা–ঘটনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়, সম্পদের চাহিদা প্রদান ও বণ্টন, তথ্য সংরক্ষণ, মানচিত্র তৈরি করা, কৌশলগত দক্ষতা এবং যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করা।
- লজিস্টিকস– ঘটনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দেখাশোনা, উন্নয়ন ও অবকাঠামোসমূহের ব্যবহার (সুযোগসুবিধা, পরিবহন ব্যবস্থা, জোগান যোগাযোগব্যবস্থা, খাদ্য ইত্যাদি) করে সাড়াদানকারীদের সহায়তা করা।

৭.২ সংগঠন ও কর্মীবাহিনী

ICS মূলত একটি কার্যকর এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল সংগঠন। একে একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি প্রধান কার্যকর বিভাগের মধ্যে কতগুলো উপবিভাগ রয়েছে এবং এই উপবিভাগগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কাঠামোটি নমনীয় রাখার কারণ হল, সবগুলো পদ পূরণ না করে শুধু প্রয়োজনীয় পদগুলো পূরণ করতে হবে।

ছোট কিংবা বড় যে কোন ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে ICS পাঁচটি প্রধান ভাগে কাজ করে থাকে। ICS-এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী লোক নিয়োগ করা যায়। কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে খুব কমসংখ্যক কার্যকর পদের প্রয়োজন হয়। যাই হোক, প্রয়োজন হলে সংগঠনকাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত পদে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা যাবে। যে কোন ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দেশব্যাপী ব্র্যাকের নিবিড় নেটওয়ার্ক রয়েছে । তাই সংগঠনের যে কোন দুর্যোগে সাড়াদানের ক্ষেত্রে ICS সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবে।

৭.২.১ ইনসিডেন্ট কমান্ডার এবং কমান্ড স্টাফ

কোন একটি ঘটনার সর্বময় দায়িত্ব হচ্ছে ইনসিডেন্ট কমান্ডারের। বেশিরভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে একজন মাত্র ইনসিডেন্ট কমান্ডার আদেশ কার্য পরিচালনা করে থাকেন। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ইনসিডেন্ট কমান্ডার নির্ধারিত হয়।

ইনসিডেন্ট কমান্ডারের একজন সহকারী থাকতে পারেন যিনি ঐ একই সংগঠন থেকে নির্ধারিত হবেন। ডেপুটি ইনসিডেন্ট কমান্ডারেরও একই ধরনের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কেননা যে কোন মুহূর্তে ইনসিডেন্ট কমান্ডারের অনুপস্থিতির কারণে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে।

ইনসিডেন্ট কমান্ডারের অধীনে তিন (৩) জন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার নিয়োগ করা হয়।
তাঁদের কাজ-

- জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।
- সহযোগী সংগঠনসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ করা।
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চিত্র ১৪: কমান্ড স্টাফ

কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে উক্ত যে কোন একটি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ইনসিডেন্ট কমান্ডারের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারেন। অতএব প্রয়োজনসাপেক্ষে এইসব পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগ দান করা কর্তব্য।

৭.২.২ জেনারেল স্টাফ

নিম্নলিখিত পদে সাধারণ স্টাফদের নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে।

- অপারেশন সেকশন প্রধান
- পরিকল্পনা সেকশন প্রধান
- লজিস্টিক সেকশন প্রধান
- হিসাব/প্রশাসন সেকশন প্রধান

কোন একটি ঘটনার ক্ষেত্রে সব ধরনের কৌশলগত দিকের ব্যবস্থাপনা করা অপারেশন সেকশন প্রধানের মূল দায়িত্ব। অপারেশন সেকশন কয়েকজন কৌশলী লোক দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অপারেশন সেকশন প্রধান ঠিক কখন নিয়োগ করা হবে তার কোন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ঘটনার জটিলতা অনুসারে সর্বপ্রথম এই সেকশন স্থাপন করা হয়। অন্যান্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট কমান্ডার অপারেশনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপারেশন সেকশনের পূর্বেই লজিস্টিক, পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনে হিসাব ও প্রশাসন প্রধান নিয়োগ করে থাকেন।

ICS-এ কোন একটি দুর্যোগে সব ধরনের তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন পরিকল্পনাপ্রধান। পরিকল্পনাপ্রধানের দায়িত্ব কার্যকর হওয়ার পর ICS-এর একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে তিনি ঐ সেকশন পরিচালনা করবেন। পরিকল্পনা সেকশন কোন একটি ঘটনায় ব্যবহারের জন্য যে কোন তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচার করবেন। এই তথ্যপ্রচার ঘটনার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, সাধারণ বিবৃতি কিংবা ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে হতে পারে।

লজিস্টিকস সেকশন কোন একটি দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান নিশ্চিত করে থাকে। এই সেকশন সব ধরনের সুযোগসুবিধা, পরিবহন, যোগাযোগ, জোগান, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি সরবরাহ, খাদ্য, চিকিৎসাসেবা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদাপত্র দেবেন।

হিসাব ও প্রশাসন সেকশন হিসাবসংক্রান্ত সব ধরনের বিষয়ের দায়িত্বে থাকবেন। কোন কোন দুর্যোগে হিসাব ও প্রশাসন সেকশনের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। কেবল যেসব ঘটনার ক্ষেত্রে এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে, সেখানেই এই সেকশন কার্যকর থাকবে। কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে একটিমাত্র হিসাব ও প্রশাসন সেকশনই যথেষ্ট। অনেক সময় পরিকল্পনা বিভাগে একজন টেকনিক্যাল লোক নিয়োগের মাধ্যমে এই কাজ সম্পাদন করা হয়।

৮. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস (SOP)

SOP ব্র্যাককর্মীদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সার্বিক নির্দেশনা দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা Standing Orders on Disaster (SOD) এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবহৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ব্র্যাকের SOP প্রণয়ন করা হয়েছে। এই SOP-এ নির্দিষ্ট আপদ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী করণীয়গুলো লিপিবদ্ধ আছে। এতে দুর্যোগকালীন অর্থাৎ দুর্যোগের প্রথম ২৪ ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কাজের পর্যায়ক্রমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক সংশোধিত নীতিমালা Standing Orders on Disaster (SOD)-এ Incident Command System (ICS)-কে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। ব্র্যাকের SOP-ও দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমে ICS অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

৮.১.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ

একটি বৃহৎ সংগঠন হিসেবে ব্র্যাক তার বিভিন্ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্র্যাকের প্রায় ২৪৯৪টি শাখা অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রায় ১১০ মিলিয়ন মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ব্র্যাকের দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন (DECC) কর্মসূচি দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে নেতৃত্বদান করবে। DECC কর্মসূচি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং তাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। DECC কর্মসূচি কোন একটি নির্দিষ্ট আপদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের সংক্ষিপ্ত মডিউল তৈরি করে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সংযোজন করতে পারে। ব্র্যাকের প্রত্যেকটি কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সংযোজন করা যেতে পারে।

- ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (দাবি, প্রগতি ইত্যাদি) সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে ৩০-৪০ জন নারীসদস্যবিশিষ্ট গ্রামসংগঠন রয়েছে। এদেরকে একত্র করে একই প্লাটফর্মে এনে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আদানপ্রদান, আইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাত্যহিক বিষয়ে সচেতন করা হয়। গ্রামসংগঠনের সদস্যরা তাদের সাপ্তাহিক/মাসিক মিটিংয়ে ১৮ টি প্রতিজ্ঞা (তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য) পাঠ করে থাকে। এই মিটিংগুলোতে সাইক্লোন আপদ এবং তার পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ক দু-একটি প্রতিজ্ঞা সংযোজন করা যেতে পারে (সংকেত ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ক)। গ্রামসংগঠনের সদস্যরা সাইক্লোনের মাসে সাইক্লোন পূর্বাভাস তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

- মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি (HRLS) কমিউনিটি পর্যায়ে আইনবিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে। যাতে গ্রামবাংলার দরিদ্র ও অসহায় মানুষ বিচারবৈষম্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হয়। এদের প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল সংযোজন করা যেতে পারে।

- যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্র্যাক কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়তা করে থাকে। এই কাজগুলো প্রধান ৬টি সেক্টর যথা; পোলট্রি, লাইভস্টক, ফিশারিজ, সেরিকালচার, শস্য বহুমুখীকরণ ও সামাজিক বনায়ন নিয়ে কাজ করে। তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি (লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাতের বীজ যেগুলো সাগরের নোনা জলে চাষ করা যায়) অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথভাবে সাড়াদানের জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কারিকুলাম সংযোজন করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা সাড়াদান করতে পারে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ে ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে।

- ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সঙ্গরোগ রোধের ঝুঁকি কমানোসহ কতগুলো

সাধারণ রোগের সেবা দিয়ে থাকে। ব্র্যাকে প্রায় ৯১০০০ স্বাস্থ্যসেবিকা এবং ৮০০০ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে মাঠ সংগঠক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকাদের জন্য দুর্যোগভিত্তিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা এই বার্তাগুলো সমাজের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই কর্মসূচি নিয়মিত কমিউনিটি মিটিং করে নারীপুরুষ ও শিশুকিশোরদেরকে হাইজিন শিক্ষা দিয়ে থাকে। একজন কর্মসূচি সহায়ক (পিএ) প্রতিদিন ৬ টি মিটিং করেন। প্রতি মিটিংয়ে ১০টি পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রায় ৬০টি পরিবারকে এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি পিএ-র জন্য ৩০০টি করে খানা টার্গেট থাকে। নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ কীভাবে তাদের দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা এই মিটিংয়ে কমিউনিটির লোকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ ও নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে এই মিটিংয়ে সকলকে সচেতন করা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট আপদের ক্ষেত্রে ওয়াশ কর্মসূচির সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে কমিউনিটির লোকদের দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

দুর্যোগপূর্ব কার্যপ্রণালির ধাপ

সাইক্লোন মৌসুমের শুরুতেই অর্থাৎ এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে DBR তার অঞ্চলে যে কোন জরুরি অবস্থায় কাজ করার জন্য দুর্যোগবিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সামর্থ্যবান/দক্ষ ব্র্যাককর্মীর খোঁজ নেবেন। এক্ষেত্রে কর্মীর নাম, পদবি, কর্মসূচি, বিশেষ যোগ্যতা এবং যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা উল্লেখ করে একটি তথ্যব্যাংক প্রস্তুত করে রাখতে হবে। এটা প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংরক্ষিত/প্রদর্শিত থাকবে যাতে যে কোন জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

দুর্যোগপূর্ব পর্যায়ে যেসব কাজ করতে হবে তার ধাপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হল:

- **ধাপ ১:** DECC কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে একটি সাইক্লোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ স্থাপন করা হবে অথবা PM, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, সেক্টর স্পেশালিস্টকে নিযুক্ত করা হবে, যার কাজ হবে সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকন করা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সাইক্লোনের তথ্য ব্র্যাককর্মীদের জানানো এবং DBR-দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা। DBR-ও জরুরি পরিস্থিতিতে PM, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, সেক্টর স্পেশালিস্টকে স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রদান করবেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে DECC কর্তৃক নির্ধারিত কর্মী নিয়মিতভাবে উক্ত DBR–কে তার তথ্যের ব্যাখ্যা/উত্তর প্রদান করবেন। DECC কর্তৃক DBR–এর সঙ্গে যদি যোগাযোগ স্থাপন বা তথ্য প্রদান করা সম্ভব না হয়, তবু DBR পর্যবেক্ষণকক্ষের সঙ্গে প্রয়োজন/পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ করবেন।

- **ধাপ ২:** DECC পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ যে কোন ক্রান্তীয় অঞ্চলের সাইক্লোনের তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম যেমন, Joint Typhoon Warning Center (JTWC), Regional Specialized Meteorological Center (RSMC), European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Japan Meteorological Administration (JMA) ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করবে। অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত পূর্বাভাসসম্পর্কিত যে কোন তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)–এর যে কোন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে যাচাই করতে হবে।

- **ধাপ ৩:** ২ নম্বর সতর্কতার সংকেত ঘোষণার পরপরই DECC পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে PH/PM–এর সহযোগিতায় সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট (SSS) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকার DBR–দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবেন। এ পর্যায়ে প্রধান কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM)–এর সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ সার্বক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করে চলবে এবং প্রতি ৬ (ছয়) ঘন্টা অন্তর তথ্য আদানপ্রদান করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ২ নম্বর সংকেতের পরপরই ICS–এ অন্তর্ভুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক সদস্য তথা ব্র্যাককর্মীর উপস্থিতি DBR নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে DBR অস্থায়িভাবে সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্র্যাককর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। DBR নিজেই UDMT নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বয়কারী (চিত্র ১৫) নির্ধারণ করবেন।

- **ধাপ ৪:** আবহাওয়া সংকেত বিবেচনা করে এলাকা বা শাখা ব্যবস্থাপক স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UDMC)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন; UDMT সমন্বয়কারী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UzDMC)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন এবং DBR জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (DDMC) এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন। DBR সংশ্লিষ্ট উপজেলা/এলাকা/শাখা ব্যবস্থাপক/UDMT

সমন্বয়কারীর সহযোগিতায় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে ব্র্যাকের উপজেলাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির সম্পদ মানচিত্র প্রস্তুত করবেন। এই মানচিত্রে কর্মীসংখ্যা, শাখার অবস্থান, আশ্রয়কেন্দ্র, যানবাহন ইত্যাদি দুর্যোগ–ব্যবহার উপযোগী সম্পদের উল্লেখ থাকবে। দুর্যোগপরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক সেবা, ত্রাণসহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক কমিউনিটি পর্যায়ে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর (পক্ষাঘাতগ্রস্ত, গর্ভবতী, শিশু, বৃদ্ধ) অবস্থান, জরুরি খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা চিহ্নিত করে এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট DBR–এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষে প্রেরণ করবেন।

- **ধাপ ৫:** দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য DBR–এর অনুমোদনসাপেক্ষে একটি ব্র্যাক শাখা অফিস সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। জরুরি অবস্থায় এই তহবিলের প্রাপ্যতা এলাকা/শাখা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট হিসাব কর্মকর্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। DBR অবশ্যই প্রধান কার্যালয় (DECC) থেকে এর অনুমোদন নেবেন। যদি কোন কারণে প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক কার্যালয়ের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে DBR উক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যয়ের জন্য উক্ত অঙ্কের টাকার অনুমোদন দিতে পারবেন এবং পরে তা অবশ্যই প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন। UDMT সমন্বয়কারী শাখা কার্যালয় প্রতি বরাদ্দকৃত এই তহবিল DBR–এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে খরচ করতে পারবেন।

- **ধাপ ৬:** যদি সতর্কতার সংকেত বাতিল হয় অথবা পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হয় তাহলে প্রধান কার্যালয়ে (DECC) কর্তব্যরত কর্মকর্তা ইতিমধ্যে যে অফিসগুলোতে যোগাযোগ করেছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নতুন পরিস্থিতির কথা অবহিত করবেন।

৮.১.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ

নোট: এই পর্যায়ে ICS কার্যকর হবে।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কাবস্থা

- **ধাপ ১:** ৪ নম্বর সংকেত (বাতাসের গতি ৫২–৬০ কি.মি./ঘণ্টা) পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ডিইসিসি প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট (SSS) বা PM জেলা/অঞ্চল, এলাকা, শাখা কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবেন এবং সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করবেন। প্রধান কার্যালয় থেকে সেক্টর স্পেশালিস্ট বা সিনিয়র অফিসার দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং অন্যান্য দুর্যোগ তথ্যের উৎসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। মাঠ পর্যায়ে যে কোন আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা তথ্যপ্রেরণের পূর্বে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে যাচাই করে নিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে পালনীয় যোগাযোগপ্রবাহ চিত্র ১৬–তে বর্ণিত আছে।

- **ধাপ ২:** এই পর্যায়ে DECC প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ জরুরি সভায় বসবেন। জেলা বা আঞ্চলিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে DBR–এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন কর্মসূচির জেলা/অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে এবং অনুরূপভাবে উপজেলা পর্যায়ে UDMT সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে স্থানীয় বিভিন্ন ব্র্যাক কর্মসূচির কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সভায় সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে, সম্পদের মানচিত্র তৈরি করা হবে এবং ICS অনুযায়ী স্ব স্ব সরকারি পর্যায়ের কমিটিগুলো তথা DDMC, UzDMC, UDMC –র সঙ্গে সমন্বয় ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

* ICS গঠন করার পর, নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী কার্যক্রমের বিস্তারিত বিষয় পরিস্থিতি অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

সংকেত/পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী বা পর্যবেক্ষণকক্ষের যে কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা নির্ধারিত হবে এবং উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে)	কাজের ধাপ (দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা)	দায়িত্ব
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		

- **ধাপ ৩:** যদি পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় অর্থাৎ আবহাওয়ার সতর্কতার সংকেত বৃদ্ধি পেয়ে ৬ থেকে ১০–এর মধ্যে হয়, সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক/জেলা, এলাকা এবং শাখা কার্যালয়ের কর্মী স্ব স্ব মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্র্যাককর্মী, সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং জনগোষ্ঠীকে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন। DBR ঝুঁকিপূর্ণ সকল শাখা কার্যালয়ে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন এবং সম্ভাব্য দুর্গত স্থান থেকে জানমাল সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। UDMT সমন্বয়কারী, SOP–এর পরিশিষ্ট ৮–এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় উল্লিখিত দুর্গত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া তদারকি করবেন।

- **ধাপ ৪:** স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় থেকে দুর্যোগপরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করা হবে। ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত যে কোন পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে IC এবং UDMT সমন্বয়কারীকে অবগত করবেন। IC এবং UDMT সমন্বয়কারী এই তথ্য আঞ্চলিক/জেলা, এলাকা এবং শাখা পর্যায়ের কার্যালয়ে জানিয়ে দেবেন।

- **ধাপ ৫:** UDMT সমন্বয়কারী তার এলাকার পরিস্থিতিসম্পর্কিত তথ্য DBR–কে অবহিত করবেন এবং DBR প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন। ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত যে কোন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে IC যদি কোন কারণে DBR-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারেন সেক্ষেত্রে UDMT সমন্বয়কারী সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট বা PM–কে শাখা কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন।

কার্যপরিচালনার প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টা

- **ধাপ ১:** দুর্গত এলাকার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাথমিক তালিকা (RIR, SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ১০ অনুযায়ী) করার জন্য UDMT সমন্বয়কারী ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি দল UDMT (চিত্র ১৫: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল) গঠন করবেন (শাখা বা এলাকা কার্যালয়ের কর্মীর সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে) এবং এই দল কোন জিনিস, কী পরিমাণে, কোথায়, কখন, কাকে দিতে হবে (SOP-এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৭ অনুযায়ী) তা বিস্তারিত একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে DBR-কে প্রদান করবেন। এই প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, দ্রব্য, সেবা, দক্ষ/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, দল, ইত্যাদি সম্পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

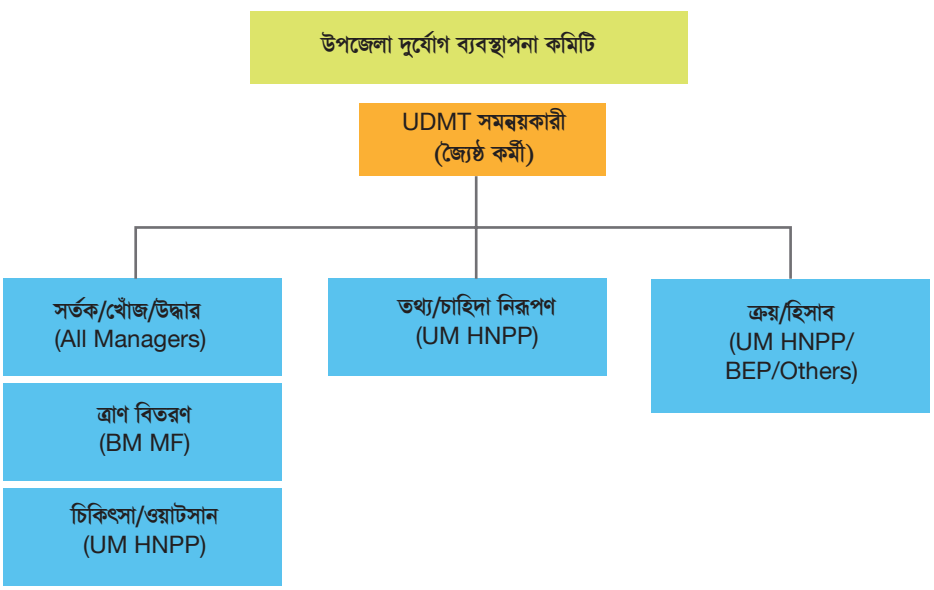

চিত্র ১৫: ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল (UDMT)

- **ধাপ ২:** ডেপুটি IC অথবা UDMT সমন্বয়কারী দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে IC-কে অবহিত করবেন। IC এই পর্যায়ে একটি পরিকল্পনাসভা করবেন এবং সম্পদের মানচিত্র, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ ফরমেট (RIR) এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর ভিত্তি করে দুর্যোগপরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। IC তার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ICS পুনর্গঠন করতে পারবেন। IC নিজে বা তার ডেপুটি প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে IC অথবা ডেপুটি IC জেলা বা অঞ্চল পর্যায়ের যে কোন কর্মসূচির দুজন ব্র্যাককর্মীকে তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা অনুসারে (RM/DM/RSS/AM-BEP) তথ্য কর্মকর্তা বা ইনফরমেশন অফিসার ও লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করতে পারেন। ICS-এ বর্ণিত সকল পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিশিষ্ট ৮-এ উল্লেখ করা আছে। দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী IC জরুরি অবস্থায় ব্যয়যোগ্য উল্লিখিত তহবিল অনুমোদন ও বরাদ্দ দেবেন। যেহেতু পরিস্থিতি, নির্দেশ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে সার্বিক দুর্যোগপরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে, সেহেতু একটি কার্যক্রম পরিকল্পনার ছক (পরিশিষ্ট ৫) অনুসরণ করতে হবে, যাতে পরিবর্তিত উদ্দেশ্য, কাজের ধাপ ও দায়িত্ব উল্লেখ থাকবে।

নোট: উপজেলা পর্যায়ে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি UDMT সমন্বয়কারী নির্বাচিত হবেন। পদবি, বেতনস্তর ও চাকরির ব্যাপ্তিকালের উপর ভিত্তি করে এই জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।

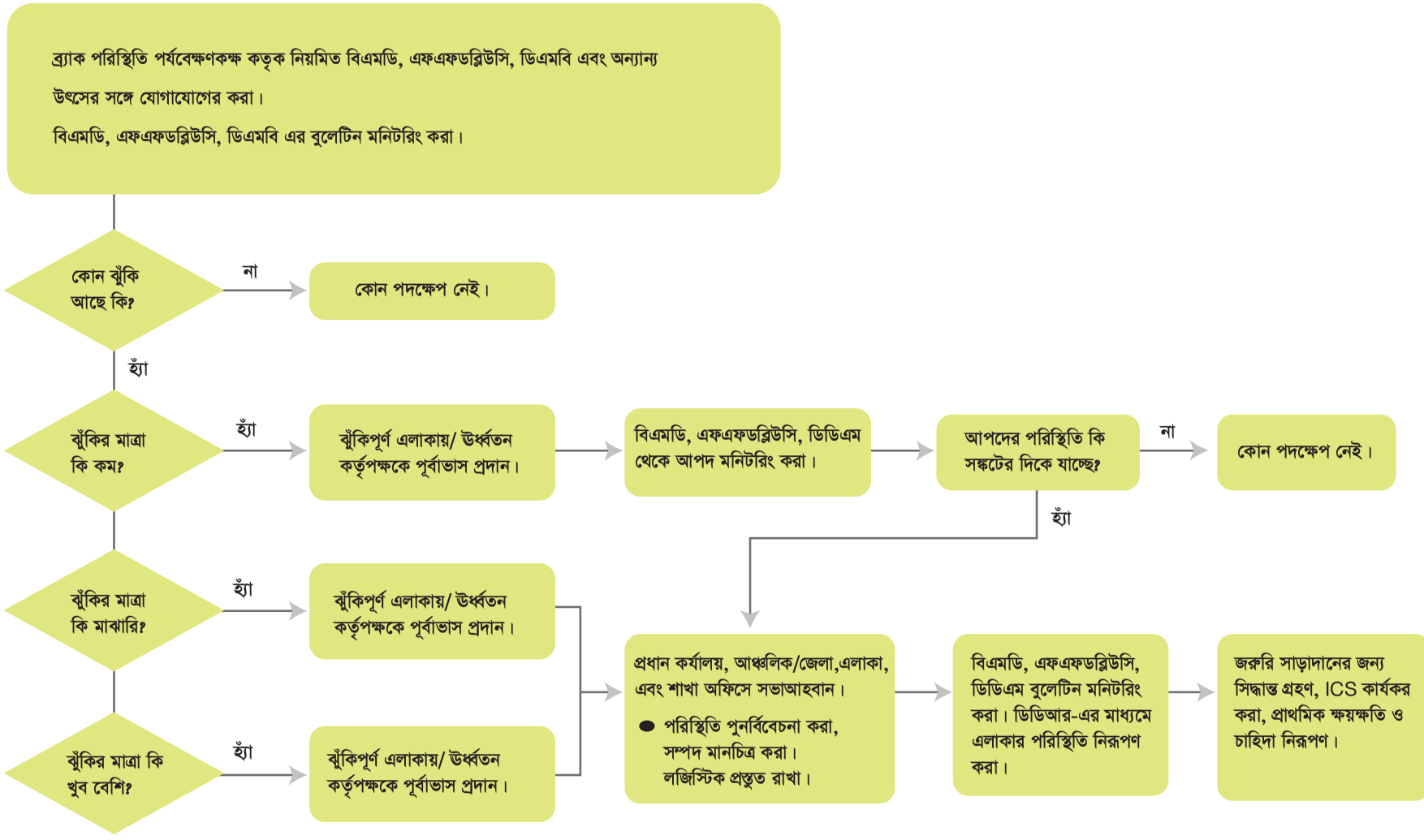

চিত্র ১৬: জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবাহচিত্র

- **ধাপ ৩:** যে কোন RM অথবা AM (BEP), ICS–এর পরিকল্পনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং UDMT সমন্বয়কারী হবেন । পরিকল্পনাপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হল দুর্যোগসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করা। ইনসিডেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান, ব্রিফিং, মানচিত্র অথবা অবস্থা ইত্যাদি তথ্য বিতরণের জন্য ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন করা যেতে পারে। দুর্যোগের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের অবলোকন ও মূল্যায়নও পরিকল্পনা শাখার প্রধানের দায়িত্বে সম্পাদিত হবে। এ ছাড়াও তিনি দুর্যোগ চলাকালীন এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সম্পদের/দ্রব্যের চাহিদাপত্র (গুরুত্ব অনুযায়ী) প্রস্তুত করবেন। চাহিদাকৃত ও সরবরাহকৃত সম্পদের মধ্যে যদি পরিমাণগত বা গুণগত কোন পার্থক্য থাকে তাহলে তা UDMT সমন্বয়কারীকে অবহিত করবেন। পরিকল্পনাপ্রধান SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৯ অনুযায়ী RAT ফর্মের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রদানকারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত খতিয়ান তৈরি করবেন এবং জরুরি অবস্থায় কর্তব্যরত বিভিন্ন এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব ফলোআপ করবেন (SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)। সেইসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখা, এলাকা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের সময়ভিত্তিক সাড়াদানের ফলোআপ করবেন।

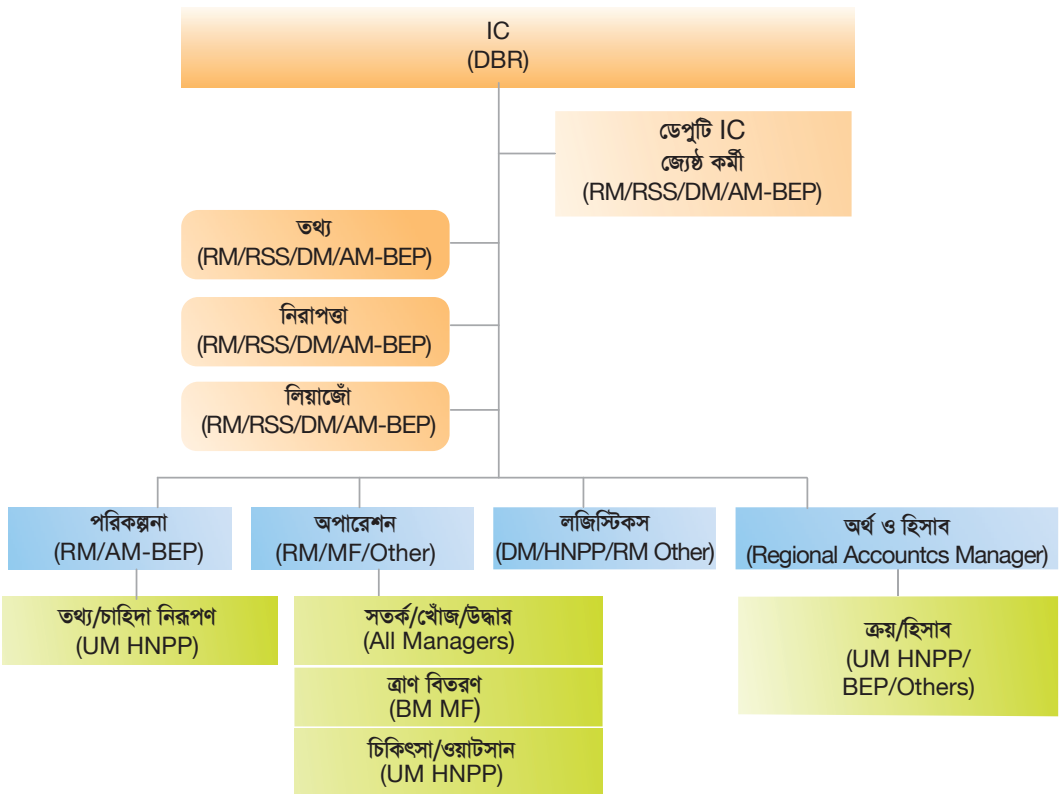

চিত্র ১৭: প্রথম ২৪–৪৮ ঘন্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো (ঘূর্ণিঝড়ের জন্য)

- **ধাপ ৪:** HNPP–র DM লজিস্টিকপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের ক্রয়/হিসাব শাখার সদস্যদের (চিত্র ১৭ উল্লিখিত) দ্বারা লজিস্টিক শাখার অন্তর্ভুক্ত সাহায্য ও সেবা বিভাগের (পরিশিষ্ট ৬–এ লজিস্টিক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বর্ণিত) কাজ সম্পাদন করবেন।

- **ধাপ ৫:** লজিস্টিকপ্রধান ব্র্যাকের নীতিমালা ও স্ফিয়ার নির্দেশিকা এবং চাহিদা নিরূপণের ফরমেট RIR অনুসারে ত্রাণ বিতরণের জন্য একটি প্যাকেজ তৈরি করবেন । লজিস্টিকপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদাপত্র দেবেন এবং ক্রয় বিভাগ হিসাব বিভাগের সহযোগিতায় তা ক্রয় করবেন । আঞ্চলিক হিসাব ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসনপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে)। অপারেশনপ্রধান মাঠ পর্যায়ের দুর্যোগ কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন এবং সুবিধাজনক/যথাযথ কর্মকৌশল গ্রহণ করবেন। RM (MF) এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী)। চিত্র ১৭–তে দুর্যোগ চলাকালীন প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় কার্যকর ব্র্যাকের ICS–এর ছক উল্লেখ করা আছে। **উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ এবং তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টিম অবশ্যই** CBDRR **নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।**

- **ধাপ ৬:** অর্থ ও প্রশাসন শাখাপ্রধান সরবরাহকারীদের ও সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করবেন ও তালিকা প্রতিনিয়ত নবায়ন করবেন। যে সম্পদ/দ্রব্য স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা সম্ভব নয় তার চাহিদা নিকটবর্তী জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। এই দল, সাড়াদানের ব্যয় এবং কর্মীদের সময় অনুযায়ী কাজের যথার্থতা অবলোকন করবেন। এই দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত আছে।

- **ধাপ ৭:** অপারেশনদল (সকল ম্যানেজার) ছোট ছোট দল গঠন করে দুর্গত জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার, জরুরি ত্রাণ, সাহায্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য, পানি এবং অন্যান্য জরুরি দ্রব্যসামগ্রী যেমন: প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করবে ।

- **ধাপ ৮:** উপজেলা ব্যবস্থাপক (HNPP বা BEP) দুর্গত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদের জরিপ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UDMC) এবং অন্যান্য এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কে কী করছেন বা করেছেন তার তালিকা তৈরি করবে (পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী)। সেইসঙ্গে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নিজের এলাকার বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক দুর্যোগে ব্যবহারযোগ্য মজুদকৃত সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা।

- **ধাপ ৯:** দুর্যোগ আঘাত হানার ২৪–৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে DECC ঊর্ধ্বতন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি দুর্যোগপরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ স্থাপন করা হবে। DECC–র কর্মসূচিপ্রধান DBR কর্তৃক সম্পাদিত সকল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

- **ধাপ ১০:** পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টার আবহাওয়াপরিস্থিতি অবলোকন ও মূল্যায়ন করবেন এবং DECC–র ঊর্ধ্বতন প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন। DECC–ঊর্ধ্বতন, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ও অন্য কর্মসূচির পরিচালকদের তা অবহিত করবেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে DBR ও UDMT সমন্বয়কারীকেও আবহাওয়ার তথ্য জানানো হবে।

এই প্রক্রিয়াটি সার্বিক দুর্যোগ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রথম ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চালু থাকতে পারে।

- **ধাপ ১১:** পরিকল্পনা দল দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতি অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই PLA পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তারিত চাহিদার খতিয়ান তৈরি করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রধান কার্যালয়ের DECC কর্মসূচির একজন সিনিয়র ম্যানেজার এবং এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি কনসেপ্ট রিপোর্ট/প্রস্তাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। কর্মসূচিপ্রধান সেই প্রতিবেদনের মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠীর নিকট অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবেন।

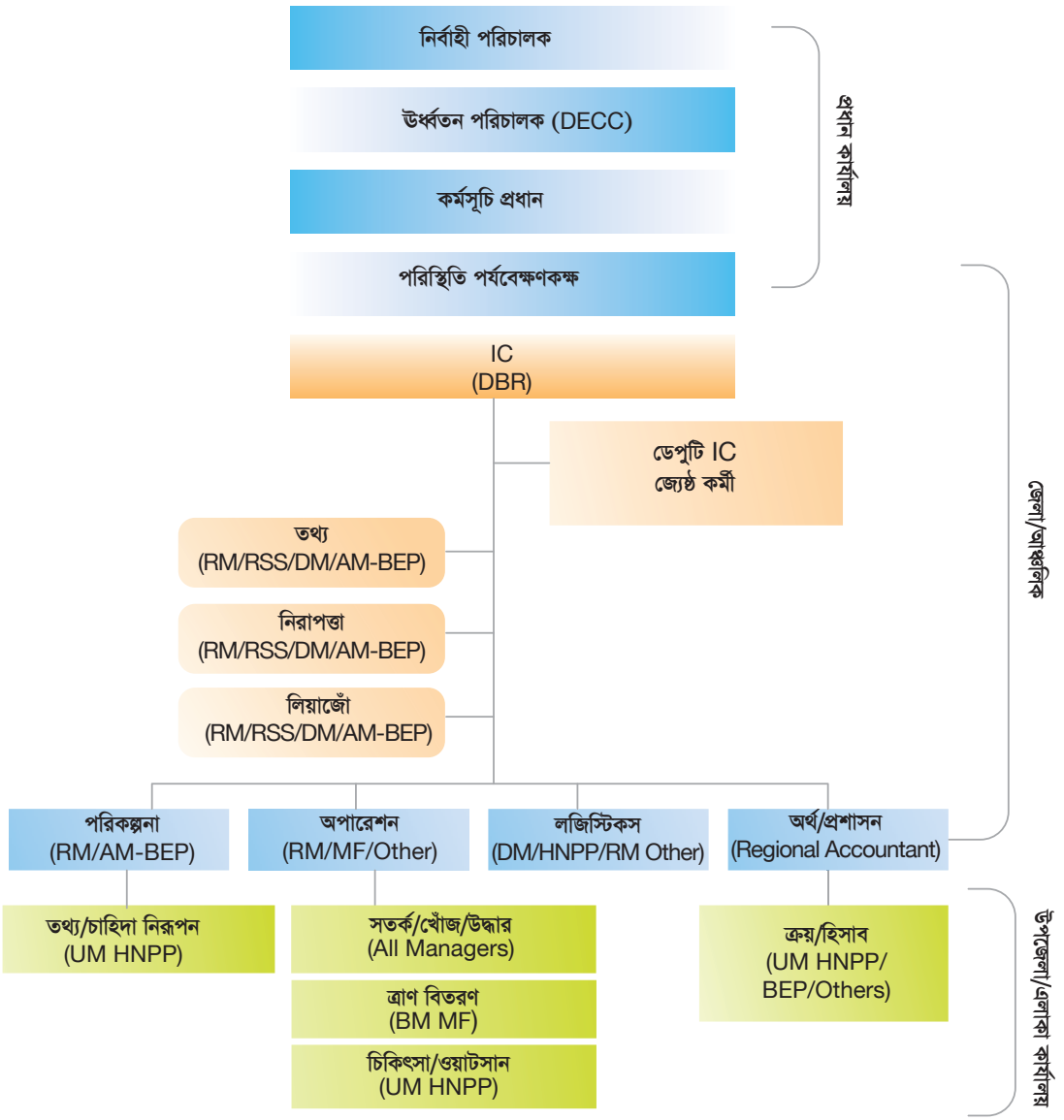

চিত্র ১৮: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো

৮.১.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ

ত্রাণ বিতরণের প্রথম পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা, যেমন: চিড়া, রুটি, গুড়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য (পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে) পানি, ORS, ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব দুর্গত মানুষের রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। ব্র্যাক তার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে এই প্রাথমিক পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ সম্পাদন করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জরুরি ত্রাণসাহায্য প্রদান করা হবে দুর্গত লোকেরা যখন তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে শুরু করবে তখন থেকে। এই পর্যায়ে যাদের রান্না করার সুযোগ রয়েছে তাদের ত্রাণের প্যাকেজ সাহায্য হিসেবে দেওয়া হবে। এই প্যাকেজে থাকবে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, লবণ এবং প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি । তৃতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিভিত্তিক সাহায্য প্রদান করা হবে (যেমন: কৃষিঋণ, ওয়াশ ইত্যাদি)।

- **ধাপ ১:** হতাহত, ক্ষয়ক্ষতি এবং চাহিদার খতিয়ান অনুযায়ী পরিকল্পনা শাখা এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরি করবেন এবং তা IC–কে প্রদান করবেন। IC এই পরিকল্পনা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। IC সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য কর্মসূচিপ্রধানের নিকট প্রেরণ করবেন।

- **ধাপ ২:** DECC–র কর্মসূচিপ্রধান এই পরিকল্পনা প্রস্তাব যাচাই করে অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কমিটিতে পেশ করবেন। অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচি প্রধান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

- **ধাপ ৩:** ব্র্যাক বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- **ধাপ ৪:** প্রয়োজন অনুযায়ী ব্র্যাক দুর্গত এলাকায় মানসিক ও সামাজিক দুর্দশা উত্তরণের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, জীবিকা নির্বাহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- **ধাপ ৫:** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি আলাদাভাবে তাদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড শুরু করবে।

৮.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা

বহুসংখ্যক নদী এবং বিভিন্ন ধরনের জলাধার বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বিরূপ আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর গ্রীষ্ম মৌসুমি ঋতুতে বন্যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত, নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের পানি অপসারণে বাধাগ্রস্ততার কারণে ভয়াবহ বন্যা হয়ে থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অস্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের বন্যার মূল কারণ। পানির প্রবাহ যখন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি নদীর পাড় উপচে পড়ে তীরবর্তী এলাকাগুলোকে প্লাবিত করে এবং মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে, তখন তাকে বন্যা বলা হয়।

বন্যার পানি কখন পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত করে ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করতে পারে তা বোঝার জন্য বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানির বিপদসীমা পরিমাপের লেভেল দেওয়া আছে। নদীর পানিপ্রবাহ বিপদসীমা অতিক্রম করলে তখন বন্যা হয়। যদি কোন নদীতে বাঁধ না থাকে, তাহলে ঐ এলাকার বন্যার বার্ষিক গড় অবস্থাকে বিপদসীমা হিসেবে ধরা হয়। বাঁধবেষ্টিত নদীতে বাঁধের কিছুটা নিচে বিপদসীমা চিহ্নিত করা হয়। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শ্রেণিতে একে বিভক্ত করা হয়েছে।

- নদীর উজানে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং নদী অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বন্যা হয়।
- উজানে স্থলভাগে পানির প্রবাহ।
- আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস হল স্থানীয় নদী অববাহিকাগুলোতে হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত।

৮.২.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ

দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য অন্য কর্মসূচিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মানসম্মত মডিউল তৈরি করতে পারে।

- ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (দাবি, প্রগতি ইত্যাদি) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাতে কাজ করছে। মূলত গ্রামসংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রত্যেক গ্রামসংগঠনে ৩০–৪০ জন নারীসদস্য থাকে। তাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয় এবং আইনবিষয়ক ধারণাসহ সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয় । গ্রামসংগঠনের এই সদস্যদেরকে বন্যাপূর্ব, বন্যাচলাকালীন সময়ে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে সে বিষয়ে নানা তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

- মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি কমিউনিটি পর্যায়ে আইনবিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে যাতে করে তারা বিচারবৈষম্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার ও আইনশিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হয়। এদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে ছোট আকারে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল সংযোজন করা যেতে পারে।

- যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্র্যাক কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সহায়তা করে থাকে। এই কাজগুলো প্রধান ৬টি সেক্টর যথা; পোলট্রি, লাইভস্টক, ফিশারিজ, সেরিকালচার, শস্য বহুমুখীকরণ ও সামাজিক বনায়ন নিয়ে কাজ করে। গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচির (লবণাক্ততাসহিষ্ণু বীজ, যেগুলো অল্প নোনা জলে চাষ করা যায়) গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদানের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বন্যায় কৃষির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্যোগে সাড়াদানের মেট্রিক্স (পরিশিষ্ট ১২) ব্যবহার করেও কৃষিতে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস কাজে লাগিয়ে কৃষকদেরকে সহায়তা করা যেতে পারে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথভাবে সাড়াদানের জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কারিকুলাম সংযোজন করে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে যাতে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সঠিক উপায়ে সাড়াদান করতে পারে। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থাপক তাদের শিক্ষকদের বন্যাবিষয়ক নানা তথ্য অবহিত করতে পারেন যাতে তারা তাদের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে বলতে পারেন।

    - বন্যা কোন সময়ে হয়।
    - বন্যার ধরন।
    - কোন একটি এলাকার ঠিক কোথায় এর প্রভাব পড়তে পারে।
    - বন্যা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কী ব্যবস্থা নেবে।
    - বন্যার সময় সাপ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করা যাবে।
    - রোগবালাই থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে কীভাবে সচেতন হবে।

এক্ষেত্রে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ে ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে।

- ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সঙ্গরোগ রোধের ঝুঁকি কমানোসহ সাধারণ রোগের সেবা দিয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৯১০০০ স্বাস্থ্যসেবিকা এবং ৮০০০ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। স্বাভাবিক সময়ে মাঠ সংগঠক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকাদের জন্য দুর্যোগভিত্তিক স্বাস্থ্যঝুঁকিবিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তারা এই বার্তাগুলো সমাজের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই কর্মসূচির আওতায় নিয়মিত কমিউনিটি মিটিংয়ের মাধ্যমে নারীপুরুষ ও শিশুকিশোরদেরকে হাইজিনবার্তা দেওয়া হয়ে থাকে। একজন কর্মসূচি সহায়ক (পিএ) প্রতিদিন ৬টি মিটিং করেন । প্রতি মিটিংয়ে ১০টি পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রায় ৬০টি পরিবার এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকটি পিএ–র জন্য ৩০০ করে খানা টার্গেট থাকে। নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ কীভাবে তাদের দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা এই মিটিংয়ে কমিউনিটির লোকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এতে পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ ও নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে সবাই সচেতন হয়ে ওঠেন। কোন একটি নির্দিষ্ট আপদের ক্ষেত্রে ওয়াশ কর্মসূচির সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে তাদেরকে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

দুর্যোগপূর্ব কার্যপ্রণালির ধাপ

বন্যামৌসুমের শুরুতেই (এপ্রিল–মে) প্রতিটি আঞ্চলিক অফিস জরুরি প্রয়োজনে সাড়াদানের জন্য ব্র্যাকের ICS মডেল অনুযায়ী সম্পদের পরিমাণ মজুদ আছে কি না DBR তা দেখবেন । যদি প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি, সম্পদের চাহিদা তৈরি করতে পারবেন। DBR, ICS মডেল অনুযায়ী প্রতিটি কাজের জন্য একজন নির্দিষ্ট কর্মীকে দায়িত্ব দেবেন এবং তাদের নাম, পদবি, কর্মসূচি, বিশেষ যোগ্যতা এবং যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন।

আকস্মিক বন্যা–অঞ্চলের জন্য (বাংলাদেশের উত্তর–পূর্ব, দক্ষিণ–পশ্চিম এবং উত্তর–পশ্চিম অঞ্চল) **দ্রষ্টব্য:** আকস্মিক বন্যা সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর–পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক অফিস ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অগ্রিম প্রস্তুতি নিতে পারে।

- **ধাপ ১:** DECC কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে একটি বন্যাপরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ স্থাপন করা হবে। এতে PM, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, সেক্টর স্পেশালিস্ট নিযুক্ত করা হবে। তাদের কাজ হবে সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকন করা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বন্যার তথ্য ব্র্যাককর্মীদের জানানো এবং জেলা DBR–দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা। DBRও জরুরি পরিস্থিতিতে PM, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, সেক্টর স্পেশালিস্টকে স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রদান করবেন। পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে DECC কর্তৃক নির্ধারিত কর্মী নিয়মিতভাবে উক্ত DBR–কে তার তথ্যের ব্যাখ্যা/উত্তর প্রদান করবেন। DBR–কে বন্যাপরিস্থিতি সম্পর্কে DECC কর্তৃক DBR–এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ স্থাপন বা তাকে কোন তথ্য প্রদান করা যদি সম্ভব নাও হয়, তবু DBR পর্যবেক্ষণকক্ষের সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ করবেন।

- **ধাপ ২:** DECC কর্তৃক বন্যা পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে বন্যাসংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) থেকে বৃষ্টিপাতের তথ্য সংগ্রহ করবে। এ ছাড়া অন্য উৎস যেমন, Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) এক–তিনদিনের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস করে থাকে এবং ১–১০ দিনের বন্যার পূর্বাভাস করে থাকে । Indian Meteorological Department এবং Central Water Commission of India থেকে বন্যাসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট ৩–এ দুর্যোগের ঝুঁকিসম্পর্কিত তথ্য ও উৎস সম্পর্কে বলা আছে।) অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত যে কোন পূর্বাভাসসম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)–এর সঙ্গে আলাপ করে যাচাই করতে হবে।

- **ধাপ ৩:** বন্যা মৌসুমের শুরুতেই বন্যা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ামাত্র DECC পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে PH/PM-এর সহযোগিতায় সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট (SSS) স্থানীয় পর্যায়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকার DBR–দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। এ পর্যায়ে প্রধান কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM)–এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করবেন এবং প্রতি ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা অন্তর তথ্য আদানপ্রদান করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নদী অববাহিকার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করছে বা বন্যায় রূপ নিতে পারে এমন সংবাদ পাওয়ার পরপরই ICS–এ অন্তর্ভুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক সদস্য তথা ব্র্যাককর্মীর উপস্থিতি DBR নিশ্চিত করবেন। DBR অস্থায়িভাবে সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্র্যাককর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। DBR নিজেই UDMT সমন্বয়কারীও (চিত্র ১৯) নির্ধারণ করবেন।

- **ধাপ ৪:** আবহাওয়ার সতর্কবার্তার উপর নির্ভর করে এলাকা বা শাখা ব্যবস্থাপক স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UDMC)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন; UDMT সমন্বয়কারী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UzDMC)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন এবং DBR জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (CDMB) এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DDRO)–র সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন। DBR, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/এলাকা/শাখা ব্যবস্থাপক/UDMT সমন্বয়কারীর সহযোগিতায় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির সম্পদমানচিত্র প্রস্তুত করবেন। এই মানচিত্রে কর্মীসংখ্যা, শাখার অবস্থান, আশ্রয়কেন্দ্র, যানবাহন, ইত্যাদি দুর্যোগ–ব্যবহার–উপযোগী সম্পদের উল্লেখ থাকবে। দুর্যোগপরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক সেবা, ত্রাণসহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কমিউনিটি পর্যায়ে বিপন্ন জনগোষ্ঠী তথা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, গর্ভবতী, শিশু, বৃদ্ধদের অবস্থান, জরুরি খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা চিহ্নিত করে তার তথ্য সংশ্লিষ্ট DBR–এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত পর্যবেক্ষণকক্ষে প্রেরণ করবেন।

- **ধাপ ৫:** দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য DBR–এর অনুমোদনসাপেক্ষে একটি ব্র্যাক শাখা অফিস সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। জরুরি অবস্থায় এই তহবিলের প্রাপ্যতা এলাকা/শাখা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট হিসাব কর্মকর্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

DBR অবশ্যই প্রধান কার্যালয় (DECC) থেকে এর অনুমোদন নেবেন। যদি কোন কারণে প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক কার্যালয়ের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে DBR উক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যয়ের জন্য উক্ত অঙ্কের টাকার অনুমোদন দিতে পারবেন। UDMT সমন্বয়কারী শাখা কার্যালয় প্রতি বরাদ্দকৃত এই তহবিল DBR–এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে ব্যবহার করবেন।

- **ধাপ ৬:** যদি নদীর পানি কমতে শুরু করে অথবা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাহলে প্রধান কার্যালয়ে (DECC) কর্তব্যরত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৮.২.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ

নোট: এই পর্যায়ে ICS কার্যকর হবে।

হুঁশিয়ারি ও সতর্কাবস্থা

- **ধাপ ১:** আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় নদী অববাহিকার পানি বিপদসীমার ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হচ্ছে এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ডিইসিসি প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট (SSS) বা PM জেলা/অঞ্চল, এলাকা, শাখা কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবেন এবং সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করবেন। প্রধান কার্যালয় থেকে সেক্টর স্পেশালিস্ট বা সিনিয়র অফিসার দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) এবং দুর্যোগবিষয়ক অন্যান্য তথ্যের উৎসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। মাঠ পর্যায়ে যে কোন আবহাওয়া পূর্বাভাস বা তথ্য প্রেরণের পূর্বে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) অথবা বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে যাচাই করে নিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে পালনীয় যোগাযোগপ্রবাহ চিত্র ২০–এ বর্ণিত আছে।

নোট: এই পর্যায়ে পূর্ণ ICS কার্যকর হবে এবং DBR ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং প্রয়োজনে তিনি একজন ডেপুটি IC নিয়োগ করতে পারেন। যদি কোন একটি উপজেলাতে দুর্যোগ সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে ICS গঠিত হবে। কোনক্রমেই উপজেলা পর্যায়ে ICS গঠিত হবে না। উপজেলা পর্যায়ে শুধুমাত্র UDMT দল গঠিত হবে।

- **ধাপ ১:** * ICS গঠন করার পর, নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ পরিস্থিতি অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

সংকেত/পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী বা পর্যবেক্ষণ কক্ষের যে কোন তথ্যের উপর নির্ভর করে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা নির্ধারিত হবে এবং উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে)	কাজের ধাপ (দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা)	দায়িত্ব
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		

- **ধাপ ২:** এই পর্যায়ে প্রধান কার্যালয় DECC কর্মকর্তাবৃন্দ জরুরি সভায় বসবেন। জেলা বা আঞ্চলিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে DBR–এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন কর্মসূচির জেলা/অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে এবং অনুরূপভাবে উপজেলা পর্যায়ে, UDMT সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে স্থানীয় বিভিন্ন ব্র্যাক কর্মসূচির কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সভায় সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি, সম্পদের মানচিত্র এবং ICS অনুযায়ী স্ব স্ব সরকারি পর্যায়ের কমিটিগুলো তথা DDMC, UzDMC, UDMC–র সঙ্গে সমন্বয় ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। IC আক্রান্ত এলাকা, লোকজনের অবস্থা এবং ঐ এলাকায় ব্র্যাকের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত থাকবেন ।

- **ধাপ ৩:** যদি পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় অর্থাৎ নদীর পানি বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক/জেলা, এলাকা এবং শাখা কার্যালয়ের কর্মিগণ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্থানীয় ব্র্যাককর্মী, সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং জনগোষ্ঠীকে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মাধ্যম দ্বারা তথ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন। IC ঝুঁকিপূর্ণ সকল শাখা কার্যালয়ে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন এবং সম্ভাব্য দুর্গত স্থান থেকে জানমাল সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

- **ধাপ ৪:** স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় থেকে দুর্যোগ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করা হবে। বন্যার পরিস্থিতিসংক্রান্ত কোন তথ্য হালনাগাদ করা হলে তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ IC এবং UDMT সমন্বয়কারীকে জানিয়ে দেবেন। IC এবং UDMT সমন্বয়কারী পর্যায়ক্রমে তা আঞ্চলিক ও শাখা অফিসে জানিয়ে দেবেন ।

- **ধাপ: ৫:** UDMT সমন্বয়কারী তার এলাকার পরিস্থিতিসম্পর্কিত তথ্য IC–কে অবহিত করবেন এবং IC প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন। যদি কোন কারণে IC–র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা না যায় সেক্ষেত্রে UDMT সমন্বয়কারী সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট বা PM–কে শাখা কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন।

কার্যপরিচালনার প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টা

- ধাপ ১: শাখা অফিসের কর্মীর সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে UDMT সমন্বয়কারী ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন (চিত্র ১৯) । দুর্গত এলাকার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রযোজনীয় উপকরণের প্রাথমিক তালিকা (RIR, SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ১০ অনুযায়ী) করার জন্য এবং এই দল কোন জিনিস, কী পরিমাণে, কোথায়, কখন, কাকে দিতে হবে (SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৯ অনুযায়ী) তা বিস্তারিত একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে IC–কে প্রদান করবেন। এই প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, দ্রব্য, সেবা, দক্ষ/প্রশিক্ষিত কর্মী, দল ইত্যাদি সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

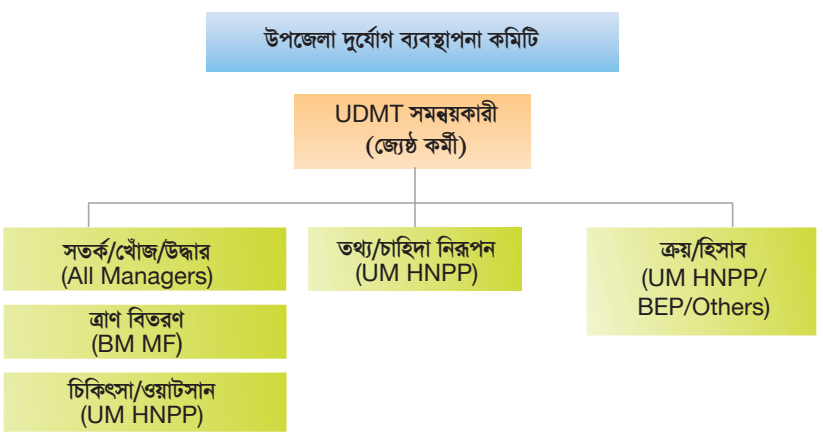

চিত্র: ১৯: বন্যার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল (UDMT)

- **ধাপ ২:** ডেপুটি IC অথবা UDMT সমন্বয়কারী দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে IC–কে অবহিত করবেন। IC এই পর্যায়ে একটি পরিকল্পনাসভা করবেন এবং সম্পদের মানচিত্র, প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাথমিক তালিকা (RIR)–র উপর ভিত্তি করে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। IC তার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ICS পুনর্গঠন করতে পারবেন। IC নিজে বা তার ডেপুটি প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে IC অথবা ডেপুটি IC জেলা বা অঞ্চল পর্যায়ের যে কোন কর্মসূচির দুজন ব্র্যাককর্মীকে তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা অনুসারে (RM/DM/\RSS/AM-BEP) তথ্য কর্মকর্তা বা ইনফরমেশন অফিসার ও লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করতে পারেন। ICS–এ বর্ণিত সকল পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিশিষ্ট ৬–এ উল্লেখ করা আছে। দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী IC জরুরি অবস্থায় ব্যয়যোগ্য উল্লিখিত তহবিল অনুমোদন ও বরাদ্দ দেবেন। যেহেতু পরিস্থিতি, নির্দেশ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে সার্বিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে, সেহেতু একটি কার্যক্রম পরিকল্পনার ছক (পরিশিষ্ট ৫) অনুসরণ করতে হবে, যাতে পরিবর্তিত উদ্দেশ্য, কাজের ধাপ ও দায়িত্ব উল্লেখ থাকবে।

- **ধাপ ৩:** যে কোন RM অথবা AM (BEP), ICS–এর পরিকল্পনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং UDMT সমন্বয়কারী এই শাখার (দলের) অন্তর্ভুক্ত হবেন। পরিকল্পনাপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হল দুর্যোগসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করা। তথ্য বিতরণ বা প্রচারের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান, ব্রিফিং, মানচিত্র অথবা অবস্থা প্রদর্শন বোর্ডকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবেন। দুর্যোগের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের অবলোকন ও মূল্যায়নও পরিকল্পনা শাখার প্রধানের দায়িত্বে সম্পাদিত হবে। এ ছাড়াও তিনি দুর্যোগ চলাকালীন এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সম্পদের/দ্রব্যের চাহিদাপত্র (গুরুত্ব অনুযায়ী) প্রস্তুত করবেন। চাহিদাকৃত ও সরবরাহকৃত সম্পদের মধ্যে যদি পরিমাণগত বা গুণগত কোন পার্থক্য থাকে, তাহলে তা UDMT সমন্বয়কারীকে অবহিত করবেন। পরিকল্পনা শাখা (দল) SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৯ অনুযায়ী 'RAT' ফর্মের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রদানকারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত খতিয়ান তৈরি করবেন এবং জরুরি অবস্থায় কর্তব্যরত বিভিন্ন এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব ফলোআপ করবেন (SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)। সেইসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখা, এলাকা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের সময়ভিত্তিক সাড়াদানের ফলোআপ করবেন।

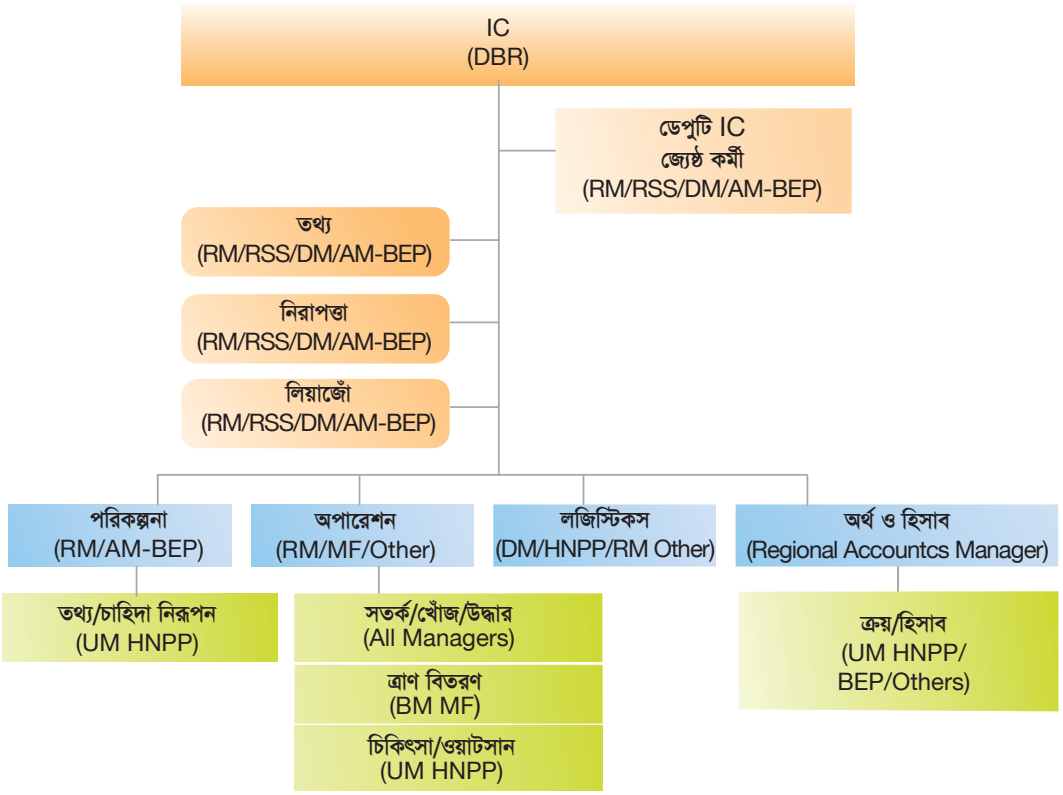

চিত্র: ২০: প্রথম ২৪–৪৮ ঘন্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো (বন্যার জন্য)

- **ধাপ ৪:** HNPP–র DM লজিস্টিকপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের ক্রয়/হিসাব শাখার সদস্যদের (চিত্র ২০–এ উল্লিখিত) দ্বারা লজিস্টিক শাখার অন্তর্ভুক্ত সাহায্য ও সেবা বিভাগের (পরিশিষ্ট ৬–এ লজিস্টিক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বর্ণিত) কাজ সম্পাদন করবেন।

- **ধাপ ৫:** লজিস্টিকপ্রধান ব্র্যাকের নীতিমালা ও স্ফিয়ার নির্দেশিকা এবং চাহিদা নিরূপণের ফরমেট RIR অনুসারে ত্রাণ বিতরণের জন্য একটি প্যাকেজ তৈরি করবেন। লজিস্টিক শাখা কী পরিমাণ সম্পদ/দ্রব্য লাগবে তা বলবে এবং ক্রয়/হিসাব ও প্রশাসন শাখা (দল) তার প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করবেন। আঞ্চলিক হিসাব ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসনপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে)। অপারেশন শাখার প্রধান মাঠ পর্যায়ের দুর্যোগ কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন এবং সুবিধাজনক/যথাযথ কর্মকৌশল নির্ধারণ করবেন। RM-MF এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী)। চিত্র ২০–এ দুর্যোগ চলাকালীন প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় কার্যকর ব্র্যাকের ICS–এর ছক উল্লেখ করা আছে। উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ এবং তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টিম অবশ্যই CBDRR নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

- **ধাপ ৬:** অর্থ ও প্রশাসন সম্পদের মজুদ নিশ্চিত করবে ও সরবরাহকারীদের তালিকা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করবে। এই দলের প্রধান যেসব সম্পদ/দ্রব্য স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা সম্ভব নয়, তার চাহিদা নিকটবর্তী জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। এই দল, সাড়াদানের ব্যয় এবং কর্মীদের সময় অনুযায়ী কাজের যথার্থতা অবলোকন করবেন। এই দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত আছে।

- **ধাপ ৭:** অপারেশন দল (সকল ম্যানেজার) ছোট ছোট দল গঠন করে দুর্গত জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার, জরুরি ত্রাণ, সাহায্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য, পানি, ইত্যাদি ও অন্যান্য জরুরি দ্রব্যাদি যেমন: প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করবে ।

- **ধাপ ৮:** উপজেলা ব্যবস্থাপক (HNPP/BEP) দুর্গত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদের জরিপ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UDMC) এবং অন্যান্য এনজিও যোগাযোগ করবে এবং কে কী করছেন বা করেছেন তার তালিকা তৈরি করবে । সেইসঙ্গে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল তার এলাকার বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক দুর্যোগে ব্যবহারযোগ্য মজুদকৃত সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা।

- **ধাপ ৯:** দুর্যোগ আঘাত হানার ২৪–৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে DECC–র ঊর্ধ্বতন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি দুর্যোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ স্থাপন করা হবে। DECC–র কর্মসূচি প্রধান IC কর্তৃক সম্পাদিত সকল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চিত্র ২১–এ প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো দেওয়া আছে ।

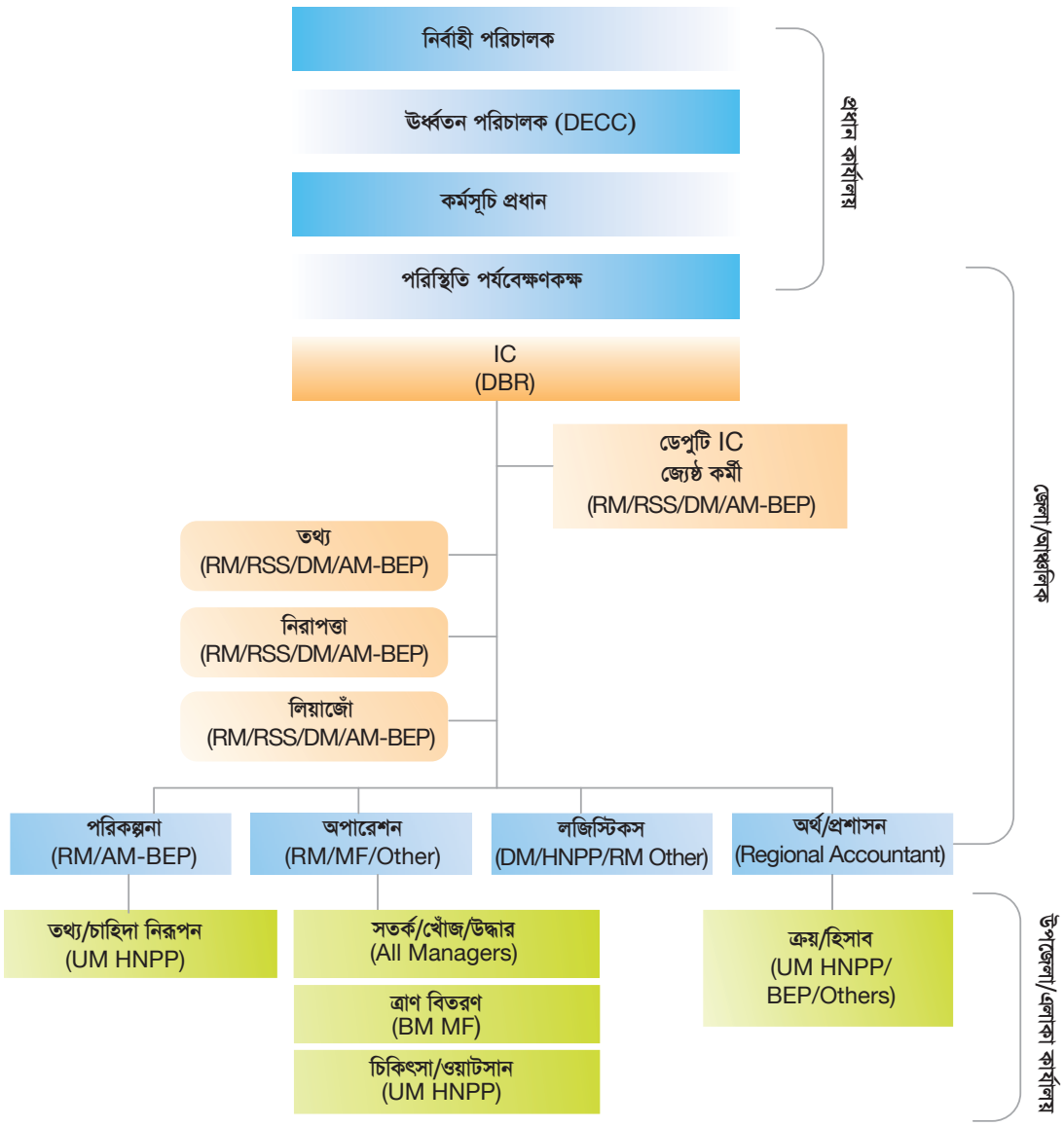

চিত্র ২১: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো

- **ধাপ ১০:** পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টার আবহাওয়াপরিস্থিতি অবলোকন ও মূল্যায়ন করবেন এবং DECC–র ঊর্ধ্বতন প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন। DECC–র ঊর্ধ্বতন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মসূচির পরিচালকবৃন্দকে অবহিত করবেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে IC ও UDMT সমন্বয়কারীদেরও আবহাওয়ার তথ্য জানানো হবে।

এই প্রক্রিয়াটি সার্বিক দুর্যোগ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রথম ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চালু থাকতে পারে।

- **ধাপ ১১:** পরিকল্পনা শাখা (দল) দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতি অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই PLA পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত চাহিদার একটি খতিয়ান তৈরি করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রধান কার্যালয়ের DECC কর্মসূচির একজন সিনিয়র ম্যানেজার এবং এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি কনসেপ্ট রিপোর্ট/ প্রস্তাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। কর্মসূচিপ্রধান সেই প্রতিবেদনের আলোকে দাতাগোষ্ঠীর নিকট অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির আবেদন করবেন।

৮.২.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ

ত্রাণ বিতরণের প্রথম পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা, যেমন: চিড়া, রুটি, গুড়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য (পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে), পানি, ORS ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব দুর্গত জনগোষ্ঠীর রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই তাদের প্রাধান্য দিতে হবে। ব্র্যাক তার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে এই প্রাথমিক পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ সম্পাদন করবে। যখন মানুষ তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে শুরু করে, তখন থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জরুরি ত্রাণসাহায্য প্রদান করা হয় । এই পর্যায়ে দুর্গত জনগোষ্ঠী যাদের রান্না করার সুযোগ রয়েছে তাদের ত্রাণের প্যাকেজ সাহায্য হিসেবে দেওয়া হবে। এই প্যাকেজে থাকবে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, লবণ এবং প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি (NFI)। তৃতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিভিত্তিক সাহায্য প্রদান করা হবে (যেমন: কৃষিঋণ, ওয়াশ ইত্যাদি)।

- **ধাপ ১:** হতাহত, ক্ষয়ক্ষতি এবং চাহিদার খতিয়ান অনুযায়ী পরিকল্পনা শাখা (দল) এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরি করবেন এবং তা IC–কে প্রদান করবেন। IC এই পরিকল্পনা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। IC সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য কর্মসূচিপ্রধানের নিকট প্রেরণ করবেন।

- **ধাপ ২:** DECC–র কর্মসূচিপ্রধান এই পরিকল্পনা প্রস্তাব যাচাই করে অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কমিটিতে পেশ করবেন। অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচিপ্রধান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

- **ধাপ ৩:** ব্র্যাক বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- **ধাপ ৪:** প্রয়োজন অনুযায়ী ব্র্যাক দুর্গত এলাকায় মানসিক ও সামাজিক দুর্দশা উত্তরণের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, জীবিকা নির্বাহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

- **ধাপ ৫:** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি এককভাবে তাদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড শুরু করবে।

৮.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কম সময় পাওয়া যায়। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময় জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভবনসমূহের ভঙ্গুরতা এইসব কারণের সম্মিলিত প্রভাবে স্থানভেদে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ভিন্ন হয় এবং বাংলাদেশের মতো দেশে এর নেতিবাচক প্রভাব সবচাইতে বেশি দেখা যায়। লাগামহীন বসতি বৃদ্ধি ও কলকারখানা স্থাপন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেড়ে চলেছে।

ভূমিকম্পপরবর্তী কিছু সময় পর ছোট আকারে ঝাঁকুনি বা ভূমিকম্প হয়ে থাকে যা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভবনগুলোর সবচাইতে বেশি ক্ষতি সাধন করে। ভূমিকম্পপরবর্তী ঝাঁকুনি ভূমিকম্পের ১ ঘণ্টা বা ১ দিন অথবা ১ সপ্তাহ কিংবা ১ মাস পরেও সংঘটিত হতে পারে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দ্বিতীয় ঝাঁকুনি সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের ফলে দেয়ালধস, ভেঙে পড়া কাঁচের টুকরো কিংবা পড়ন্ত জিনিসপত্রের আঘাতে লোকজন হতাহত হয় । ভূমিকম্পের সময় ছোটাছুটি করে অনেক মানুষ আহত হয়। ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতির বেশিরভাগই আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। ভবন নির্মাণ নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ভবন পুনঃশক্তিশালীকরণ, পূর্বপ্রস্তুতি এবং পরিবার ও প্রতিবেশী পর্যায়ে জরুরি পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্র্যাক কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করতে পারে।

৮.৩.১ দুর্যোগপূর্ব কার্যক্রমসমূহ

একটি বৃহৎ সংগঠন হিসেবে ব্র্যাক তার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। DECC কর্মসূচি ভূমিকম্পের পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্ষিপ্ত মডিউল তৈরি করে চলমান বিভিন্ন কর্মসূচিতে সংযোজন করতে পারে। ব্র্যাকের প্রত্যেকটি কর্মসূচির উচিত পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সংযুক্ত করা।

- ব্র্যাক প্রধান কার্যালয় তার কর্মীবাহিনীকে প্রস্তুত রেখে ভূমিকম্প মোকাবিলায় নানা পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মহড়ার মাধ্যমে তাদের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

- ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (দাবি, প্রগতি ইত্যাদি) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাতে কাজ করছে। মূলত গ্রামসংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রতি গ্রামসংগঠনে ৩০–৪০ জন নারী সদস্য থাকে। তাদেরকে মূলত ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয় এবং আইনশিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়। । এই গ্রামসংগঠনের সদস্যদেরকে ভূমিকম্পের পূর্বপ্রস্তুতি যেমন: ভূমিকম্প শুরু হলে আসবাবপত্র, টেবিল বা বেঞ্চের নিচে কিংবা খোলা জায়গায় যাওয়া এসব বিষয়ে আরও সচেতন করে তোলা যেতে পারে।

- মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি কমিউনিটি পর্যায়ে আইনবিষয়ক সহায়তা দিয়ে থাকে যাতে করে তারা বিচারবৈষম্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার ও আইনশিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হয়। এদের প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল সংযোজন করা যেতে পারে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথভাবে সাড়াদানের জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কারিকুলাম সংযোজন করা হলে তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ে ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে।

- ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সঙ্গরোগ রোধের ঝুঁকি কমানোসহ কতগুলো সাধারণ রোগের সেবা দিয়ে থাকে। ব্র্যাকে প্রায় ৯১০০০ স্বাস্থ্যসেবিকা এবং ৮০০০ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে মাঠ সংগঠক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকাদের দুর্যোগভিত্তিক স্বাস্থ্যঝুঁকিবিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে তারা এই বার্তাগুলো সমাজের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মিটিং করে কমিউনিটির নারীপুরুষ ও শিশুকিশোরদের নিয়মিত হাইজিন বার্তা দেওয়া হয়ে থাকে। একজন কর্মসূচি সহায়ক (পিএ) প্রতিদিন ৬টি মিটিং করেন । প্রতি মিটিংয়ে ১০টি পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রায় ৬০টি পরিবারকে এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। একজন পিএ–র জন্য ৩০০টি করে খানা টার্গেট থাকে। নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ কীভাবে তাদের দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা এই মিটিংয়ে উপস্থিত লোকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবার্তাসমূহ ও নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে এই মিটিংয়ে আলোচনা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট আপদের ক্ষেত্রে ওয়াশ কর্মসূচির সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে তাদেরকে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ওয়াশ কর্মসূচি ভূমিকম্প দুর্যোগচলাকালে অস্থায়ী বাসস্থানের পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থার উপর নির্দেশিকা তৈরি এবং পানি সরবরাহ বিপদাপন্নতা নিরূপণ নীতিমালা প্রণয়ন, কমিউনিটির পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে পারে।

৮.৩.২ দুর্যোগকালীন কার্যক্রমসমূহ

নোট: এই পর্যায়ে পূর্ণ ICS কার্যকর হবে এবং DBR ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং প্রয়োজনে তিনি একজন ডেপুটি IC নিয়োগ করতে পারেন। যদি কোন একটি উপজেলাতে দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে ICS গঠিত হবে। কোনক্রমেই উপজেলা পর্যায়ে ICS গঠিত হবে না। উপজেলা পর্যায়ে শুধু UDMT দল গঠিত হবে।

* ICS গঠন করার পর নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী কার্যক্রমের বিস্তারিত পরিস্থিতি উল্লেখ করতে হবে।

সংকেত/পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী বা পর্যবেক্ষণ কক্ষের যে কোন তথ্যের উপর নির্ভর করে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা নির্ধারিত হবে এবং উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে)	কাজের ধাপ (দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা)	দায়িত্ব
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		

নোট: তথ্য, পরিস্থিতি এবং নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে দুর্যোগপূর্ব/ দুর্যোগচলাকালীন/দুর্যোগপরবর্তী কাজগুলো সবসময় পরিবর্তিত হতে পারে।

কার্যপরিচালনার প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টা

- **ধাপ ১:** শাখা বা এলাকা কার্যালয়ের কর্মীর সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে UDMT সমন্বয়কারী ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন (চিত্র ২২)। দুর্গত এলাকার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাথমিক তালিকা (RIR, SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ১০ অনুযায়ী) করার জন্য এবং এই দল কোন জিনিস, কী পরিমাণে, কোথায়, কখন, কাকে দিতে হবে (SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৭ অনুযায়ী) তা একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে IC–কে প্রদান করবেন। এই প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, দ্রব্য, সেবা, দক্ষ/প্রশিক্ষিত কর্মী, দল ইত্যাদি সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

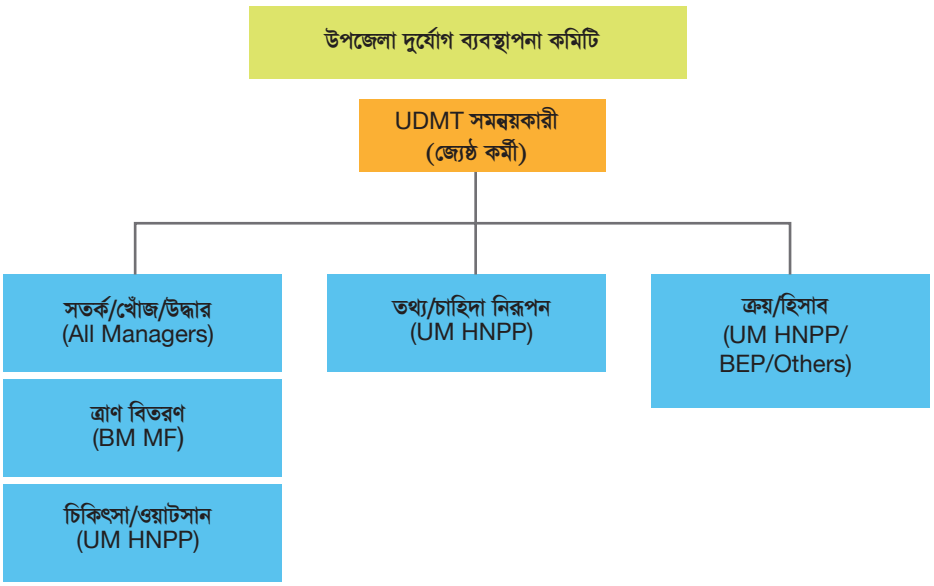

চিত্র ২২: ভূমিকম্পের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল (UDMT)

- **ধাপ ২:** ডেপুটি IC অথবা UDMT সমন্বয়কারী দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে IC–কে অবহিত করবেন। IC এই পর্যায়ে একটি পরিকল্পনাসভা করবেন এবং সম্পদের মানচিত্র, প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাথমিক তালিকা (RIR)–র উপর ভিত্তি করে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। IC তার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ICS পুনর্গঠন করতে পারবেন। IC নিজে বা তার ডেপুটি প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে IC অথবা ডেপুটি IC জেলা বা অঞ্চল পর্যায়ের যে কোন কর্মসূচির দুজন ব্র্যাককর্মীকে তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা অনুসারে (RM/DM/RSS/AM-BEP) তথ্য কর্মকর্তা বা ইনফরমেশন অফিসার ও লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করতে পারেন। ICS–এ বর্ণিত সকল পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংযুক্তি ৬–এ উল্লেখ করা আছে। দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী IC জরুরি অবস্থায় ব্যয়যোগ্য উল্লিখিত তহবিলের অনুমোদন ও বরাদ্দ দেবেন। যেহেতু পরিস্থিতি, নির্দেশ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে সার্বিক দুর্যোগপরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হতে থাকবে, সেহেতু একটি কার্যক্রম পরিকল্পনার ছক (পরিশিষ্ট ৫) অনুসরণ করতে হবে যাতে পরিবর্তিত উদ্দেশ্য, কাজের ধাপ ও দায়িত্বের উল্লেখ থাকবে।

- **ধাপ ৩:** যে কোন RM অথবা AM (BEP), ICS–এর পরিকল্পনা শাখার (দলের) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং UDMT সমন্বয়কারী এই শাখার (দলের) অন্তর্ভুক্ত হবেন। পরিকল্পনা শাখার (দলের) প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হল দুর্যোগসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করা। তথ্য বিতরণ বা প্রচারের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান, ব্রিফিং, মানচিত্র অথবা অবস্থা প্রদর্শন বোর্ডকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবেন। দুর্যোগের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের অবলোকন ও মূল্যায়নও পরিকল্পনা শাখার প্রধানের দায়িত্বে সম্পাদিত হবে। এ ছাড়াও তিনি দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সম্পদের/দ্রব্যের চাহিদাপত্র (গুরুত্ব অনুযায়ী) প্রস্তুত করবেন। চাহিদাকৃত ও সরবরাহকৃত সম্পদের মধ্যে যদি পরিমাণগত বা গুণগত কোন পার্থক্য থাকে, তাহলে তা UDMT সমন্বয়কারীকে অবহিত করবেন। পরিকল্পনা শাখা (দল) SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৯ অনুযায়ী 'RAT' ফর্মের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রদানকারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত খতিয়ান তৈরি করবেন এবং জরুরি অবস্থায় কর্তব্যরত বিভিন্ন এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব ফলোআপ করবেন (SOP–এ বর্ণিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)। সেইসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখা, এলাকা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের সময়ভিত্তিক সাড়াদানের ফলোআপ করবেন।

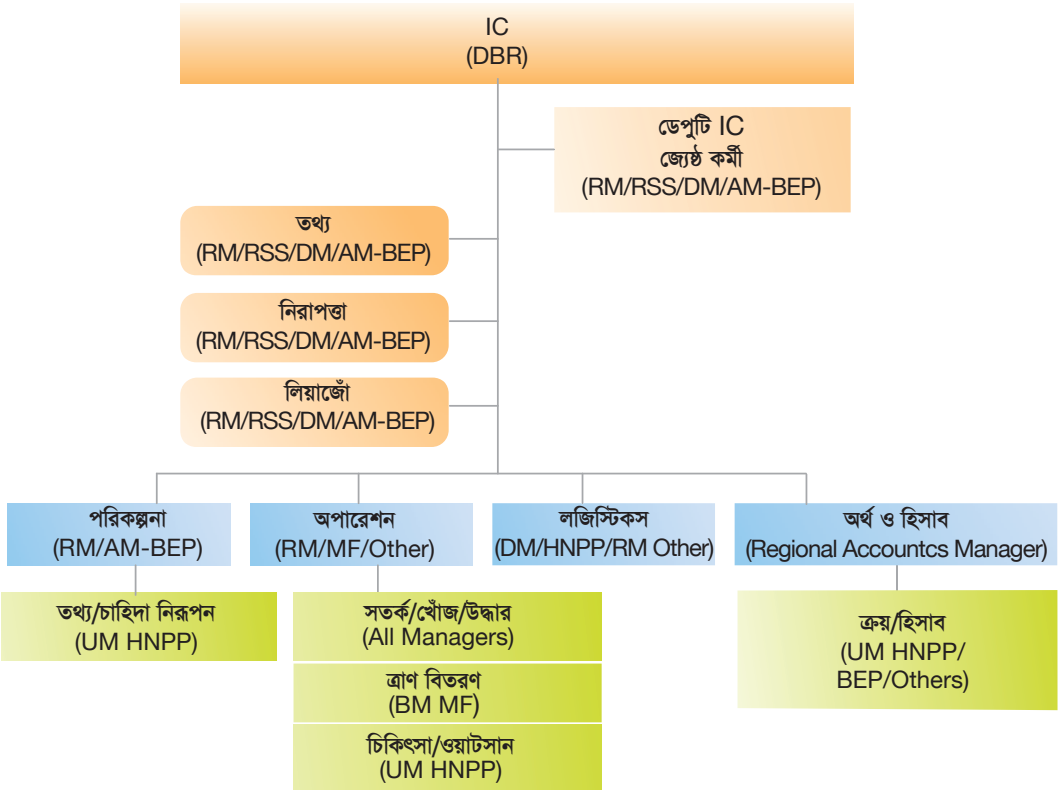

চিত্র: ২৩: প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টায় কর্মপরিচালনার জন্য ICS কাঠামো

- **ধাপ ৪:** HNPP–র DM লজিস্টিকপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের ক্রয়/হিসাব শাখার সদস্যদের (চিত্র ২৩–এ উল্লিখিত) দ্বারা লজিস্টিক শাখার অন্তর্ভুক্ত সাহায্য ও সেবা বিভাগের (পরিশিষ্ট ৬–লজিস্টিক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বর্ণিত) কাজ সম্পাদন করবেন।

- **ধাপ ৫:** লজিস্টিকপ্রধান ব্র্যাকের নীতিমালা ও স্ফিয়ার নির্দেশিকা এবং চাহিদা নিরূপণের ফরমেট RIR অনুসারে ত্রাণ বিতরণের জন্য একটি প্যাকেজ তৈরি করবেন। লজিস্টিক শাখা কী পরিমাণ সম্পদ/দ্রব্য লাগবে তা বলবে এবং ক্রয়/হিসাব ও প্রশাসন শাখা (দল) তার প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করবেন। আঞ্চলিক হিসাব ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসনপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে)। অপারেশনপ্রধান মাঠ পর্যায়ের দুর্যোগ কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন এবং সুবিধাজনক/যথাযথ কর্মকৌশল গ্রহণ করবেন। RM-MF এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন (পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী)। চিত্র ২৩–এ দুর্যোগ চলাকালীন প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় কার্যকর ব্র্যাকের ICS–এর ছক উল্লেখ করা আছে। উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ এবং তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টিম অবশ্যই CBDRR নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

- **ধাপ ৬:** অর্থ ও প্রশাসনপ্রধান সরবরাহকারীদের ও সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করবেন এবং তালিকা প্রতিনিয়ত নবায়ন করবেন। এই দলের প্রধান যেসব সম্পদ/দ্রব্য স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা সম্ভব নয় তার চাহিদা নিকটবর্তী জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। এই দল, সাড়াদানের ব্যয় এবং কর্মীদের সময় অনুযায়ী কাজের যথার্থতা অবলোকন করবেন। এই দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিশিষ্ট ৬–এ বর্ণিত আছে।

- **ধাপ ৭:** অপারেশন দল (সকল ম্যানেজার) ছোট ছোট দল গঠন করে দুর্গত জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার, জরুরি ত্রাণ, সাহায্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য, পানি এবং অন্যান্য জরুরি দ্রব্যাদি যেমন: প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করে ।

- **ধাপ ৮:** উপজেলা ব্যবস্থাপক (HNPP/BEP) দুর্গত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সম্পদের জরিপ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UDMC) এবং অন্যান্য এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কে, কী করছেন বা করেছেন তার তালিকা তৈরি করবেন । সেইসঙ্গে এলাকার বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক দুর্যোগে ব্যবহারযোগ্য মজুদকৃত সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করবেন।

- **ধাপ ৯:** দুর্যোগ আঘাত হানার ২৪–৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে DECC–ঊর্ধ্বতন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি দুর্যোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ স্থাপন করা হবে। DECC–র কর্মসূচিপ্রধান IC কর্তৃক সম্পাদিত সকল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চিত্র ২৪–এ প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো দেওয়া আছে ।

- **ধাপ ১০:** পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ প্রথম ২৪–৪৮ ঘণ্টার আবহাওয়া পরিস্থিতি অবলোকন ও মূল্যায়ন করবেন এবং DECC–র পরিচালককে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন। DECC–ঊর্ধ্বতন, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মসূচির পরিচালকদের অবহিত করবেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে IC ও UDMT সমন্বয়কারীদেরও আবহাওয়ার তথ্য জানানো হবে।

*এই প্রক্রিয়াটি সার্বিক দুর্যোগ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রথম ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চালু থাকতে পারে।

- **ধাপ ১১:** পরিকল্পনা শাখা দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতি অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে PLA পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত চাহিদার একটি খতিয়ান তৈরি করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রধান কার্যালয়ের DECC কর্মসূচির একজন সিনিয়র ম্যানেজার এবং এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি কনসেপ্ট রিপোর্ট/প্রস্তাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। কর্মসূচি প্রধান সেই প্রতিবেদনের মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠীর নিকট অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির আবেদন করবেন।

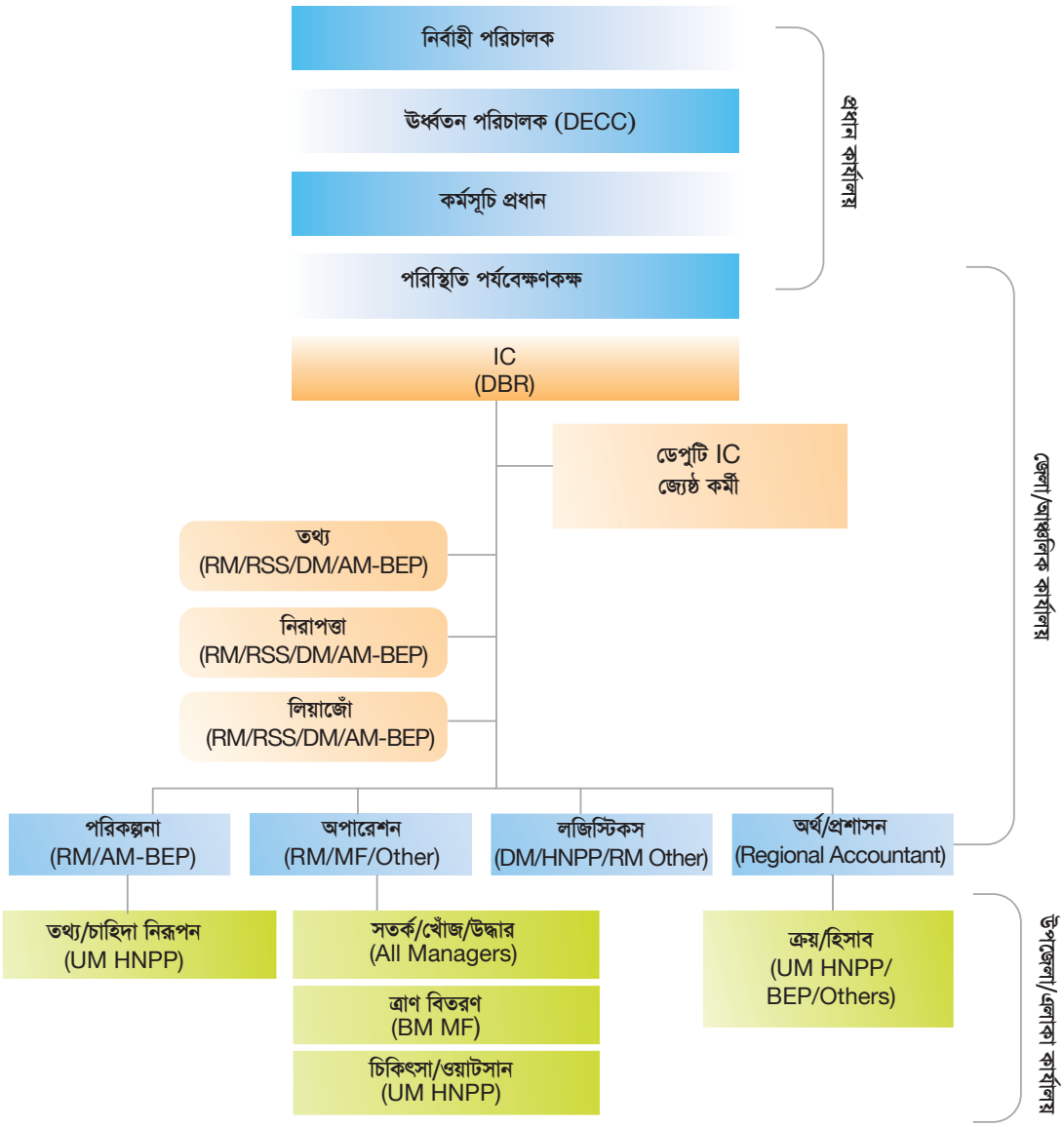

চিত্র ২৪: ব্র্যাকের দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো (ভূমিকম্পের জন্য)

৮.৩.৩ দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমসমূহ

ত্রাণ বিতরণের প্রথম পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা, যেমন: চিড়া, রুটি, গুড়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য (পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে), পানি, ORS ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যে দুর্গত লোকদের রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাদের প্রাধান্য দিতে হবে। ব্র্যাক তার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে এই প্রাথমিক পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ সম্পাদন করবে। যখন মানুষ তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে শুরু করে তখন থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জরুরি ত্রাণসাহায্য প্রদান করা হয় । এই পর্যায়ে দুর্গত জনগোষ্ঠী যাদের রান্না করার সুযোগ রয়েছে তাদেরকে সাহায্য হিসেবে ত্রাণের প্যাকেজ দেওয়া হবে। এই প্যাকেজে থাকবে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, লবণ এবং প্লাস্টিক শিট, কাপড়, ফিটকিরি, সাবান ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিভিত্তিক সাহায্য প্রদান করা হবে (যেমন: কৃষিঋণ, ওয়াশ ইত্যাদি)।

- **ধাপ ১:** হতাহত, ক্ষয়ক্ষতি এবং চাহিদার খতিয়ান অনুযায়ী পরিকল্পনা শাখা (দল) এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরি করে IC-কে প্রদান করবেন। IC এই পরিকল্পনা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। IC সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য কর্মসূচিপ্রধানের নিকট প্রেরণ করবেন।

- **ধাপ ২:** DECC-র কর্মসূচিপ্রধান এই পরিকল্পনা প্রস্তাব যাচাই করে অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কমিটিতে পেশ করবেন। অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচিপ্রধান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

- **ধাপ ৩:** ব্র্যাক বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- **ধাপ ৪:** প্রয়োজন অনুযায়ী ব্র্যাক দুর্গত এলাকায় মানসিক ও সামাজিক দুর্দশা উত্তরণের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, জীবিকা নির্বাহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

- **ধাপ ৫:** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি এককভাবে তাদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মকান্ড শুরু করবে।

৯. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নকাঠামো

অবলোকন এমন একটি প্রক্রিয়া যা SOP-এর শক্তি/গুণমান, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে SOP-এর ফলপ্রসূতা ও কার্যকারিতা যাচাই করবে। একটি অবলোকন ও মূল্যায়নকাঠামো তৈরি থাকবে যা নিয়মিত ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন, নির্দেশক নির্ধারণের জন্য পরামর্শ, জ্ঞান যাচাই বা পুনরাবৃত্তি এবং SOP-এর সংশোধন, প্রভাব ও ফলাফল বিষয়ে নিরীক্ষা/অডিট করবে। নির্দেশক এবং মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে অবলোকন মূল্যায়ন হবে এবং এর কার্যকারিতা ফলাফল ও প্রভাবের উপর মূল্যায়ন পরিচালিত হবে ।

ডিইসিসি কর্মসূচি প্রতিবছর কমপক্ষে একবার সম্পূর্ণ SOP-এর উপর সাধারণ অডিট করতে পারে যেখানে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার :

- SOP মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করার জন্য কীভাবে ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের কর্মীদের নিয়োজিত করা যায় ?
- বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে সমস্যা নিরূপণ এবং সম্পদের ঘাটতি চিহ্নিতকরণ সবকিছু নির্দেশ করে কি না ?
- আঞ্চলিক, এলাকা বা শাখা অফিসের সবাই SOP সম্পর্কিত তাদের সকল দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত আছেন কি না ?
- নতুন কোন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন আছে কি না ?
- নাম, পদবি এবং টেলিফোন নম্বরগুলো হালনাগাদ আছে কি না ?
- অন্য কর্মসূচিগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (DRR) বিষয়টি একত্র করা হয়েছে কি না ?

১.মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ ফলাফল				
দুর্যোগপূর্ব/জরুরি অবস্থা				
ফলাফল	সূচক	যাচাই / উপাত্ত বা তথ্যের উৎস	সংগ্রহের সময়কাল	দায়িত্ব
১.জরুরি সাড়াদানে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১.১ ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মী যারা দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ডিআরএম) প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের সংখ্যা এবং শতকরা হার	দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ডিআরএম) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন	প্রতিটি প্রশিক্ষণের পরে	বিএলডি, ডিইসিসি
	১.২ ব্র্যাক ডিবিআর IC-র প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের সংখ্যা	প্রতিবেদন, MIS and M&E রিপোর্ট	বাৎসরিক	বিএলডি, ডিইসিসি
	১.৩ জরুরি অবস্থায় যেসব ব্র্যাককর্মী এসওপি (SOP) দিকনির্দেশনা বজায় রাখেন তাদের সংখ্যা এবং শতকরা হার	প্রতিবেদন, বিক্রেতার তালিকা, পরিপত্র, সভার কার্যবিবরণী, Contingency plan,	দুর্যোগ ঋতুপঞ্জিকা অনুযায়ী	বিএলডি, ডিইসিসি
	১.৪ জরুরি সাড়াদানে একক মতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা	IC-থেকে বিশেষ প্রতিবেদন এবং ICS-এর অন্যান্য অংশ থেকেও প্রতিবেদন	ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে	ডিইসিসি, ডিবিআর
	১.৫ যেসব ব্র্যাককর্মী এসওপি (SOP) বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের শতকরা হার	প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন, SOP-এর বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন	প্রতি ছয় মাস	বিএলডি, ডিইসিসি
২. জরুরি সাড়াদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২.১ টেকনিক্যাল সাউন্ড সিস্টেম, উন্নত যোগাযোগ এবং তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ	নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিবেদন ব্যবস্থা, কমিউনিটি এবং কর্মীদের কাছ থেকে জরুরি সাড়াদান প্রতিবেদন, সম্পদ ও জানমালের প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায় থেকে ফিডব্যাক, স্থানান্তর চেকলিস্ট	ত্রৈমাসিক (ঘটনার ভিত্তিতে)	ডিইসিসি এবং আইসিটি
	২.২ ব্র্যাক, BMD এবং FFWC-এর সঙ্গে সমন্বয়	দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগের জন্য BMD, FFWC-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক	বাৎসরিক	ডিইসিসি
	২.৩ সকল পর্যায়ে ICS-এর কাঠামো এবং দায়িত্ব নির্ধারণ	আঞ্চলিক অফিস বোর্ডে তথ্য, স্থিতি প্রতিবেদন,কর্মীসংখ্যার তথ্য, বিভাগ অনুযায়ী ICS-এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তথ্য, ICS-এর ওয়ার্কশিট, পরিচালনাগত পরিকল্পনা ওয়ার্কশিট	মাসিক	ডিবিআর, অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে যোগাযোগ/ মানবসম্পদ বিভাগ
৩. স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকা	৩.১ অডিট বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবৃতি বা প্রতিবেদন	অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অডিট প্রতিবেদন	প্রতিটি জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর	অর্থ ও হিসাব বিভাগ
	৩.২ রিয়েল টাইম তথ্য মূল্যায়ন	RTE প্রতিবেদন	প্রতিটি জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর	ডিবিআর এবং UDMT
	৩.৩ হিসাব বিভাগের অর্থের বিবৃতি বা প্রতিবেদন	অর্থের প্রতিবেদন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সম্পদের বিবরণী	প্রতিটি জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর	অর্থ ও হিসাব বিভাগ

দুর্যোগকালীন/জরুরি অবস্থা				
ফলাফল	**সূচক**	**যাচাই / উপাত্ত বা তথ্যের উৎস**	**সংগ্রহের সময়**	**দায়িত্ব**
IC-র নেতৃত্বে	IC-র নেতৃত্বে ICS সক্রিয় করে আঞ্চলিক এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মীদেরকে সহায়তা করা ।	আঞ্চলিক অফিস বোর্ডে তথ্যের প্রতিফলন, সাড়াদানের টাইমলাইন ম্যাট্রিক্স	আঞ্চলিক অফিস বোর্ডে প্রতিফলন ও পর্যালোচনা প্রয়োজনসাপেক্ষে, দুর্যোগচলাকালে	ডিবিআর
		পরিস্থিতির আপডেট	দৈনিক বা ঘণ্টা	IC
		স্থানীয় পরিস্থিতির আপডেট	দৈনিক	ডিবিআর
		SOP-এর পরিশিষ্ট ৭ ও ৯ প্রতিবেদন	দৈনিক	IC
		র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট টুল (RAT)	জরুরি পরিস্থিতির ১-৩ দিনের মধ্যে	ডিবিআর জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে
		র‍্যাপিড ইনিসিয়েল রিপোর্ট (RIR)	জরুরি পরিস্থিতির ১-৩ দিনের মধ্যে	ডিবিআর জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে
		Incident Briefing form	২৪-৪৮ ঘণ্টা	IC
		Incident Action Plan (IAP)	১-২ দিনের	IC
		ত্রাণের খরচের বিবৃতি	সাপ্তাহিক	আঞ্চলিক হিসাবরক / অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান
		Demobilization Plan/ মূল প্রতিবেদন	জরুরি পরিস্থিতি শেষ হওয়ার পর	IC
দুর্যোগপরবর্তী/ জরুরি অবস্থা				
ফলাফল	**সূচক**	**যাচাই / উপাত্ত বা তথ্যের উৎস**	**সংগ্রহের সময়**	**দায়িত্ব**
জরুরি অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার	ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা/SOP-এর ভিত্তিতে ব্র্যাক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান	ব্র্যাকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা	১ সপ্তাহ -১ মাস	ডিবিআর
	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় টাকা/ইউএস ডলার	ব্র্যাকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা	১ সপ্তাহ-১ মাস	ডিবিআর
	বাস্তবায়নের সময়সূচি/ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কর্মসূচি	ব্র্যাকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা	১ সপ্তাহ-১ মাস	ডিবিআর, পরিকল্পনা দল
	বাড়ি থেকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকের শতকরা হার	প্রতিবেদন	মাসিক	ডিবিআর

২. মনিটরিং বাস্তবায়ন

দুর্যোগপূর্ব/জরুরি অবস্থা

ফলাফল	সূচক	যাচাই/উপাত্ত বা তথ্যের উৎস	সংগ্রহের সময়	দায়িত্ব
মানসম্মত দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ডিআরএম) প্রশিক্ষণ মডিউল SOP-এ সংযোজন	প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও হালনাগাদের সংখ্যা	MIS প্রতিবেদন	বাৎসরিক	বিএলডি/ব্র্যাক
	SOP-এ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ডিআরএম) সংযোজন করা	প্রশিক্ষণ মডিউল	বাৎসরিক	বিএলডি, ডিইসিসি
তৈরিকৃত প্রশিক্ষণ মডিউলের ব্যবহার	পরিচালিত প্রশিক্ষণসংখ্যা	প্রশিক্ষণ সমাপ্তি রিপোর্ট	প্রশিক্ষণপরবর্তী সময়	
ডিআরএম এবং এসওপি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীসংখ্যা	এসওপি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীসংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, M&E প্রতিবেদন MIS প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	বিএলডি, ডিইসিসি
	জেলা, উপজেলা এবং বিএলডি-তে ডিআরএম বিষয়ে প্রশিক্ষণসংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, M&E প্রতিবেদন MIS প্রতিবেদন	মাসিক	বিএলডি, ডিইসিসি
বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও ব্যবহার	দুর্যোগের উপর জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুতি	ডিইসিসি বিশেষ প্রতিবেদন	অর্ধবার্ষিক	ডিবিআর
	সকল পর্যায়ে পরিচালিত মহড়ার সংখ্যা	ডিবিআর কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	ডিবিআর ও আঞ্চলিক অফিস
	স্বাস্থ্যসেবিকা, শিক্ষিকা ও কমিউনিটি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি	প্রশিক্ষণ মডিউল সংখ্যা	বাৎসরিক	বিএলডি, ডিইসিসি
	বন্যাঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীসংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, M&E প্রতিবেদন MIS প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	বিএলডি, ডিইসিসি
	সিবিডিআরআর বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবিকা ও কমিউনিটি সদস্যের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, M&E প্রতিবেদন MIS প্রতিবেদন	মাসিক	ডিইসিসি, এইচএনপিপি, বিইপি, সিইপি এবং এমএফপি
	সমাজভিত্তিক উচ্চতর দুর্যোগ সতর্কতা বিষয়ক/পূর্বাভাস পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সচেতনতা বৃদ্ধিবিষয়ক প্রতিবেদন	প্রশিক্ষণপরবর্তী সময়	বিএলডি, ডিইসিসি
	দুর্যোগে সাড়াদান ম্যাট্রিক্স ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা	এএফএস কর্মসূচি অগ্রগতি প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	এএফএস কর্মসূচি ডিবিআর, ডিইসিসি
ঘটনার কর্মপরিকল্পনা (আইএপি) তৈরি	শাখা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আইএপি পরিকল্পনা তৈরি	ডিইসিসি বিশেষ প্রতিবেদন	প্রত্যেক জরুরি অবস্থার পূর্বে ও পরে	ডিইসিসি, আঞ্চলিক ও শাখা অফিস

আইএপি বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীসংখ্যা	শাখা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণসংখ্যা	ডিইসিসি বিশেষ প্রতিবেদন, M&E প্রতিবেদন MIS প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	বিএলডি, ডিইসিসি
আইসিএস গঠন	আইসিএস ফরমেট অনুযায়ী কর্মী নির্ধারিত	আইসিএস কর্মপরিকল্পনা	মাসিক	ডিবিআর
দুর্যোগ চলাকালীন/জরুরি অবস্থা				
আউটপুট	**নির্দেশক**	**যাচাই/উপাত্ত বা তথ্যের উৎস**	**সংগ্রহের সময়**	**দায়িত্ব**
আইসি কার্যকর করা	আইসি পদ ডিইসিসি/প্রধান কার্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন	ডিইসিসি/প্রধান কার্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকক্ষ থেকে যোগাযোগ	দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে	ডিইসিসি
ইউডিএমটি কার্যকর	পূর্ণ ও কার্যকর ইউডিএমটি	র‌্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট টুল (RAT)	জরুরি অবস্থা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে	শাখা/এলাকা/আঞ্চলিক অফিস
	পূরণকৃত RIR	দ্রুত প্রাথমিক প্রতিবেদন (RIR)	১ম দিন	আইসি
		ঘটনা বিবরণী ফরম	জরুরি অবস্থা শুরু হওয়ার হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে	আইসি
		কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্কশিট	১ম দিন	আইসি
		খালিকরণ চেকলিস্ট	জরুরি অবস্থা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে	আইসি
ঘটনার কর্মপরিকল্পনা (আইএপি) তৈরি	আইএপি অনুসরণ করা হয়েছে	ঘটনা কর্মপরিকল্পনা, র‌্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট টুল (RAT)	জরুরি অবস্থা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে	পরিকল্পনাপ্রধান (PSC/ RM or AM (BEP)
ত্রাণ/পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাব তৈরি (R&R)	R&R প্রস্তাব তৈরি	RAT ও RIR থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং RTE রিপোর্ট	২৪ ঘন্টা থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে	ডিইসিসি ও পরামর্শক
দুর্যোগপরবর্তী/জরুরি অবস্থা				
আউটপুট	**নির্দেশক**	**যাচাই/উপাত্ত বা তথ্যের উৎস**	**সংগ্রহের সময়কাল**	**দায়িত্ব**
পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রণয়ন	পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি পুনরুদ্ধার কাজের কর্মপরিকল্পনা	পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	পরিকল্পনা দল ডিবিআর
	ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির পুনর্বাসন কর্মকান্ড	সংশিষ্ট কর্মসূচির কর্মকান্ড ও অগ্রগতি প্রতিবেদন	জরুরি অবস্থা শেষে	ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি

১০. চ্যালেঞ্জিং বিষয়সমূহ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে ব্র্যাকের নিবিড় পদচারণা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক নতুন এবং পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু করেছে, তাই এক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে । ব্র্যাককে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে তৈরি করতে হবে যাতে সমাজের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল কর্মসূচির সমন্বিতভাবে কাজ করা ব্র্যাকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাকের মাইক্রোফিন্যান্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির সমন্বিত কাজ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চমৎকার উদাহরণ। নিচে ব্র্যাকের বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কতগুলো নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হল।

১. **বিএমডি/এফএফডব্লিউসি এবং ব্র্যাকের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই**
ব্র্যাকের স্বেচ্ছাসেবকগণ বর্তমানে দুর্যোগবিষয়ক তথ্যসমূহ সরকারের উপজেলা অফিস থেকে পেয়ে থাকে। সরকারি অফিসগুলো যখন এনজিওদের সহায়তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে তখনই তারা এই তথ্যগুলো দিয়ে থাকে । এই কাজটি ফলপ্রসূভাবে হতে পারত যদি সঠিক যোগাযোগ/চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্যগুলো সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে পৌছানো যেত। ব্র্যাক কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। সমাজের লোকজন তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। কমিউনিটির লোকজনকে পূর্বাভাস তথ্য প্রদান বা সর্তকতার বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে পারলে সর্তকতার বার্তা পাওয়ার পরপরই তারা দ্রুত সাড়া প্রদান করতে পারবে।

২. **পূর্বাভাস সম্পর্কে জনগণের ধারণা**
বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় বিশেষ করে আইলার ক্ষেত্রে বিএমডি থেকে পূর্বাভাস পাওয়ার পর তারা নিজেরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। কারণ সেখানে পূর্বাভাস সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না। উপরন্তু, আইলার মতো এরকম কোন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি। তাই মানুষ আইলার ব্যাপকতা বুঝতে পারেনি। তাই ঐ এলাকার লোকদের সচেতনতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করা প্রয়োজন।

৩. **সতর্কতামূলক সংকেত সম্পর্কে অবগত নয়**
সতর্কতার সংকেতসমূহ প্রদান করা হলেও এ সময় কী কী করণীয় তা জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়।

৪. **অপসারণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়ের স্থানগুলো পূর্বনির্ধারিত নয়**
ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় জনগণের জন্য যদিও আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু তা দুর্যোগের সময় সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দুর্যোগের সময় নিরাপদ জায়গায় লোকজনদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র এবং কে কোথায় যাবে সেজন্য নির্দিষ্ট অপসারণ রাস্তা পূর্বেই নির্ধারণ করা দরকার।

৫. **প্রাথমিক চিকিৎসাসেবায় সমাজসেবক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পারদর্শী করা**
সমাজসেবক এবং স্বাস্থ্যকর্মিগণ প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। প্রাথমিক সাড়াদানের জন্য সম্ভাবনাময় এই ব্যাপকসংখ্যক লোকদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাদান করে তাদের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৬. **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি**
ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের বিষয়ে খুব শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। পূর্বপ্রস্তুতি বৃদ্ধির মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে সাড়াদান এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এসব কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১: দুর্যোগ পরিভাষা শব্দকোষ

অববাহিকা এলাকা

বৃষ্টির পানি কোন একটি নদীর প্রবাহ দ্বারা যতটুকু এলাকা প্লাবিত করে সেটাই হচ্ছে নদীর অববাহিকা। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদীর অববাহিকা এলাকা যথাক্রমে ৯০৭ x ১০৩ ব.কিমি., ৫৮৩ x ১০৩ ব.কিমি. এবং ৬৫ x ১০৩ ব.কিমি. যার মাত্র ৮% বাংলাদেশে। এই নদীগুলো দিয়ে ৯০ শতাংশের বেশি পানি ভারতসীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

জলবায়ু

জলবায়ু বলতে সাধারণত কোন একটি এলাকার গড় আবহাওয়া বা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের (মাস বা বছর) আবহাওয়ার পরিবর্তনের গড় অবস্থাকে বোঝায় । বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় সময়কে জলবায়ু নির্ধারণের আদর্শ সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আবহাওয়া পরিবর্তন সাধারণত তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা আবহাওয়ার মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তনকে বোঝায়। এই পরিবর্তন বেশ কিছু সময় ধরে হতে হবে (দশ বছর বা তার বেশি সময়)। প্রাকৃতিক বা মানবিক কিংবা ভূমি অপব্যবহারের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে থাকে।

দুর্যোগ

দুর্যোগ হল একটি মারাত্মক বা চরম পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি একটি কমিউনিটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে । এই ক্ষতি মোকাবিলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, কেননা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় যে, তা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না, বরং বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

বিপদসীমা

নদীর পানি যে সীমা অতিক্রম করলে বন্যায় শস্য ও ঘরবাড়ির ক্ষতি সাধিত হয়, তাকে বিপদসীমা বলে। যে এলাকায় নদীতে বাঁধ নেই ঐ এলাকায় বার্ষিক গড় বন্যার সীমাকে বিপদসীমা হিসেবে ধরা হয়। যেসব নদীতে বাঁধ রয়েছে সেখানে বাঁধের কিছুটা নিচে বিপদ সীমা নির্ধারণ করা হয়। বিপদসীমা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে । তাই এটা নিয়মিত যাচাই করা দরকার । আমাদের দেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র যাচাইয়ের এই কাজটি করে না।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

যেসব কাঠামোগত বা অবকাঠামোগত পদক্ষেপ দ্বারা প্রাকৃতিক বা প্রযুক্তিগত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা থামানো যায় তাকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলে। সাধারণত সমাজে কৌশলগত সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন দ্বারা দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো হয়ে থাকে।

পূর্বসতর্কীকরণ

পূর্বাভাস সতর্কীকরণ সিস্টেম এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিপদের মানচিত্র এবং এর তাৎপর্য, দুর্যোগ পূর্বাভাস এসব তথ্য জনগণ ও প্রশাসনের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেয় ।

ভূমিকম্প

ভূগর্ভস্থ ফাটলের চ্যুতি এবং তার ফলে ভূপৃষ্ঠের যে কম্পন এবং চ্যুতির ফলে ভূকম্পনঘটিত যে শক্তি নির্গমন হয় অথবা আগ্নেয়গিরির প্রভাবের ফলে ভূপৃষ্ঠের হঠাৎ যে পরিবর্তন হয় তাকেই ভূমিকম্প বলে।

বন্যা

বাংলাদেশের বন্যাকে সাধারণত মৌসুমি বন্যা, আকস্মিক বন্যা, স্থানীয় বন্যা, জলোচ্ছাসজনিত বন্যা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণত মৌসুমি ঋতুতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার প্রবাহিত ধারা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পানির স্তর বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মৌসুমপূর্ব বা মৌসুমপরবর্তী সময়ে

মেঘালয় কিংবা দেশের উত্তর-পূর্ব এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের কোন একটি অঞ্চলে স্বল্প সময়ে অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত হলে স্থানীয়ভাবে বন্যা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছাসজনিত বন্যা হয়ে থাকে।

বন্যা পূর্বাভাস

বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বৃষ্টিপাত, নদীর পানির উচ্চতা এবং স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বন্যা মৌসুমে সাধারণত অগ্রিম তিন দিনের পূর্বাভাস প্রদান করে হয়। বর্ষার শুরুতে যখন কোন কেন্দ্রের বিপদসীমার ৬০ সে.মি. নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে থাকে, তখন বন্যার পূর্বাভাস দেওয়া শুরু হয়। বন্যা পূর্বাভাস মডেলের ফলাফলের মাধ্যমে বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস দেওয়া হয়ে থাকে।

আপদ

আপদ এমন কিছু ঘটনা যার দ্বারা মানুষের জীবন, জীবিকা, সম্পদ ও পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পূর্বাভাস

ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এরকম তথ্যসম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিবৃতি। শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দুর্যোগ প্রশমন

সমাজ, এর মানুষ ও পরিবেশের উপর দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য দুর্যোগপূর্বকালীন নেওয়া পদক্ষেপসমূহ।

সমুদ্র সমতল

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (জোয়ারের সময় ব্যতীত) গড় সমুদ্র সমতলকে সমুদ্রসমতল বলে। সাধারণত ১২ মাসের তথ্যের ভিত্তিতে এটা নির্ণয় করা হয়। তবে এই তথ্য সংগ্রহের সময় আবহাওয়াজনিত অন্য প্রভাবকগুলো বাদ দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

এমন কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা যা জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূতাত্ত্বিক, জৈব সম্বন্ধীয় ইত্যাদি নানা ধরনের হতে পারে । তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলো দুর্যোগের ব্যাপকতা, বিশালতা, বেগ, গতি, সময় ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ।

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি

দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার, দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার ও এর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা।

মৌসুমি জলবায়ু

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত শীতল শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উষ্ণ আর্দ্র এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম আর্দ্র মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে বন্যা হয়ে থাকে।

পিএলএ

পিএলএ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষার ভিন্ন রূপ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামের নিরক্ষর জনগণের মানচিত্র অঙ্কন এবং আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

জনসচেতনতা

এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয় যাতে তারা কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারে।

জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্য

কোন তথ্য বা ঘটনার সমন্বিত গবেষণার ফলাফল যা জনগণকে দেওয়া হয়ে থাকে।

ঝুঁকি

কোন আপদ বা আপদসমূহ, বিপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাই হল ঝুঁকি। আপদের ঘনঘন উপস্থিতি এবং বিপন্নতা বৃদ্ধি কমিউনিটির মানুষের ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার আশঙ্কা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির আশঙ্কা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা হল কোন জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের ব্যক্তি বা পরিবারের কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

সতর্কতামূলক তথ্য

বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রতি বছর মৌসুমি ঋতুতে সতর্কতামূলক তথ্য দিয়ে থাকে। এই তথ্যগুলো সাধারণত নদীর পানির সীমা এবং এবং বিপদসীমাবিষয়ক তথ্য প্রদান করে থাকে। ক) স্বাভাবিক বন্যা: পানিপ্রবাহ যখন বিপদসীমার ৫০ সে.মি নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। খ) মধ্যম বন্যা: পানি যখন বিপদসীমার ৫০ সেমি. নিচ থেকে বিপদসীমার ৫০ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। গ) মারাত্মক বন্যা: পানি যখন বিপদসীমার ৫০ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রতিদিন এই তথ্যগুলো ই-মেইল, এফএফডব্লিউসি ওয়েবসাইট, পত্রপত্রিকা এবং রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

নদীর জলসীমা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারি বিভাগ নদীর পানির সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

আবহাওয়া

আবহাওয়া হচ্ছে বায়ুমন্ডলীয় প্রভাব যা মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা একটি স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার বায়ুমন্ডলের অবস্থা বোঝায়। আবহাওয়া অত্যন্ত গতিশীল এবং সদা পরিবর্তনশীল।

পরিশিষ্ট ২: ICS শব্দকোষ

শাখা : দুর্যোগে কাজ করার সময় ভৌগোলিক বিষয়সমূহ একটি সংস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে। অপারেশন ও লজিস্টিক বিষয়ক কার্যক্রম শাখা অফিস থেকে পরিচালিত হবে ।

নির্দেশ : সরাসরি নির্দেশনা, আদেশ, নিয়ন্ত্রণ,স্পষ্ট ধারণা, কর্তৃত্ব ও সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে ।

নেতৃতাধীন কর্মিবৃন্দ: তথ্য কর্মকর্তা, লিয়াজোঁ কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়ে কমান্ড স্টাফ গঠিত। তারা সরাসরি ইনসিডেন্ট কমান্ডারকে রিপোর্ট প্রদান করবে এবং তাদের সহকারীও থাকতে পারে। কমান্ড স্টাফের অধীনে সহায়তাকারী কাঠামো থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে ।

সহযোগী এজেন্সি: সহযোগী সংস্থা সহায়তার পাশাপাশি সরাসরি তদারকি, রেসকিউ, সহযোগিতা সেবা এবং দুর্যোগ/ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। যেমন: রেডক্রস, আইন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন কোম্পানিসমূহ ইত্যাদি ।

ডেপুটি: ডিবিআর (IC)-এর অনুপস্থিতিতে সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন ডেপুটি থাকতে পারে এবং তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও অপারেশনকাজ পরিচালনা করবেন । কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেপুটি আবার ত্রাণ বিতরণের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন।

প্রেরণ/আদানপ্রদান: কোন সিদ্ধান্ত বা জনবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আদানপ্রদান করা।

বিভাগ: ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগত কারণে কোন দুর্যোগে দ্রুত সাড়াদানে বিভিন্ন বিভাগ করা যেতে পারে। অপারেশন চিফ সম্পদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বিভাগ করতে পারেন । একটি বিভাগ ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম সঙ্গে থাকবে এবং টাস্ক ফোর্স ও শাখার মধ্যে অবস্থিত হবে।

জেনারেল স্টাফ: জেনারেল স্টাফ গ্রুপের সদস্যরা ইনসিডেন্ট কমান্ডারকে রিপোর্ট করবেন। প্রয়োজনভেদে তাদের প্রত্যেকের একজন করে ডেপুটি থাকতে পারে । অপারেশন শাখার প্রধান, পরিকল্পনা শাখার প্রধান, লজিস্টিক শাখার প্রধান এবং অর্থ ও প্রশাসন শাখার প্রধান দ্বারা জেনারেল স্টাফ গ্রুপ গঠিত হয়।

ঘটনা/দুর্যোগ: মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান, প্রতিরোধ, মানুষের জীবন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি কমানো ।

ইনসিডেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান: দুর্যোগে সাড়াদান করার জন্য উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সামগ্রিক ঘটনার কৌশল ও দিক আগে নির্ধারণ করা হয়। এই অ্যাকশন প্ল্যান লিখিত বা মৌখিক দুই ধরনের হতে পারে। যদি লিখিত রিপোর্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিছু সংযুক্তি থাকবে । যেমন: ঘটনার উদ্দেশ্যসমূহ, সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রাপ্তের তালিকা, ঘটনার বেতারযোগাযোগ পরিকল্পনা, বিভাগীয় দায়িত্ব প্রাপ্তের তালিকা, চিকিৎসাসেবা পরিকল্পনা, নিরাপত্তা পরিকল্পনা মানচিত্র ইত্যাদি ।

ইনসিডেন্ট বেজ : প্রাথমিক লজিস্টিক সরবরাহের কার্যক্রম, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কাজগুলো ইনসিডেন্ট বেজ অনুযায়ী হয়ে থাকে । প্রয়োজন অনুযায়ী ICP ও অন্যান্য সুবিধার্থে ইনসিডেন্ট বেজ সহ অবস্থানে কাজ করে ।

ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম: নীতিমালা , সুবিধাসমূহ, সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী দুর্যোগ মোকাবেলায় যোগাযোগরক্ষা, সেইসঙ্গে উদ্দেশ্য, কর্মীদের দায়িত্বসমূহের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সমন্বয়ে ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম গঠিত।

ইনসিডেন্ট কমান্ডার (IC): সকল ঘটনার কাজ বা অপারেশন এককভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ইনসিডেন্ট কমান্ডারের।

ইনসিডেন্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি: ইনসিডেন্ট কমান্ডার এবং অন্যান্য যোগ্য কমান্ড স্টাফদের সমন্বয়ে ইনসিডেন্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালিত হয়।

দুর্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ : দুর্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

মবিলাইজেশন: কোন দুর্যোগে সমর্থন বা সাড়াদানে স্থানীয় পর্যায়ে সক্রিয়করণ, একত্রীকরণ, সম্পদের পরিবহন ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়া ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়: ঘটনা/দুর্যোগের প্রভাবের প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগে সাড়াদান ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একত্র হয়। এটি ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেমের কোন অংশ নয় এবং ঘটনা/দুর্যোগের কোন কৌশলের সঙ্গে যুক্ত নয়।

পরিচালনা/অপারেশন সময়: কোন ঘটনা/দুর্যোগের সময়, কৌশলগত পদ্ধতি ইত্যাদির কার্যধারা ইনসিডেন্ট অ্যাকশন প্ল্যানে উল্লিখিত থাকে । অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিভিন্ন রূপ হলেও ২৪ ঘণ্টাকে অতিক্রম করে না ।

ওভারহেড: দুর্যোগকালে কর্মকর্তা পদে যেসব কর্মী নির্দিষ্ট করা থাকবেন তারা হলেন পরিচালকবৃন্দ, ইনসিডেন্ট কমান্ডার, কমান্ড স্টাফ, সাধারণ কর্মী এবং ইউনিট লিডার।

পরিকল্পনা সভা: দুর্যোগচলাকালে প্রয়োজনে পরিকল্পনাসভা করা যেতে পারে । দুর্যোগে সাহায্য, সেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কৌশলগত পদ্ধতি পরিকল্পনা ঠিক করে রাখা যাতে কোন ঘটনা পরিচালনাকালে নিয়ন্ত্রণ থাকে ।

সম্পদসমূহ : ১) কর্মীগণ, সরঞ্জাম, সেবা ও সরবরাহের প্রাপ্যতা ২) এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: কাঠ, জলবিভাজনের মাত্রা, বিনোদন এবং গবাদি প্রাণীর আবাসভূমি ।

স্টেগিং/কার্যক্রম এলাকা : কোন ঘটনা/দুর্যোগের অবস্থান এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেন ২/৩ মিনিটের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত সম্পদ পাওয়া যায়। মূলত অপারেশন বিভাগ স্টেগিং/কার্যক্রম এলাকা পরিচালনা করে থাকে ।

কৌশল: দুর্যোগে সাড়াদান ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

টাস্ক ফোর্স: একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য একজন লিডার ও অন্য কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত দল ।

ইউনিট: একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা দুর্যোগের উপাদান হিসেবে পরিকল্পনা, লজিস্টিক এবং আর্থিক কার্যক্রম সংগঠনের দায়িত্ব পালনকারী ।

পরিশিষ্ট ৩: আপদ তথ্যপ্রাপ্তির উৎস ও গন্তব্য

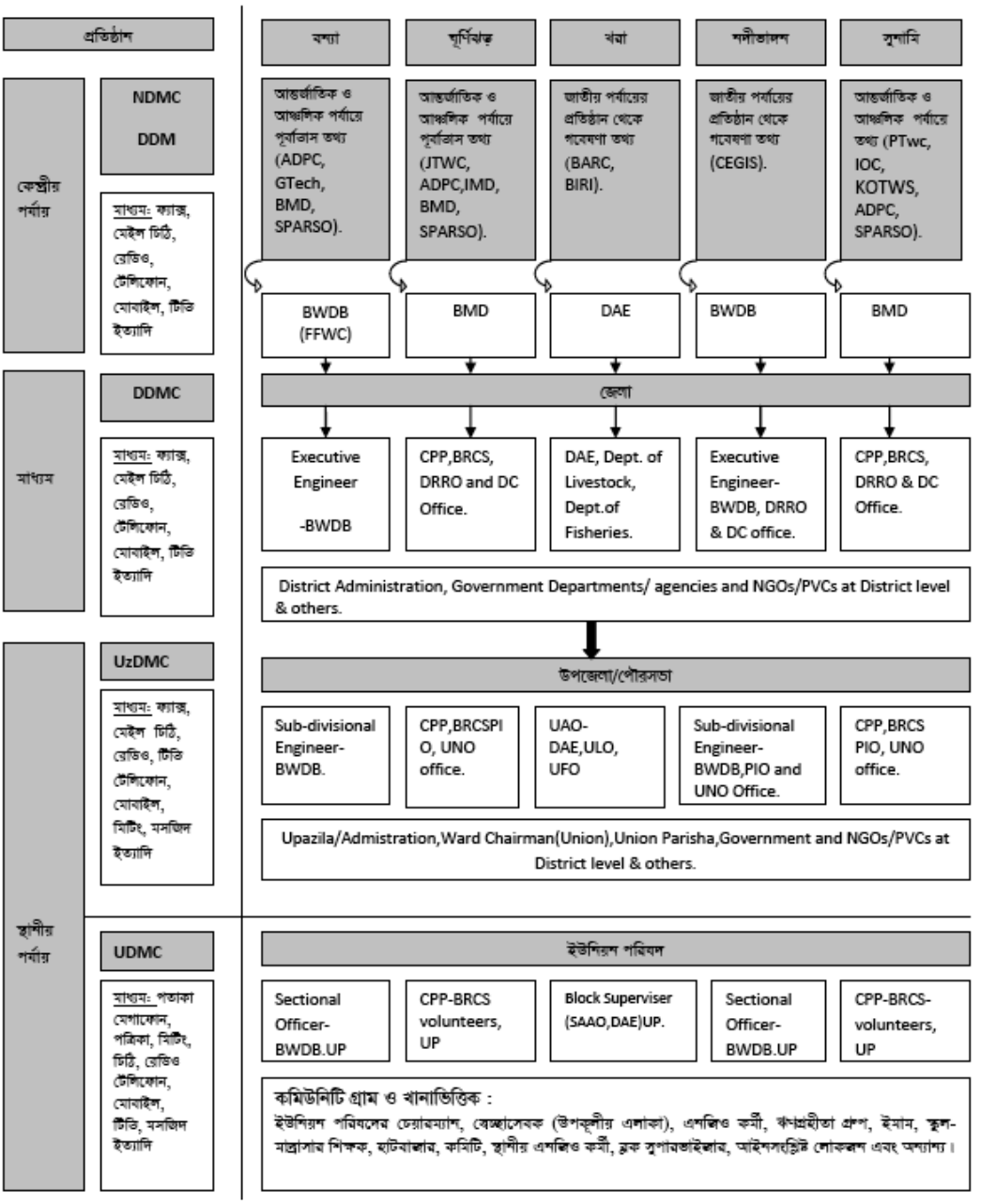

পরিশিষ্ট ৪: দুর্যোগে সাড়াদানের সময়তালিকা ম্যাট্রিক্স

সাড়াদানের সময়	শাখা অফিস	উপজেলা অফিস	আঞ্চলিক অফিস	প্রধান কার্যালয়
২৪ ঘণ্টার মধ্যে				
৭২ ঘণ্টার মধ্যে				
১ সপ্তাহের মধ্যে				
১ মাসের মধ্যে				

পরিশিষ্ট ৫: পরিকল্পনার ওয়ার্কশিটসমূহ

উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে	কাজের ধাপ সমূহ (দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা)	দায়িত্বসমূহ
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		
১ ২ ৩ ৪		

পরিশিষ্ট ৬ : ICS দায়িত্ব এবং কর্তব্য

১) ইনসিডেন্ট কমান্ডার (IC)

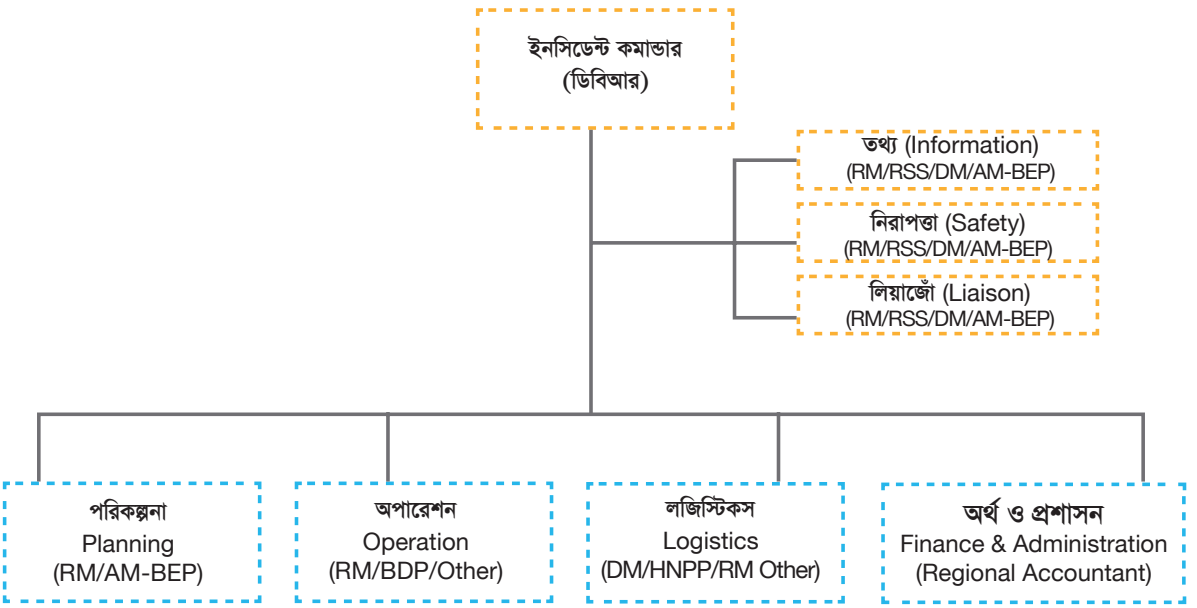

ডিবিআর (DBR) সংঘটিত দুর্যোগের ইনসিডেন্ট কমান্ডার (IC) হিসেবে কাজ করবেন এবং দুর্যোগের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। দুর্যোগের সময় একজন IC সকল ধরনের একক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ডিবিআরের/ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) একজন ডেপুটি থাকবেন, যিনি ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির (আর,এম/আর,এস,এস/ডি,এম/এম) সবচেয়ে সিনিয়র কর্মী হবেন। তিনি ICS কাঠামো অনুসারে আঞ্চলিক, এলাকা এবং শাখা পর্যায়ে কাজ করতে পারবেন। তিনি IC-র সমযোগ্যতাসম্পন্ন হবেন এবং যে কোন ধরনের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

দুর্যোগে আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকার জন্য কেবল একটি একক সাংগঠনিক নির্দেশনা কাঠামো স্থাপন করা হবে। একক সাংগঠনিক নির্দেশনা কাঠামোর ধারণা হল, এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দল, যা কোন একটি দুর্যোগে এক বা একাধিক আঞ্চলিক কার্যালয় বা তার নিকটস্থ আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত কাজ করবে ।

ক. ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব রয়েছে :
১) সার্বিক অবস্থা যাচাই করা এবং পূর্ববর্তী IC- র সংক্ষিপ্ত বিবরণ জেনে নেওয়া (উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল- UDMT)
২) ঘটনার উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা।
৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা।
৪) একটি যথাযথ কমান্ড পদ (IC) তৈরি করা।
৫) একটি যথাযথ ইনসিডেন্ট কমান্ডার কাঠামো করা।
৬) প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাসভা নিশ্চিত করা।
৭) প্রধান কার্যালয় থেকে নিয়মিত আবহাওয়ারবার্তা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ করা।
৮) দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া।
৯) সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১০) কমান্ড স্টাফ এবং জেনারেল স্টাফদের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১১) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য কর্মীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১২) ভবিষ্য তহবিলের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।
১৩) অতিরিক্ত তহবিলের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া।
১৪) DDMC/UzDMC-কে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অবহিত করা।
১৫) কমিউনিটির লোকজন, ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
১৬) সংবাদমাধ্যমগুলোকে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন/ক্ষমতা প্রদান।

খ. ইনসিডেন্ট কমান্ডারের দায়িত্ব ও কাজগুলো পুনরালোচনা করা:

১) ইনসিডেন্ট কমান্ড (Incident Command) পদ গঠন করা :

প্রাথমিকভাবে, ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) যেখানে অবস্থান রয়েছে, সেখানে তার অবস্থান হবে (যেমন: আঞ্চলিক অফিস)। দুর্যোগের পর নির্ধারিত জায়গায় অবস্থান করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন।

ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়স্থল থাকবে যেখানে ইনসিডেন্ট কমান্ডার, কমান্ড স্টাফ এবং পরিকল্পনাবিষয়ক কার্যপ্রণালি পরিচালনা করা হবে। দুর্যোগের উপর ভিত্তি করে সাধারণ স্টাফগণ অন্য জায়গা থেকে কার্যক্রম সম্পাদনা করতে পারবেন। তবে তাদেরকে বিভিন্ন পরিকল্পনাসভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং IC-র সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।

ইনসিডেন্ট কমান্ডার (IC) পদটি সুবিধাপূর্ণ ও উপযুক্ত যে কোন অবস্থানে হতে পারে। যেমন: শাখা কার্যালয়, এলাকা কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, তাঁবু, ফাঁকা জায়গা অথবা দালানের যে কোন কক্ষ। ICS সংগঠিত করার পরে প্রয়োজন ছাড়া অন্যত্র স্থানান্তর করা উচিত নয়।

তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ

সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা :

- দুর্যোগে পতিত লোকজন
- সাড়াদানকারীদের
- জরুরি কাজে নিয়োজিত অন্য কর্মীদের

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হল ঘটনার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, জানমাল রক্ষা করা এবং জরুরি খাদ্য ও চিকিৎসাসরবরাহ নিশ্চিত করা।

ইনসিডেন্ট কমান্ডার (IC)-এর অত্যাবশ্যক কাজ হল

- কর্মীদের ও জনগোষ্ঠীর জীবনের নিরাপত্তা
- জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা
- নির্দেশ পরিচালনা করা
- ব্যয়সাশ্রয়ী ও কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ঘটনার উদ্দেশ্য, কৌশল এবং পদ্ধতিগত নির্দেশনা নির্ধারণ

ঘটনার উদ্দেশ্য

ঘটনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) অন্যতম দায়িত্ব। ঘটনার উদ্দেশ্যসমূহ মূলত সামগ্রিক ঘটনার তথ্যের বিবৃতি প্রদান করে। আবার কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যসমূহ সঠিক সময়ে সম্পাদনে সমস্যা হয়। সমস্ত ঘটনার উদ্দেশ্যসমূহ পরিমাপযোগ্য হতে হবে ।

যথাযথ কৌশল তৈরি করা

কৌশল একটি সাধারণ পদ্ধতি যা কোন ঘটনার উদ্দেশ্যে অর্জনে একক বা সমন্বিত তথ্য দেয়।

কৌশলগত নির্দেশনা

কোন একটি ঘটনা মোকাবেলায় কৌশলসমূহ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য সাধারণত কৌশলগত নির্দেশনায় উল্লেখ থাকে। ইনসিডেন্ট কমান্ডার বা অপারেশন সেকশন চিফ (আরএম, মাইক্রোফিন্যান্স অথবা অন্য কর্মসূচি) যিনি দায়িত্বে থাকবেন, তিনি কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। অন্যথায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা পর্যায়ের শাখা অফিস বা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ম্যানেজারদের সঙ্গে সমন্বয় করে ঘটনার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করবেন ।

কৌশলগত নির্দেশনাতে নিম্নলিখিত ধাপগুলি রয়েছে:

কৌশল নির্ধারণ : কৌশলগত পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়। অপারেশনকার্য পরিচালনার জন্য এই কৌশলসমূহ তৈরি করা হয় ।

সম্পদ নির্ধারণ : যথাযথ সম্পদ ও জনবল নির্ধারণে কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা ।

নিরীক্ষণ দক্ষতা: নির্ধারিত কৌশল এবং সম্পদ এই কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট ও যথাযথ কি না তা অবলোকন করা হয়।

দুর্যোগ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও অবলোকন : প্রাথমিকভাবে ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) একটি কর্তব্য হল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা । পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ সময় নিয়ে করা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা। কাজেই কার্যকর পরিকল্পনাপ্রক্রিয়া জানা এবং তদনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈঠক: ঘটনার উদ্দেশ্যে অর্জনে সামগ্রিক পরিকল্পনাপ্রক্রিয়া এবং সভা অপরিহার্য । অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় নিয়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। আবার পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। কাজেই কার্যকর পরিকল্পনাপ্রক্রিয়া জানা এবং তদনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে স্বপ্রণোদিত পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই জরুরি।

দুর্যোগের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অনুমোদন : আইসিএস-এর মাধ্যমে দুর্যোগসম্পর্কিত অ্যাকশন প্ল্যান করা হবে। অ্যাকশন প্ল্যান লিখিত বা মৌখিক দু ধরনের হতে পারে । দুর্যোগ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হলে লিখিত অ্যাকশন প্ল্যান দিতে হবে ।

অতিরিক্ত সামগ্রী বা সম্পদ রিলিজের জন্য অনুমোদন : ছোট মাত্রার দুর্যোগের ক্ষেত্রে IC নিজেই প্রয়োজনীয় সম্পদের তালিকা তৈরি করবেন এবং তা অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে পাঠাবেন। যদি কোন কারণে তিনি যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার অনুমোদন দিতে পারবেন। যদি দুর্যোগের আকার বড় এবং জটিল হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদের জন্য লজিস্টিকস শাখার প্রধানকে দায়িত্ব দিতে হবে ।

গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের অনুমোদন: বর্তমান সময়ে মিডিয়াগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কাজেই দুর্যোগসম্পর্কিত ঘটনার তথ্যসমূহ মিডিয়াতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এর অন্যতম দায়িত্ব।

গ) একজন সক্রিয় ইনসিডেন্ট কমান্ডারের (IC) বৈশিষ্ট্য

ইনসিডেন্ট কমান্ডার স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে দৃশ্যমান ব্যক্তি। একজন সক্রিয় ইনসিডেন্ট কমান্ডারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

- কমান্ড প্রত্যক্ষতা
- আইসিএস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা
- দক্ষ ম্যানেজার
- সর্বাগ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- স্বপ্রণোদিত কার্যক্ষমতা
- নিষ্পত্তিমূলক মানসিকতা
- সুস্পষ্ট লক্ষ্য

- স্থির মানসিকতা
- প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
- ভালো সংবাদদাতা
- সহনীয় ও নমনীয়
- রাজনৈতিক দিক থেকে বিচক্ষণ

২) কমান্ড স্টাফ

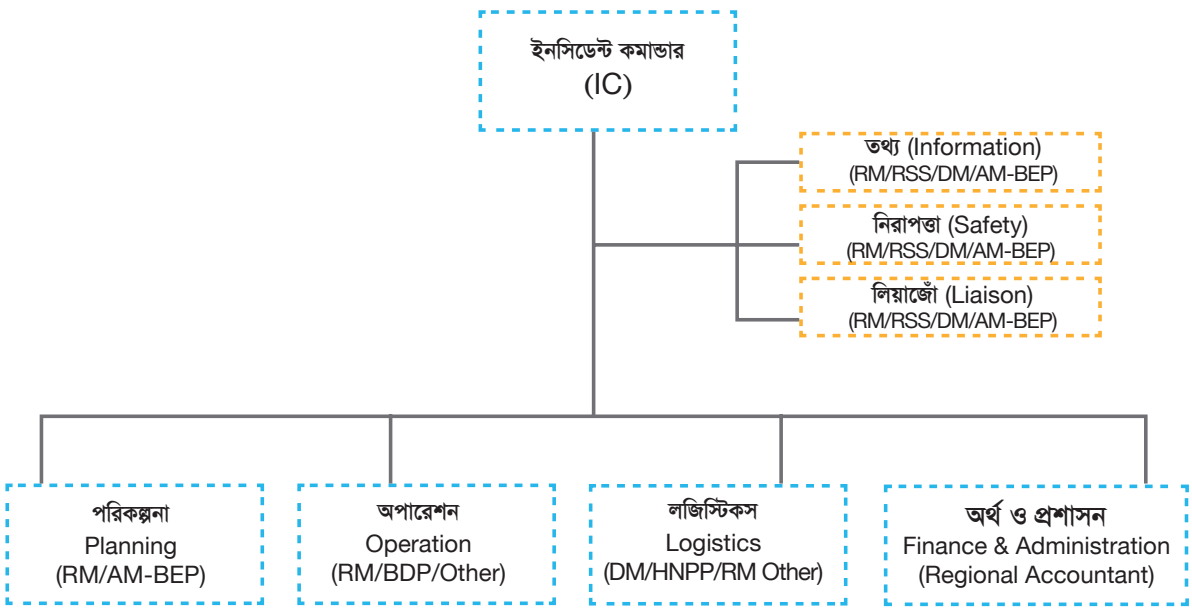

যতক্ষণ না কমান্ড স্টাফ প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসিডেন্ট কমান্ডারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব রয়েছে ।

- জনসংযোগ ও মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ।
- সহযোগী সংস্থাগুলোর সঙ্গে (DDMC, UDMC, UzDMC, NGO) সঙ্গে সমন্বয় করা।
- নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

যে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে উল্লিখিত কোন একটি কাজের দায়িত্ব IC-র কাজের সময় নষ্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রে এসব কাজের জন্য যত দ্রুত সম্ভব পদমর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া প্রয়োজন।

নোট: এখানে উল্লেখ্য যে, কমান্ড স্টাফ পদগুলো (পরিকল্পনা, অপারেশন, লজিস্টিকস, অর্থ ও প্রশাসন) সাধারণ পদ থেকে ভিন্ন হবে।

ক) তথ্য কর্মকর্তা (RM-BDP-Others)

তথ্য কর্মকতার্র কাজ হল দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদমাধ্যম থেকে প্রকাশিত দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা অন্যান্য সংস্থা থেকে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করে তার প্রচার নিশ্চিত করা।

একাধিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে একক নির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য পৃথক দুর্যোগের জন্য পৃথক তথ্য কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে তিনি তার সহযোগী বা প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজের সমন্বয় করতে পারেন।

নিম্নলিখিত কারণে IC একজন তথ্য কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করবেন

- দুর্যোগের সংবেদনশীল তথ্য প্রদানের জন্য।
- গণমাধ্যম কর্মী এবং অনান্য সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সহায়তা করার জন্য।
- ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে একাধিক উৎস থেকে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য।
- জনগণকে সাবধান ও সতর্ক থাকার নির্দেশবার্তা প্রদানের জন্য।

তথ্য কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাজ করার জন্য নিজের অবস্থান নির্ধারণ করবেন।

- তথ্য প্রদর্শন, ছাপানো ও বিতরণের প্রয়োজন হতে পারে।
- ভ্রমণ ও ছবিসংগ্রহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) লিয়াজোঁ কর্মকর্তা এবং সংস্থার প্রতিনিধি (RM/DM/RSS/AM-BEP)

ঘটনাটি বৃহৎ আকারের এবং বিভিন্ন অঞ্চল দুর্যোগে আক্রান্ত হলে তখন কমান্ড স্টাফের জন্য লিয়াজোঁ কর্মকর্তা পদ দরকার হতে পারে । নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন হয় :

- যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যাকের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে তাদের সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে বা করতে চায়।
- যখন IC সময়ের কারণে বিভিন্ন সংস্থা অথবা অন্যান্য আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না।
- দুর্যোগটি দুই বা ততোধিক এলাকায় সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখন ঐ ঘটনা সরজমিনে পরিদর্শন করতে হলে।

গ) নিরাপত্তা কর্মকতা (RM/DM/RSS/AM-BEP)

নিরাপত্তা কর্মকর্তার দায়িত্ব হল যেসব ব্র্যাককর্মী দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কাজ করবেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দুর্যোগের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা এবং অনিরাপদ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।

কেবল একজন কর্মী একটি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে এই পদের দায়িত্বে থাকবেন। প্রয়োজন হলে তিনি সহযোগী নিয়োজিত করতে পারেন।

IC-র নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা যে কোন অনিরাপদ পরিস্থিতিকে নিরাপদ অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন কর্মীর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জরুরি পরিস্থিতিতে যে কোন কার্যক্রম সরাসরি বন্ধ করে দিতে পারেন।

৩. আইসিএস-এর সাধারণ পদসমূহ

জেনারেল স্টাফ পদসমূহের মধ্যে রয়েছে :

ICS-এর সাধারণ পদসমূহ নিম্নরূপ:

ক) অপারেশন শাখাপ্রধান
খ) পরিকল্পনা শাখাপ্রধান
গ) লজিস্টিকস শাখাপ্রধান
ঘ) অর্থ ও প্রশাসন শাখাপ্রধান

ক) অপারেশন শাখা (RM BDP/Other)

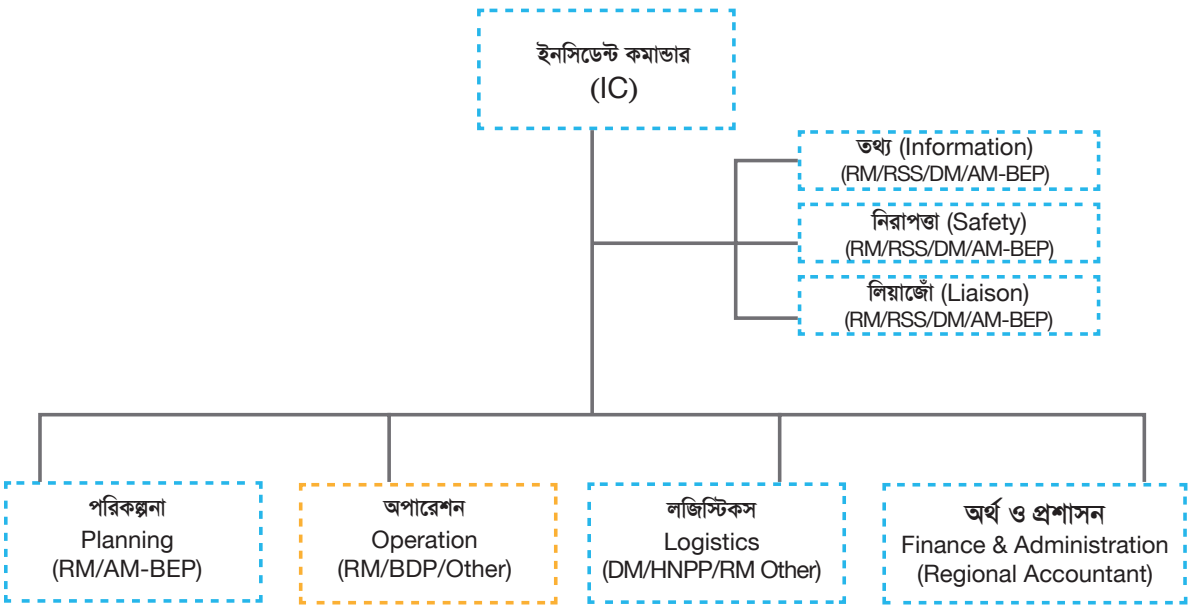

অপারেশন শাখাপ্রধানের দায়িত্ব হল দুর্যোগের সকল ধরনের অপারেশনের কৌশলগত দিক ও ব্যবস্থাপনা ঠিক করা । এই শাখাটিতে মূলত দুর্যোগ পরিস্থিতির সময়সীমার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কৌশল ঠিক করা হয়।

অপারেশন শাখাটি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ঠিক কখন গঠিত হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। দুর্যোগ পরিস্থিতির যদি ব্যাপক অবনতি হয় বা পরিস্থিতি যদি বেশ জটিল হয় সেক্ষেত্রে IC তার প্রয়োজনমাফিক এই শাখাটি গঠন করবেন এবং এটাই হতে পারে ICS-এর গঠন করা, প্রথম শাখা। অথবা পরিস্থিতিসাপেক্ষে IC স্বয়ং এই শাখার কার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং অন্যান্য সকল শাখা (পরিকল্পনা, লজিস্টিকস, অর্থ ও প্রশাসন) গঠনের পর এই শাখা গঠন করতে পারেন। এই শাখাটি মূলত ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা, উদ্ধার ইত্যাদি কাজ কৌশলগতভাবে পরিচালনা করবেন।

খ) পরিকল্পনা শাখা (RM/AM-BEP)

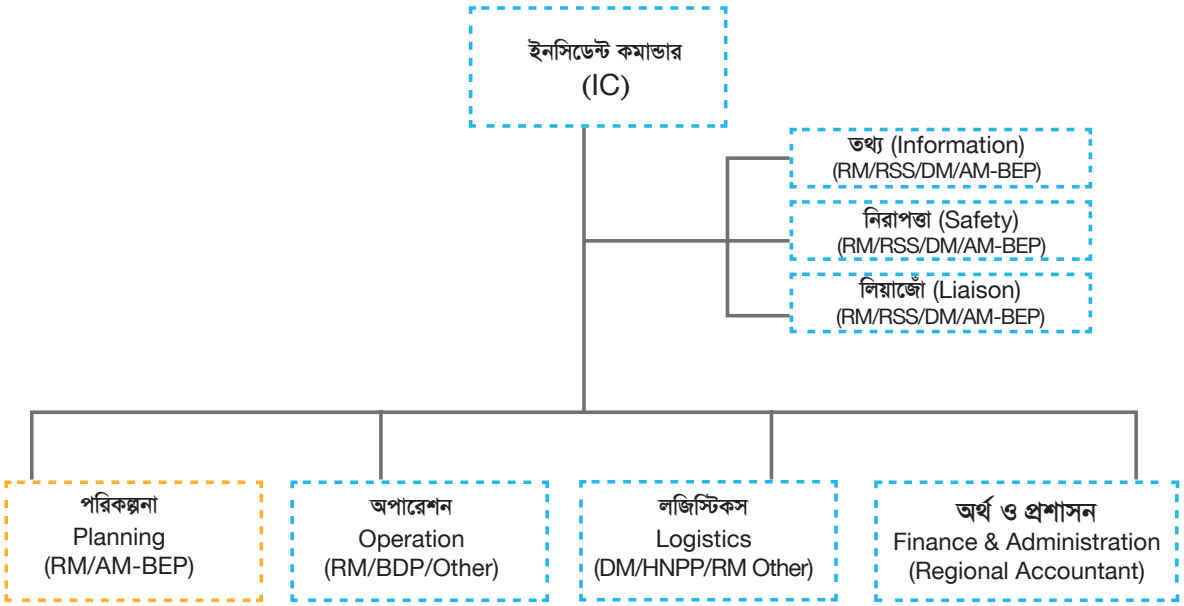

ICS-এর পরিকল্পনা বিভাগ দুর্যোগের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। ICS কার্যকর হওয়ার পর থেকে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ব্র্যাকের একজন কর্মী (RM/AM-BEP) এই শাখার প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিকল্পনা শাখার প্রধান সকল তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করবেন এবং দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা, মানচিত্র বা প্রদর্শন বোর্ডের মাধ্যমে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে আবার পরিকল্পনা শাখার জন্য অস্থায়িভাবে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের সংযুক্ত করতে হয়। এদের বলা হয় কারিগরি/টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ। প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা হলেন :

- রসায়নবিদ
- পানিবিদ
- ভূতত্ত্ববিদ
- আবহাওয়াবিদ
- প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ

দুর্যোগের উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হতে পারে। পরিকল্পনা শাখার অধীনে প্রয়োজনে ৪ ধরনের বিভাগ থাকতে পারে:

- সম্পদ বিভাগ
- পরিস্থিতি বিভাগ
- অবলোকন-মূল্যায়ন ও নথিকরণ বিভাগ
- কর্মী প্রত্যাহার ও বিলুপ্তি বিভাগ

এই শাখার প্রধান নির্ধারণ করবেন কখন এই বিভাগগুলো কার্যকর হবে এবং কখন তা প্রত্যাহার করা হবে। যদি কোন কারণে কোন একটি বিভাগ না গঠিত হয় সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা শাখার প্রধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করবেন। ICS-এ উল্লিখিত সকল বিভাগীয় প্রধানের কিছু সাধারণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল। (উল্লেখ্য যে, এই দায়িত্বগুলো নিম্নের আর কোন বিভাগের জন্য পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হল না। সকল বিভাগের জন্য এই দায়িত্বগুলো প্রযোজ্য।

- বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে কাজের নির্দেশনা নেওয়া।
- যখন প্রয়োজন বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসভায় অংশগ্রহণ করা।
- বিভাগীয় কার্যক্রমের চলমান অবস্থা নির্ণয় করা।
- কর্মী এবং অন্যান্য সম্পদের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় লিপিবদ্ধ করা।
- কর্মীদের ও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া।
- কর্মীদের ও সম্পদের জবাবদিহিসংক্রান্ত নিরাপত্তার বিধানগুলো পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।
- বিভাগগুলোর বিলুপ্তি এবং সরবরাহযোগ্য দ্রব্যের মজুদ তত্ত্বাবধান করা।
- যেসব দ্রব্য/সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং যেগুলোর আরও প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে সরবরাহ বিভাগের প্রধানকে তালিকা প্রদান করা।
- বিভাগীয় সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

সম্পদ বিভাগ

এই বিভাগ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল ধরনের প্রাথমিক ও সাহায্যকারী সম্পদের অবস্থা নিরূপণ করবে:

- সকল সম্পদের প্রবেশ দেখাশোনা করা।
- সকল সম্পদের চলমান অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ের জন্য একটি পর্যবেক্ষণপদ্ধতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
- একটি মাস্টার রোল তালিকা তৈরি করা যেখানে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, প্রাথমিক ও সাহায্যকারী কর্মী ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করা।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ/অবস্থা বিভাগ:

আবহাওয়া বা দুর্যোগসংশ্লিষ্ট তথ্যসংগ্রহ, পরিমার্জন এবং সমস্ত ঘটনার তথ্যবিন্যাস, অবস্থা ইত্যাদি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ/অবস্থা ইউনিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । সেইসঙ্গে এর উপর ভিত্তি করে দুর্যোগের সম্ভাব্য উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, মানচিত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রস্তুত করা। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান কার্যালয়ের (DECC) তত্ত্বাবধানে এই কাজগুলো সম্পাদিত হবে। জটিল পরিস্থিতিতে একটি ইউনিট পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

- প্রদর্শন বোর্ড তৈরি: মাঠ পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ইত্যাদি মাধ্যম থেকে দুর্যোগসংক্রান্ত সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা করা।
- মাঠ পর্যবেক্ষণ : মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা।
- আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ : চলমান আবহাওয়ার পরিস্থিতির তথ্য ও এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য আবহাওয়াবিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

অবলোকন-মূল্যায়ন ও নথিকরণ বিভাগ

অবলোকন-মূল্যায়ন ও নথিকরণ বিভাগ দুর্যোগের শুরু থেকে ঘটনাকাল পর্যন্ত সকল নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অনুলিপিসংক্রান্ত সকল তথ্য ডকুমেন্টেশন ইউনিট প্রদান করবে । যে কোন আইনগত, গবেষণা, পরবর্তী (ইতিহাসগত) প্রয়োজনে এসব তথ্য ব্যবহার করা হবে।

সি) লজিস্টিকস শাখা (HNPP/Others) :

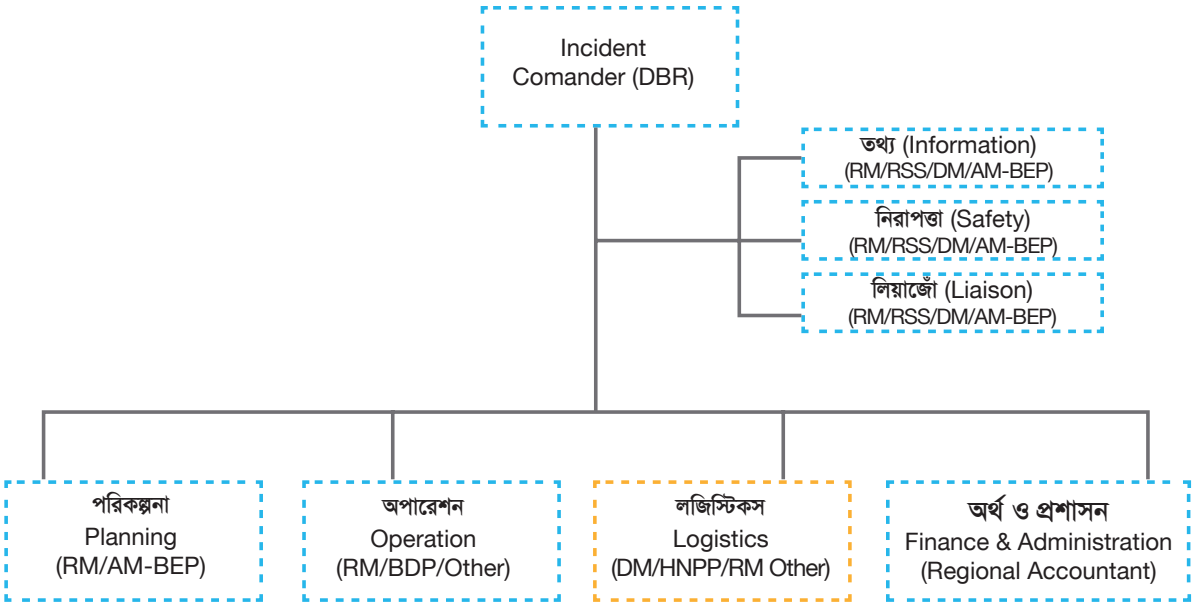

লজিস্টিক শাখা দুর্যোগের জন্য যা যা প্রয়োজন তা প্রদান বা সরবরাহ করবে । লজিস্টিক শাখার কাজের ক্রেগুলো হল:

- সরঞ্জাম সুবিধাদি
- পরিবহন
- যোগাযোগ
- সরবরাহ
- যাবতীয় লজিস্টিক ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ
- খাদ্য সরবরাহ
- চিকিৎসাসেবা
- সম্পদের জোগান

এই শাখার প্রধান লজিস্টিক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার জন্য তার প্রয়োজন অনুযায়ী একজন ডেপুটিকে নিয়োজিত করতে পারেন তখনই, যখন এই শাখার প্রতিটি বিভাগ স্থাপন ও কার্যকর করা হবে। যদি দুর্যোগের মাত্রা ব্যাপক হয় বা যদি বড় ধরনের সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এই শাখাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা: সেবা বিভাগ এবং সাহায্য বিভাগ। লজিস্টিকস শাখার প্রধানের অধীন ব্র্যাকের শাখা ব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মীকে এই বিভাগগুলোর দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিক উপায়ে সম্পাদনের জন্য এই শাখাটি গঠন করা হয়। এই শাখার অধীনে নিম্নলিখিত ছয়টি ইউনিট স্থাপন করা হয় :

- সরবরাহ ইউনিট
- সেবা সুবিধা ইউনিট
- মাঠপর্যায়ের ইউনিট / গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইউনিট
- যোগাযোগ ইউনিট
- খাদ্য ইউনিট
- চিকিৎসা ইউনিট

লজিস্টিক শাখার প্রধান প্রয়োজনে ইউনিট কার্যকর বা বাতিল করতে পারবেন । যদি কোন বিভাগের কাজ শুরু না হয় সেক্ষেত্রে লজিস্টিকস শাখা প্রধান উক্ত বিভাগের কাজের দায়িত্ব পালন করবেন।

মাঠপর্যায়ের ইউনিট/ গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইউনিট

প্রাথমিকভাবে মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা ইউনিট দুর্যোগসংশ্লিষ্ট সকল ধরনের যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ বা অন্য কোন সম্পদের পরিবহনের ব্যবস্থা ও পরিবহন পরিকল্পনা করবে।

লজিস্টিক ম্যানেজার, সেবা, মেরামত, যানবাহন, সরঞ্জাম ইত্যাদির রিপোর্ট মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা ইউনিটপ্রধানকে প্রদান করবেন।

যোগাযোগ ইউনিট

যোগাযোগ ইউনিট দুর্যোগের পরিকল্পনা উন্নয়ন, সেবাসমূহ ,বিতরণ, যোগাযোগ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে ।

খাদ্য ইউনিট :

যেসব স্থান/ক্যাম্প থেকে ICS-এর কাজ পরিচালিত হচ্ছে সেসব স্থানে (বিশেষ করে দুর্গম এলাকায়) কর্মীদের জন্য খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা, যাতে স্বল্প সময়ে সুবিধাজনকভাবে কাজ সম্পাদন করা যায়।

খাদ্য সরবরাহের প্রতুলতার উপর পরিকল্পনা প্রয়োজন । পরিকল্পনা ইউনিট, সম্পদ বিভাগের সঙ্গে কাজ করার সময় অবশ্যই খাদ্য ইউনিটের সমস্ত ঘটনার জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং কতজনের খাদ্য সরবরাহ করতে পারবে তার পরিকল্পনা করতে হবে ।

খাদ্য ইউনিট সেবা ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে খাদ্য সরবরাহ বা বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ধারণ করবে । সরবরাহ ইউনিট খাদ্যের জোগান বা অর্ডার দেবে এবং গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইউনিট পরিবহনে সহায়তা করবে ।

চিকিৎসা ইউনিট

দুর্যোগের সকল ধরনের চিকিৎসা সেবাসংক্রান্ত বিষয় চিকিৎসা ইউনিটের দায়িত্ব। এ ইউনিট দুর্যোগের চিকিৎসাসংক্রান্ত প্ল্যান (দুর্যোগের অ্যাকশন প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে) ; জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসাসেবাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা তৈরি করবে। এ ছাড়াও চিকিৎসকদল ও অপারেশনদল পাঠাবে ।

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণকে জরুরি সহায়তা প্রদানে মেডিকেল সহায়তা প্রদান করবে এবং এই কার্যক্রম লজিস্টিক শাখার চিকিৎসা ইউনিট দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অপারেশন ইউনিট দ্বারা পরিচালিত হবে ।

ঘ) অর্থ /প্রশাসন শাখা (আঞ্চলিক হিসাবরক্ষক):

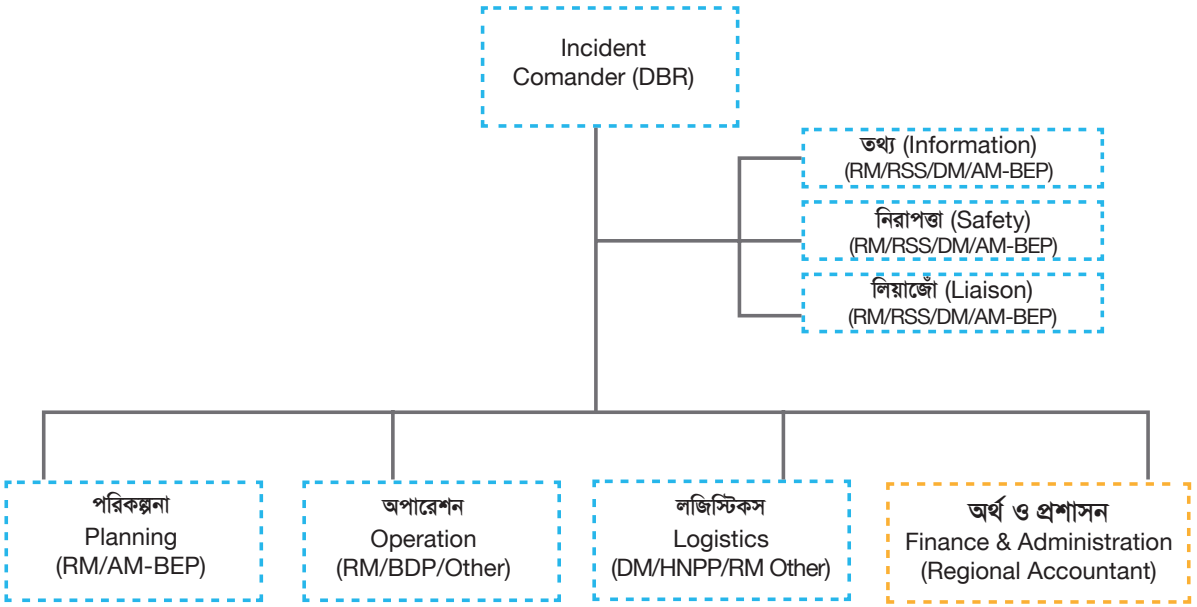

দুর্যোগের সকল হিসাবসংক্রান্ত বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্থ প্রশাসন শাখার । সব ধরনের দুর্যোগের জন্য অর্থ প্রশাসন শাখা স্থাপিত হবে না। বিশেষ প্রয়োজনে এই শাখাটি স্থাপিত হবে। যদি কখনও কোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কেবল ব্যয়সংক্রান্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে অর্থ ও প্রশাসন শাখা স্থাপন করে না পরিকল্পনা শাখার অধীনে একজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।
এই শাখার অধীনে ৪টি ইউনিট যা হিসাব/ প্রশাসন শাখায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে :

- সময় ইউনিট
- ক্রয় ইউনিট
- ক্ষতিপূরণ ইউনিট
- ব্যয় ইউনিট

হিসাব /প্রশাসন শাখার প্রধান (আঞ্চলিক হিসাবরক্ষক) প্রয়োজনে ইউনিট কার্যকর বা বাতিল করতে পারেন। কিছু এলাকায় (যেমন: ক্ষতিপূরণ) যদি একজন নিয়োগপ্রাপ্ত থাকেন তখন ক্ষতিপূরণ ইউনিট স্থাপিত হবে না।

সময় ইউনিট:

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিয়োজিত কর্মসূচিভিত্তিক মানবসম্পদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করা।

ক্রয় ইউনিট

সকল ধরনের ক্রয়সংক্রান্ত কাজ যথা: বিক্রেতা/সরবরাহকারীর সঙ্গে যোগাযোগ, ভাড়া করা ইত্যাদি অন্তর্বর্তী কাজ করা, সরঞ্জামাদির সংগ্রহ/মজুদের সময়সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা, স্থানীয়ভাবে সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় বিল/ভাউচার/চালানের কাগজপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

ক্ষতিপূরণ ইউনিট

ইনস্যুরেন্স, ঋণ, আহত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের কাজ এ ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ব্যয় ইউনিট

দুর্যোগের সকল ধরনের খরচসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয় ইউনিটের দায়িত্ব। এই ইউনিট সকল ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ, খরচের হিসাব, সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ। সব খরচের রেকর্ড, বিশ্লেষণ, কর্মীদের পেমেন্ট ও খরচের তথ্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করে।
ব্যয় ইউনিটের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যয় সংকোচন প্ল্যানের উপর ঘটনার উদ্দেশ্য ও কৌশল অর্জিত হয়। সমস্ত সম্পদের প্রকৃত খরচ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আবশ্যক।

পরিশিষ্ট ৭: দুর্যোগ পরিস্থিতি বর্ণনার ফরম

দুর্যোগ পরিস্থিতি বর্ণনা	১. দুর্যোগের নাম	২. তারিখ	৩. তৈরির সময়:
মানচিত্র উত্তর			
IC (নাম ও স্বাক্ষর)		প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি :	

চলমান কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তারিখ	সময়	কাজের বিবরণ	সম্পাদনকারী (নাম ও পদবি)

IC (নাম ও স্বাক্ষর)

চলমান IC কাঠামো

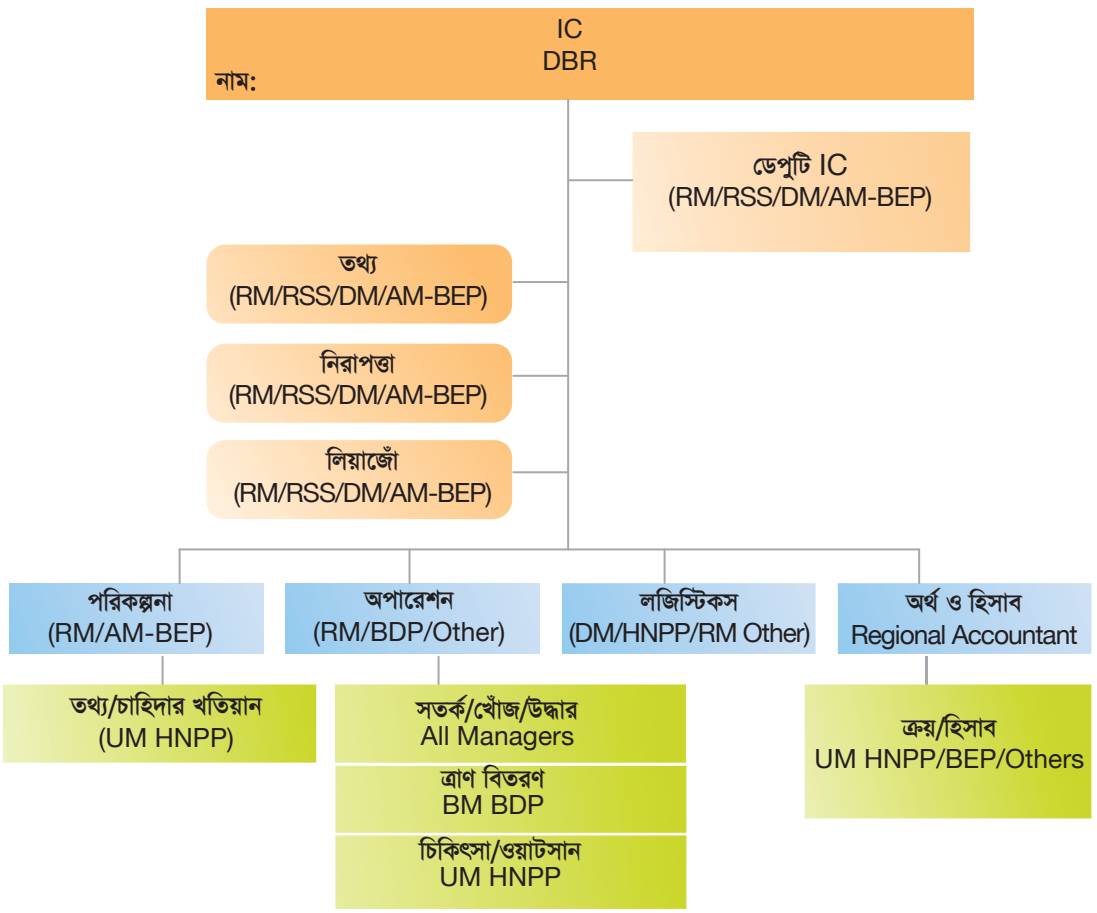
IC
DBR
নাম:
ডেপুটি IC
(RM/RSS/DM/AM-BEP)
তথ্য
(RM/RSS/DM/AM-BEP)
নিরাপত্তা
(RM/RSS/DM/AM-BEP)
লিয়াজোঁ
(RM/RSS/DM/AM-BEP)
পরিকল্পনা
(RM/AM-BEP)
অপারেশন
(RM/BDP/Other)
লজিস্টিকস
(DM/HNPP/RM Other)
অর্থ ও হিসাব
Regional Accountant
তথ্য/চাহিদার খতিয়ান
(UM HNPP)
সতর্ক/খোঁজ/উদ্ধার
All Managers
ত্রাণ বিতরণ
BM BDP
চিকিৎসা/ওয়াটসান
UM HNPP
ক্রয়/হিসাব
UM HNPP/BEP/Others

সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ							
দ্রব্য/সম্পদের নাম	মোট চাহিদা	বর্তমান মজুদ	অতিরিক্ত প্রয়োজন	ব্র্যান্ড/ গুনমান	সরবরাহকারী ও প্রাপ্তিস্থান	সরবরাহের স্থান	সরবরাহের সময়
IC (নাম ও স্বাক্ষর)							

পরিশিষ্ট ৮: নিরাপদ স্থানান্তরকরণ চেকলিষ্ট

নিরাপদ স্থানান্তরকরণ চেকলিষ্ট		
এটি একটি সহজ চেকলিষ্ট যেটি অপসারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। যিনি এই চেকলিষ্ট পূরণ করবেন তিনি অবশ্যই দুর্যোগে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার তারিখ, সময় ও মাধ্যম কে ছিল তা উল্লেখ করবেন।	তারিখ:	
সর্তকতা বার্তা প্রাপ্যতা	মাধ্যম	সময়
কর্মীদের কাছে আহবান		
ICS সক্রিয় করা/জনসাধারনকে নিরাপত্তা বিষয় জানানো		
মেগাফোন ও লোকজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সর্তকতা বার্তা জানানো		
অপসারণের কাজের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা		
লোকজনকে অপসারণ		
দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনকে বিশেষ সহায়তা প্রদান		
প্রাথমিক খাবার ও জলসহায়তা প্রদান		
কৌশলে মানুষকে অপসারণে সহায়তা করা		
দুর্যোগে সাড়াদানকারীদের সঙ্গে সংযোগ করা (প্রাথমিক সেবা ইত্যাদি)		
আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা ও উন্মুক্ত করা		
কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতি জানা (রোল কলের মাধ্যমে)		

পরিশিষ্ট ৯: জরুরি/তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধারের জন্য র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট টুল (RAT)

ভূমিকা

- বন্যা বা সাইক্লোনপরবর্তী পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক ক্ষয়ক্ষতি, ঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য RAT ফরমেট ব্যবহার করা হয়।

- জরুরি অবস্থায় কোন এলাকার অবস্থা সম্পর্কে দ্রুত জানার জন্য RAT ফরমেট তৈরি করা হয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সংগৃহীত তথ্যসমূহ খুব বেশি ব্যাপক কিংবা খুব বেশি সংক্ষিপ্ত হবে না । এই তথ্য সংগ্রহপ্রক্রিয়া খুবই স্বল্পসংখ্যক মাঠ পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। জরুরি সময়ে সাড়াদানের জন্য এই ফরমেট ব্যবহার করে সরকার এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থাসমূহ যাতে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা চিহ্নিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং যথাযথ সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে সে দিকটা বিবেচনা করা উচিত। সাড়াদান শুরু করার পর থেকে আরও ব্যাপক আকারে চাহিদা নিরূপণ চালিয়ে যেতে হবে।

- দুর্যোগ শুরু হওয়ার এক থেকে তিনদিন পর কিংবা দুর্যোগ শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই RAT ফরমেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। তবে DER RIR-এর তিনদিনের ফলাফলের সুবিধা ভোগ করার সুযোগ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রক্রিয়া এক সপ্তাহ দেরিতে শুরু হতে পারে। নতুন আক্রান্ত এলাকা বা দুর্গম এলাকার ক্ষেত্রে দুর্যোগের পরপর এই RAT ফরমেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

- র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট কাজগুলো অবশ্যই মানবিক সহায়তা বিষয়ক দক্ষ বা পারদর্শী লোক বা সংস্থা দ্বারা পরিচালনা করা উচিত যারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং দুর্যোগসম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝতে পারবে। টিম গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডারসমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

- একটি উপজেলার জন্য একটি ফরম পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর উক্ত উপজেলার অধীনে কিছু ইউনিয়ন পরিদর্শন করতে হবে।

- তথ্য সংগ্রহ করে তা তথ্যপ্রদানকারী যেমন: ইউএনও, PIO, DPHE, SAE, স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বার, আড়াআড়ি ভ্রমণ, ওয়াশ অবকাঠামো যাচাই, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপে ডিসকাশনের (FGD) মতো অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক যাচাই করা।

- তথ্য সংগ্রহকারীদের উচিত তথ্য সংগ্রহ করে তা একত্রীকরণের মাধ্যমে পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ বের করা এবং তদনুযায়ী সাড়াপ্রদান করা। তথ্যসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত এবং দ্বৈত গণনা এড়ানোর জন্য এই তথ্যসমূহ অন্যান্য ওয়াশ এজেন্সি, বিশেষ করে ওয়াশ ক্লাস্টার এবং DPHE-দের সঙ্গে মতবিনিময় করা উচিত।

সারসংক্ষেপ	**(তথ্যসংগ্রহের পর তথ্য বিশ্লেষণের সময় পূরণ করতে হবে)**				
জেলা		**উপজেলা**		**উপজেলা সংখ্যা**	
মোট উপজেলার সংখ্যা					
আনুমানিক মোট আক্রান্ত জনসংখ্যা (%/#)				%	#
নিরাপদ পানি পায় নি এরকম আনুমানিক মোট জনসংখ্যা (%/#)				%	#
প্রয়োজনীয়সংখ্যক পায়খানা ছিল না এরকম আনুমানিক মোট জনসংখ্যা (%/#)				%	#
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নি এরকম আনুমানিক মোট জনসংখ্যা (%/#)				%	#
ইতিমধ্যে যেসব এজেন্সি/NGO এ এলাকায় কাজ করছে					
পানিবিষয়ক প্রধান ঝুঁকি এবং চাহিদাসমূহ					
পয়ঃনিষ্কাশনবিষয়ক প্রধান ঝুঁকি এবং চাহিদাসমূহ					
স্বাস্থ্যবিধিবিষয়ক প্রধান ঝুঁকি এবং চাহিদাসমূহ					
WASH ও NFIs বিষয়ক প্রধান চাহিদাসমূহ					

১. সাধারণ তথ্য	**এলাকা, আক্রান্ত জনসংখ্যা, তথ্যের উৎস**				
১.১ জরুরি সংগৃহীত তথ্য					
তারিখ (দিন/মাস/বছর)	/ /	জরুরি অবস্থার ধরন	☐ বন্যা	☐ সাইক্লোন	☐ অন্যান্য (বিস্তারিত) :
জরুরি অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ					
১.২ তথ্য সংগ্রহকারী দল					
নাম		পদবি	সংগঠন		মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল
১.৩ তথ্য সংগ্রহের এলাকা- মোট এবং আক্রান্ত জনসংখ্যা (UNO/PIO ও আন্যান্য উপজেলা পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)					
জেলার নাম		আক্রান্ত ইউনিয়নের সংখ্যা			
উপজেলার নাম		আক্রান্ত এলাকার তালিকা			
উপজেলার মোট জনসংখ্যা		পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের সংখ্যা:			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের সংখ্যা:
আনুমানিক আক্রান্ত জনসংখ্যা (%)					
আনুমানিক মৃত/নিখোঁজ জনসংখ্যা (%)					
আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত আনুমানিক জনসংখ্যা	স্থায়ী*				
	অস্থায়ী**				
অন্যান্য এলাকার আক্রান্ত আনুমানিক জনসংখ্যা (বিস্তারিত)					
আনুমানিক জনগোষ্ঠী (যাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন)***(আলাদা আলাদা বিস্তারিত)					

নোট: * স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র: সরকার কর্তৃক নির্মিত সাইক্লোন বা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ** অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র: অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা, বাঁধ বা মহাসড়ক ইত্যাদি *** জনগোষ্ঠী (যাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন): প্রতিবন্ধী, অনাথ শিশু, গর্ভবতী নারী, আহত, বৃদ্ধ, সমাজচ্যুত ইত্যাদি।

১.৪. তথ্য সংগ্রহকারী দল ও তথ্যের উৎস						
তথ্য প্রদানকারীদের চেকলিস্ট	☐ইউএনও/PIO	☐ DPHE	☐ স্বাস্থ্য বিভাগ	☐ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	☐ নেতাকর্মী	☐ অন্যান্য: নির্দিষ্ট করে
নাম ও মোবাইল নম্বর						
পরিদর্শনকৃত ইউনিয়ন/গ্রাম						
এলাকার অন্যান্য তথ্যের উৎস						
এই উপজেলায় কাজ করে এরকম WASH এজেন্সি / NGOs						

পরিশিষ্ট ১০ র‍্যাপিড ইনিসিয়েল রিপোর্ট (Rapid Initial Report-RIR)

ভূমিকা :

- RIR এমন একটি ফর্ম যা বাংলাদেশে দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকার সাধারণ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়। যেমন: বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার পর ।
- RIR ফর্মটি খুব সংক্ষিপ্ত হলেও জরুরি পরিস্থিতির সাধারণ চিত্র তুলে ধরে। সময় ও কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যাপক/সুনির্দিষ্ট নাও হতে পারে । সীমিত সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে মূলত সাধারণ মূল্যায়ন করা হয়। তবে এই ফর্ম থেকে অন্তত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আক্রান্ত এলাকাগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে সম্ভাব্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে এবং স্ফিয়ার অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যূনতম উপযুক্ত মানের উপর ভিত্তি করে দুর্যোগে সাড়াদানের নকশা বা পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে ।
- দুর্যোগে সাড়াদান RIR ফর্মটির উপর ভিত্তি করে হলেও পরে দ্রুত/ব্যাপক মূল্যায়ন করা হয়। ওয়াশ ক্লাস্টার ওয়াশসংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজনে পরবর্তী পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন দ্রুত মূল্যায়ন টুল তৈরি করতে পারে ।
  দুর্যোগ হওয়ার এক-দুই দিনের মধ্যে প্রাথমিক মূল্যায়ন ফর্ম RIR ফরমেট ব্যবহার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা।
- RIR মূল্যায়ন দ্বারা ব্যক্তি, দল, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীভেদে, মানবিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, আক্রান্ত লোকজনের প্রয়োজনীয় চাহিদা, দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং অন্যান্য মানবিক সাহায্যের জন্য যে লজিস্টিক বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলো জানতে হবে ।
- যিনি RIR ফর্মটি পূরণ করবেন তিনি অবশ্যই আক্রান্ত প্রত্যেক উপজেলার বা ইউনিয়নের জন্য আলাদা এক একটি ফর্ম পূরণ করবেন । প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর আক্রান্ত উপজেলার ইউনিয়নে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করতে হবে ।
- তথ্যসংগ্রহ ও সজ্জিত করা; তথ্যদাতার মধ্যে রয়েছেন (UNO, SAE, Health Department, Union, Chairman/Members etc); সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যম (পদব্রজে ভ্রমণ, অবকাঠামোর মূল্যায়ন); আক্রান্ত লোকজনের সঙ্গে কথা বলা (শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষ, বিশেষ গ্রুপের লোকজন যেমন: প্রতিবন্ধী ইত্যাদি); এবং অংশগ্রহণমূলক কৌশল (ফোকাস গ্রুপ আলোচনা)।
- RIR ফর্মের মূল্যায়নদল সব তথ্য একত্র করে দুর্যোগ পরিস্থিতির সারমর্ম এবং সাড়াদানের জন্য কী প্রয়োজন তা সনাক্ত করে সহজবোধ্য করা ।
- RIR ফর্মের নিচে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে, সকল তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ইউএন খাদ্য কর্মসূচি এবং সম্ভব হলে ক্লাস্টার লিডারের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান করা, যাতে মূল্যায়ন প্রতিলিপি এড়ানো যায় ।

র‍্যাপিড ইনিসিয়েল রিপোর্ট (RIR)									
১. কর্মীর নাম,ফোন / ই-মেইল :				সংস্থা:		তারিখ/সময়:			
এই দ্রুত প্রাথমিক রিপোর্টটি উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। কোন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে: (উপজেলা)						ইউনিয়ন:			
২.জেলা:						ইউনিয়ন:			
৩.দুর্যোগের ধরন				উপজেলা/মিউনিসিপ্যাল:					
৪. দুর্যোগের প্রাথমিক হিসাব বা তথ্য (সাময়িকভাবে নির্মিত)				সূত্রপাতের তারিখ এবং সময় :					
৪.১. আক্রান্তের সংখ্যা:	জেলা:		উপজেলাসমূহ:		ইউনিয়ন:				
৪.২.আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা:	মোট:		মহিলা:		পুরুষ:		শিশু (প্রতিবন্ধী,এতিম)		
৪.৩.আহত ও হতাহতের সংখ্যা:			মৃত্যুর সংখ্যা:		আহতের সংখ্যা:		অপসারণ:		নিখোঁজ:
৪.৪.আশ্রয়কেন্দ্রে মানুষের সংখ্যা:	স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র:				অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র:			মোট আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা:	
৪.৫. ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের সংখ্যা:	পুরোপুরি:				আংশিক (%):				
৪.৬.শস্যের ক্ষতির পরিমাণ (হেক্টর):	পুরোপুরি:				আংশিক (%):				
৪.৭. মৃত/নিখোঁজ গবাদি/ পশুপাখির সংখ্যা:	গরু				ছাগল:		পোলট্রি:		
৪.৮.মাছের পুকরের ঘের নষ্ট:	পুকুরের সংখ্যা:				পুকুরের পরিমাণ (হেক্টর):				

৫.অবিলম্বে বাইরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা:	মানুষের সংখ্যা:	বাইরের সহযোগিতা (যদি প্রয়োজন): কী ধরনের তা উল্লেখ করা
৫.১.খাদ্য		
৫.২. আশ্রয়কেন্দ্র:		
৫.৩.বিশুদ্ধ পানি:		
৫.৪.পোশাকপরিচ্ছদ:		
৫.৫.সরঞ্জাম		
৫.৬.স্যানিটেশন/ল্যাট্রিন:		
৫.৭.চিকিৎসাসেবা ওষুধপত্র সরবরাহ:		
৫.৮.খোঁজ, উদ্ধার ও অপসারণ		

৫.৯.আশ্রয়/রক্ষা (নিরাপত্তা, হিংস্রতা, জোর করা, চুরি)				
৬.দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপর প্রভাব:	পুরোপুরি (%)	আংশিক (%):	ক্ষতি হয় নি (%)	মন্তব্য
৬.১.পাবলিক ট্রান্সপোর্ট				
৬.২. রাস্তা বা যোগাযোগ সমস্যা				
৬.৩.টেলিযোগাযোগ				
৬.৪.স্যানিটেশন (ভূগর্ভস্থ নালী/নিষ্কাশন/ল্যাট্রিন)				
৬.৫.বিদ্যুৎ / গ্যাস/ পানির লাইন				

৭. দুর্যোগের রোগব্যাধির তথ্য (যদি থাকে):				আক্রান্তের সংখ্যা:					
৮.ত্রাণ কার্যক্রম:	৮.১. ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে কি না (হ্যাঁ/না):	সরকারি:		স্থানীয় লোকজন:		এনজিও:		ইউএন:	
	৮.২. ত্রাণ বিতরণের পরিমাণ, ত্রাণের ধরন, গুণমান, একক এবং খানার পরিমাণ:								
৯.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:	৯.১. স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কি না? (কমিউনিটি গ্রুপ/ ডিএমসি সদস্য) (হ্যাঁ/না):								
	৯.২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে শেষ সভার তারিখ:								

নোট ১) এই ফরমটি জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারে জন্য; দুর্যোগ হওয়ার ১২-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এটি পূরণ করে জমা দিতে হবে। তথ্যপ্রাপ্যতা সহজ না হলে সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট করা যাবে না। এই ফরমটি যিনি পূরণ করবেন তথ্যপ্রাপ্তিতে তার সহজগম্যতা থাকলে সেক্ষেত্রে গুণগত তথ্য এই ফরমে দেওয়া যাবে । যেমন: জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য (গর্ভবতী নারী, একক উপার্জনভিত্তিক পরিবার, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, এইচআইভি/এইডস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত) বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

নোট ২) জরুরি অবস্থায় স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিল্ডিং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া অন্য যে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলো অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বলে বিবেচিত হয়।	স্বাক্ষর:
নোট ৩) একটি গাইডলাইন করা হবে যেখানে এই ফরমটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে তথ্য থাকবে ।	
ফ্যাক্স (উভয়ের জন্য) ০২-৯৮৯০৮৫৪ (GoB, DDM, DMIC) এবং ০২-৮১১৩১৪৭ (DER Secretariat).email for both: infolJdmic.cdmp.org.bd and BER.BANIJwfp.org	

পরিশিষ্ট ১১: জরুরি অবস্থায় ওয়াশ এনএফআই ব্যবহার গাইডলাইন

১. ভূমিকা

১.১ ওয়াশ এনএফআই আইটেম কী?

- ওয়াশ এনএফআই দ্রব্যসামগ্রী হল আহার-অযোগ্য সেইসব দ্রব্যসামগ্রী, যেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প) আক্রান্ত অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যে কোন ধরনের অস্থিরতার সময় কিংবা শরণার্থীদের জরুরি অবস্থায় বিতরণ করা হয়।
- ওয়াশ এনএফআই দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধিচর্চা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটা অবশ্যই স্থানীয় অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং জেন্ডারসংবেদনশীল হতে হবে।
- এনএফআই দ্রব্যসামগ্রী বিতরণের প্রধান লক্ষ্য হল জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধিচর্চা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন থেকে বঞ্চিত জনগণের জন্য ওয়াশ সম্পর্কিত রোগ থেকে সুরক্ষা করা।

১.২ কীভাবে এবং কাদেরকে ওয়াশ এনএফআই দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করতে হবে?

- ওয়াশ এনএফআই দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করার সময় অবশ্যই স্থানীয় প্রতিনিধি এবং এনজিওদের সঙ্গে সবসময় সমন্বয় করতে হবে যাতে একই এলাকায় একাধিক সংস্থা/সংগঠন কাজ না করে।
- সুবিধাভোগীদের ওয়াশ এনএফআই আইটেম সম্পর্কিত পছন্দ বা প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের মতামত নিতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির যেমন, শিশু, নারী, কিশোরকিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সব ধরনের জনগণের চাহিদা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং জেন্ডারসংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে তা বিতরণ করতে হবে।
- সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপক উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয় এমন দরিদ্র, বেশি আক্রান্ত এবং বেশি বিপন্ন (সবাই যেন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হয়) লোকদের কথা বিবেচনায় রেখে সুবিধাভোগী নির্বাচন করতে হবে। সম্ভব হলে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর তালিকা স্থানীয় নেতাদের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।
- ওয়াশ এনএফআই আইটেম বিতরণ সঠিক, স্বচ্ছ গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে হওয়া দরকার, যাতে তারা সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে।
- মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা অনেকসময় দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগচলাকালীন বা দুর্যোগপরবর্তী জনগণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই বিতরণের সময় অবশ্যই সুবিধাভোগী এবং বিতরণকারী স্টাফদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিতরণ গুরুত্ব

নিচের তালিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধিবিষয়ক এবং এনএফআই সম্পর্কিত দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করতে হবে।

- এনএফআই-এর বিতরণ গুরুত্ব বলতে বোঝায় সময়/অর্থ/লজিস্টিকবিষয়ক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণ করতে হবে।
- এনএফআই জরুরি প্রয়োজনে বা তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার কাজে দেওয়া হয়ে থাকে । এটা সব সময় দেওয়া হয় না।
- তালিকায় উল্লিখিত একটিমাত্র দ্রব্য বিতরণ করতে হবে (প্রাপ্যতা, স্থানীয় অবস্থা এবং সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে) অথবা সবগুলো জিনিস একসঙ্গে বিতরণ করতে হবে অথবা একটি বা একাধিক দ্রব্যসামগ্রী দিতে হবে। যদি একটিমাত্র দ্রব্য দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করে দিতে হবে।
- প্রত্যেকটি এনএফআই বিতরণের ক্ষেত্রে তালিকা অনুযায়ী প্রযুক্তিগত ও গুণমান বজায় রেখে বিতরণ করতে হবে।

নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি	বিভিন্ন ধরনের এনএফআই যা বণ্টন করা যেতে পারে	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন ১ = উচ্চ প্রাধান্য ৩ = নিম্ন প্রাধান্য	জরুরি এনএফআই উপকরণ (জরুরি অবস্থার সর্বোচ্চ ৬ সপ্তাহ পর)	দ্রুত পুনর্বাসন এনএফআই (যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রান্ত লোকজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে)
হাত/শরীর ধোয়া	হাত/শরীর ধোয়া সাবান	১	● গোসল করার সাবান	
	ঢাকনাযুক্ত পানির পাত্র	১	● ধাতবপাত্র ● অথবা প্লাস্টিক পাত্র ● অথবা ঢাকনাসহ প্লাস্টিক বালতি	শুধুমাত্র ধাতবপাত্র
নিরাপদ পানি সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং এগুলোতে অভ্যস্থতা ফিরিয়ে আনা	খানাভিত্তিক পানি শোধনাগার	১	● পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ● অথবা ফিটকিরি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ● অথবা পানি ফোটানোর জন্য জ্বালানি কাঠ	কমিউনিটির জন্য খানাভিত্তিক প্রযুক্তি
	জগ/মগ	২	● প্লাস্টিক জগ এবং মগ	
নিরাপদ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা	ল্যাট্রিনে স্যান্ডেল ব্যবহার করা	২	● স্যান্ডেল	
	ল্যাট্রিনের ভেতর পানির পাত্র রাখা	২	● প্লাস্টিক বদনা/ফ্লাশ করার পাত্র ● ঢাকনাসহ প্লাস্টিক পাত্র (ল্যাট্রিনের ভেতরে পানির পাত্র সংরক্ষণ)	
	শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ নিরাপদ অপসারণ	১	● ছোট কোদাল/ প্লাস্টিকের পাত্র ● অথবা মলমূত্রনিরোধী ন্যাপকিন ব্যবহার করা	
	ডিটারজেন্ট দিয়ে নিয়মিত ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা	২	● ছোট টয়লেট ব্রাশ ● টয়লেটে ডিটারজেন্ট, ব্লিচিং পাউডার এবং এই সম্পর্কিত উপকরণ রাখতে হবে	
ডায়রিয়ার চিকিৎসা	খাবার স্যালাইন	১	● স্যালাইনের প্যাকেট	
নিরাপদ ঋতুস্রাব স্বাস্থ্যবিধি	স্যানিটারি ন্যাপকিন/কাপড় ব্যবহার	১	● ব্যবহারবান্ধব এবং পানি নিষ্কাশন স্যানিটারি ন্যাপকিন/কাপড় ব্যবহার	
নিরাপদ পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা	ধোয়ামোছার জন্য সাবান ব্যবহার করা	২	● লন্ড্রি সাবান	

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি	গামছা/তোয়ালে	৩	• গামছা/তোয়ালে
	দাঁত পরিচর্যায় এনএফআই উপকরণ ব্যবহার করা	৩	• টুথপেস্ট/পাউডার • টুথব্রাশ (শুধু প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
	নখের পরিচর্যা বিষয়ক এনএফআই উপকরণ ব্যবহার করা	২	• নখ কাটার মেশিন
	চুলের যত্নের জন্য এনএফআই উপকরণ ব্যবহার করা	৩	• শ্যাম্পু/সাবান • চিরুনি/হেয়ার ব্রাশ
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য পরিবেশন এবং সংরক্ষণ	ঢাকনাযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা	৩	• ঢাকনাযুক্ত রান্না করার ধাতবপাত্র • ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিক পাত্র
	থালা এবং ঢাকনা	৩	• ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিকের থালা ব্যবহার করা
	ছুরি	৩	• ধাতব চামচ এবং ছুরি ব্যবহার করা
নিরাপদ বাসন-কোসন ধৌতকরণ	বাসনকোসন ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করা	৩	• বাসনকোসন ধোয়ার সাবান
মশামাছি নিয়ন্ত্রণ	প্রয়োজনে মশামাছি নিয়ন্ত্রণে এনএফআই উপকরণ ব্যবহার করা	২	• মশারির ব্যবহার
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশণ	প্রয়োজনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এনএফআই উপকরণ ব্যবহার করা (শুধু কমিউনিটির জন্য, খানাভিত্তিক নয়)	২	• বড় শাবল • শক্ত ধরনের জুতো এবং গ্লাভস

পরিশিষ্ট ১২: দুর্যোগ সাড়াদানে করণীয়

দুর্যোগ	শস্য	ধাপ	মৌসুম/মাস	প্রভাব	বন্যার পূর্বাভাস	বিকল্প পরিকল্পনা
প্রারম্ভিক বন্যা	টি.আমন	বীজ এবং অঙ্গজ পর্যায়	খরিপ-I I জুন-জুলাই	বীজ নষ্ট, টি.আমন পূর্বে বপনের কারণে, রোপণে দেরি হলে, মাটির ক্ষয়	জুনের প্রথমদিকে	বিলম্বিত বীজ/চারা উৎপাদন
	টি.আউশ	ফসল ফলানো /হারভেসটিং	খরিপ-II জুন-জুলাই	পরিপক্ব শস্যের ক্ষতি	জুনের প্রথমদিকে	অগ্রিম ফসল ফলানো/ হারভেসটিং
	পাট	পরিপক্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়	জুন-জুলাই	উৎপাদিত পণ্যের ক্ষতি, নিম্নমানসম্পন্ন	মে মাসের শেষ দিকে	অগ্রিম হারভেসটিং
	মৌসুমি শাকসবজি	হারভেসটিং	জুন-জুলাই	উৎপাদিত পণ্যের ক্ষতি, নিম্নমানসম্পন্ন	মার্চ-এপ্রিল	পাট কালচার (বাড়ির চারদিকে) প্রতিরোধকারী বীজ বপন করা ।
বড় বন্যা	টি.আমন	টিলারিং	খরিপ-I I জুলাই-আগস্ট	শস্যের ক্ষতি	জুনের প্রথমদিকে	দেরিতে বিভিন্ন শস্য সরাসরি বপন, দেরিতে রোপণ
দেরিতে বন্যা	টি.আমন	বুটিং	খরিপ-I I আগস্ট-সেপ্টেম্বর	উৎপাদিত পণ্যের ক্ষতি, শস্যের ক্ষতি	জুলাইয়ের প্রথমদিকে	দেরিতে বিভিন্ন শস্য সরাসরি বপন, অগ্রিম শীতকালীন ফসল ফলানো, সরিষা ও ডাল বপন
বন্যা (প্রারম্ভিক, বড় ও দেরিতে)	গৃহপালিত পশুপাখি		জুন-সেপ্টেম্বর	খাদ্য ও আশ্রয়ের সংকট, রোগসমূহ-কলেরা ,জীবাণু সংক্রমণ	জুনের প্রথমদিকে	খাদ্যসংগ্রহ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, টিকা দেওয়া
বন্যা	মাছচাষ, মাছের প্রজনন		জুন-আগস্ট	মাছের ঘের প্লাবিত, পুকুরের বাঁধ ভাঙা, ফসলের ক্ষতি, রোগের প্রকোপ	এপ্রিল-মে	বন্যার পূর্বে ফসল ফলানো/ নেট পরিবেষ্টচনী

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউরস
দুর্যোগ সাড়াদানে বাংলাদেশে ব্র্যাকের নীতিমালা

দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি
ব্র্যাক সেন্টার (১২ তলা)
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২

BRAC Communications/DECC/April 2013